ওঁ

# ধর্ম্ম সমন্বয়

বা

পন্থা

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর আদেশে

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক কর্ত্তৃক

উদ্ভাসিত

৪৫নং বিডন ষ্ট্রীট্

“যন্ত্র গুরু”

দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ৷৷০

কলিকাতা, ৩০নং হরীতকী বাগান,
'পশুপতি প্রেসে'
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

# সূচীপত্র


| বিষয়। | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ষড়দর্শনের ভূমিকা | ... | ... | ১[illegible] |
| ভূমিকা | ... | ... | ১[illegible] |


## জৈমিনি দর্শন


| | | | |
|---|---|---|---|
| দ্বাদশ লক্ষণী | ... | ... | ১৩ |
| দ্বাদশ শক্তি | ... | ... | ১৫ |
| বর্ণের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব | ... | ... | ১৭ |
| বেদাঙ্গ | ... | ... | ২০ |
| ১ শিক্ষা | ... | ... | ২১ |
| ২ কল্প | ... | ... | ২১ |
| ৩ ব্যাকরণ | ... | ... | ২২ |
| ৪ ছন্দঃ | ... | ... | ২২ |
| ৫ জ্যোতিষ | ... | ... | ২২ |
| ৬ নিরুক্ত | ... | ... | ২৫ |
| শব্দ বৈখরী | ... | ... | ৩৪ |
| ,, মধ্যমা | ... | ... | ,, |
| ,, পশ্যন্তী | ... | ... | ,, |
| ,, পরা | ... | ... | ,, |
| শব্দ ব্রহ্ম | ... | ... | ৩৫ |
| সপ্ত সম্প্রদায় | ... | ... | ৩৬ |

| বিষয় | | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|---|
| শব্দ অনাহত | ... | ... | ৩৭ |
| বেদের অপৌরুষেয়ত্তা | ... | ... | ৩৯ |

## ন্যায়-বৈশেষিক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| দ্রব্য | ... | ... | ৪৬ |
| গুণ | ... | ... | ৫৪ |
| কার্য্য | ... | ... | ৫৫ |
| সংস্কার | ... | ... | ৬০ |
| অলৌকিক সন্নিকর্ষ | ... | ... | ৬১ |

## সাংখ্যদর্শন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সাংখ্যদর্শন | ... | ... | ৬৮ |
| অব্যক্ত, জ্ঞ, ব্যক্ত ও জ্ঞ বিকার | ... | ... | ৭৮ |
| সৎকার্য্যবাদ | ... | ... | ৮০ |
| ব্যক্ত | ... | ... | ৮০ |
| অব্যক্ত | ... | ... | ৮১ |
| মহাভূত | ... | ... | ৮৮ |
| পুরুষ | ... | ... | ৯০ |
| বুদ্ধি অষ্টপ্রকার | ... | ... | ৯৪ |
| স্বভাব | ... | ... | ৯৫ |
| অহংকার | ... | ... | ৯৬ |
| (বুদ্ধি) প্রধান পুরুষের ভেদ দর্শন | ... | ... | ৯৯ |
| সূক্ষ্ম শরীর সংসরণ | ... | ... | ১০০ |
| কপিল | ... | ... | ১০৩ |

| বিষয়। | | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|---|
| গুরুমূর্ত্তি | ... | ... | ১০৪ |
| অষ্ট সিদ্ধি | ... | ... | ১০৬ |
| অষ্ট দৈবযোনি | ... | ... | ১০৯ |
| প্রকৃতির সপ্তবিধ রূপ | ... | ... | ১১৪ |
| ত্রিবিধ-বন্ধ | ... | ... | ১১৫ |
| সাংখ্যশাস্ত্রের মূল উৎস | ... | ... | ১২০ |
| স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর ও পঞ্চকোষ | | ... | ১২৩ |
| সাংখ্যে সংখ্যা | ... | ... | ১২৯ |

## পাতঞ্জলদর্শন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পতঞ্জলি, অনন্তের অবতার | ... | ... | ১৩৬ |
| অনন্তদেব সর্পাকৃতি | ... | ... | ১৩৭ |
| যোগ ও বৈদিক উপাসনা | ... | ... | ১৩৯ |
| বৃত্তি | ... | ... | ১৪০ |
| অভ্যাস বৈরাগ্য | ... | ... | ১৪৩ |
| ঈশ্বর প্রণিধান | ... | ... | ১৪৫ |
| ঈশ্বর | ... | ... | ১৪৫ |
| ঈশ্বরই গুরু | ... | ... | ১৪৬ |
| প্রণব | ... | ... | ১৪৬ |
| প্রণব জপ | ... | ... | ১৪৮ |
| প্রাণায়াম | ... | ... | ১৪৯ |
| ক্রিয়াযোগ | ... | ... | ১৫১ |
| অন্তর্জ্যোতি | ... | ... | ১৫৬ |

বিষয়। পৃষ্ঠা।

## বেদান্তদর্শন।

আবরণ ভেদ ... ... ১৬৪
ও বিক্ষেপ শক্তি ... ... ১৬৮
অর্চ্চিরাদি মার্গ ... ... ১৭৪
মুক্তি ... ... ১৭৬
নির্গুণ ... ... ১৭৭
জ্যোতিগ্রহণ ... ... ১৮০
ষড়দর্শন সমন্বয় ... ... ১৮৩

ওঁ

# দর্শন শাস্ত্রের ভূমিকা।

আস্তিক দর্শনের মধ্যে ষড়্দর্শনই প্রধান। মাধবাচার্য্য "সর্ব্ব-দর্শন সংগ্রহে" ও শ্রীমচ্ছংকরাচার্য্য "সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহে" অনেক দর্শনকারের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। আস্তিক দর্শনের সর্ব্ব প্রথম দর্শন বৈদিক অধ্বর মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা। শবর স্বামি বিরচিত ইহার ভাষ্য অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক। সম্প্রতি স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহাশয় সম্পূর্ণ শবর-ভাষ্য প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি পূর্ব্বমীমাংসার মূলতত্ব ভূমিকায় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে সংক্ষেপে জৈমিনি দর্শনের সার সংকলন করিয়া দিতেছি।

যাগাদয়োহনুষ্ঠেয়া বিশেষা বিধিচোদিতাঃ।
বৈদিকং বিহিতং কর্ম্ম মোক্ষদং নাপরং ততঃ।
মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায় জিহাসয়া।
আত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যাদি বিধিভিঃ প্রতিপাদিতে।

বেদে যে সকল যাগাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে, তাহা বিশেষ-ভাবে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। অন্য কর্ম্মের দ্বারা হয় না। মোক্ষকামী, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইবেন না। প্রত্যবায় হইতে মুক্ত হইবার

জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন। "আত্মা জ্ঞাতব্য" ইত্যাদি বিধি বাক্য দ্বারা জীবাত্মার প্রবোধ সম্পাদন করিবেন।

উপাসনা কাণ্ডও এই কর্ম্মমীমাংসার অন্তর্গত। স্থূলদর্শীগণ (অর্থাৎ আধুনিক কর্ম্মজ্ঞান স্বতন্ত্রবাদীগণ) পৃথক বলিয়া পরিগণিত করেন "নিষ্কামভাবে এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া, স্বর্গ সুখ প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। "উপাসনা কাণ্ডস্য কর্ম্মমীমাংসায়ামন্তর্ভাবাৎ। স্থূলদৃশাং পৃথক্ত্বেন গ্রহঃ। নিষ্কামতয়া অন্তঃকরণ শোধকত্বঞ্চ"। অপূর্ব্বই ফলদাতা। মন্ত্রময়ী দেবতা। সকল বেদই ক্রিয়া পর; বটবীজবৎ সংসার অনাদি। স্থূল শরীর হইতে আত্মা স্বতন্ত্র ও নিত্য। পঞ্চ খ্যাতির মধ্যে জৈমিনি অখ্যাতিবাদ স্বীকার করেন। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা সকল দুঃখ নিবৃত্তি, এবং দুঃখ নিবৃত্তি হইলে পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

জ্ঞান সম্বন্ধে ১।১।৫ "ঔৎপত্তিকস্তু" সূত্রভাষ্যে, মহাত্মা শবর স্বামী বলিয়াছেন—"যৎ প্রত্যক্ষন্ ন তৎ ব্যভিচরতি, কিং তর্হি প্রত্যক্ষং? তৎ সংপ্রয়োগে ইন্দ্রিয়াণাং পুরুষস্য বুদ্ধি-জন্ম সৎ প্রত্যক্ষং। যদন্যবিষয় জ্ঞান-মন্য সংপ্রয়োগে ভবতি ন তৎ প্রত্যক্ষন্"। যাহা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহার কখনও ব্যভিচার হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কি? না যাহার প্রয়োগ দ্বারা পুরুষের ইন্দ্রিয়গণের যথার্থ বোধের উদ্ভব হয় তাহাই সৎপ্রত্যক্ষ। যাহার দ্বারা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান না হইয়া অন্যরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ নহে। অর্থাৎ জ্ঞানের বাধক যত প্রকার আছে তাহা না থাকিলে, মন, ইন্দ্রিয়, ও বিষয় একত্র হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ। "যদা হি চক্ষুরাদিভিরুপহতং মনো

ভবতি ইন্দ্রিয়ং বা তিমিরাদিভি সৌক্ষ্মাদিভির্বাহ্যো বা বিষয় স্ততো মিথ্যাজ্ঞানম্। অনুপহতেষু সম্যগ্ জ্ঞানম্। ইন্দ্রিয়-মনোঽর্থ-সন্নিকর্ষো হি সম্যগ্ জ্ঞানস্য হেতুঃ”। যখন মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অসামর্থ্য হেতু এবং ইন্দ্রিয়গণ ও অন্ধকারাদি আবরণ জন্য যথার্থ বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না এবং যখন বিষয় সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম হেতু দর্শনাদি করিতে পাবা যায় না, তখন যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা মিথ্যা জ্ঞান। যখন পূর্ব্বোক্ত কোনও রূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়. তখনই সম্যগ্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। “অর্থাকারা বুদ্ধিঃ স্যাৎ, নিরাকারাতু নো বুদ্ধিঃ।” বস্তুর শব্দাদি আকার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞান সকলের মূল। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণই সকল প্রমাণের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। মহর্ষি গৌতম ১।১।৪। ন্যায় দর্শনে “ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্”। এই লক্ষণ করিয়াছেন, “ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং “অব্যপদেশ্য” অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ে সংজ্ঞা-বিষয়ক নহে বলিয়া শব্দ নহে, এবং “অব্যভিচারী’ অর্থাৎ যে জ্ঞান বিপরীত নিশ্চয় রূপ ভ্রম নহে এবং “ব্যবসায়াত্মক” অর্থাৎ যে জ্ঞান সংশয়াত্মক নহে, নিশ্চয়াত্মক, এমন জ্ঞান বিশেষ যাহার দ্বারা জন্মে অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞানের যাহা কারণ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।” যে বস্তুর সহিত নিয়ত সঙ্গ করা যায় তাহার সকল গুণ যেমন সঙ্গকারী লাভ করিয়া থাকেন অন্যে তাহা লাভ করিতে পারেন না। এমন কি ইতর খেচর প্রাণিগণ

আকাশ, বায়ু, এবং জ্যোতি এই তিন মহাভূতের সঙ্গ অধিক করা হেতু তাহাদের এই তিন মহাভূতের বিশেষ গুণ শব্দ (সুন্দর) লঘুত্ব, দৃষ্টি-শক্তি ও সুন্দর রং এই সকল বিশেষ মাত্রায় লাভ করিয়া থাকে। অনেকেই জানেন গায়কগণ ও অভ্যাস দ্বারা সূক্ষ্ম স্বরের পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ হন এবং কাশ্মীরবাসী শাল-নির্ম্মাতাগণ, সাধারণে যে স্থানে নীল পীতাদি সপ্তবর্ণ দেখিতে পায় তাহারা সেই স্থানে একুশ প্রকার বর্ণ অনায়াসে পার্থক্য করিতে পারে। এবং একবর্ণের মধ্যেও যে অবান্তর ভেদ আছে তাহাও অনায়াসে ধরিতে পারে, ইহা নিরন্তর বস্তুর সঙ্গ হেতু ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে "শুদ্ধ মনের" দ্বারা বার বার মননাদি করিতে হয়। "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ৪।১।১ বেদান্ত সূত্র। এইরূপ প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় পদার্থ স্থির করিয়া সাধন করাই ন্যায় দর্শনের উদ্দেশ্য।

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন ১।১।৪। "ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নি-শ্রেয়সম্।" "ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূতাদ" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডাণ্ডের সম্বন্ধানুরূপ কার্য্যোৎপন্ন। তাহাই ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বরের আদেশ ও প্রসন্নতা প্রসূত, আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায় এই শাস্ত্রই, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায়ের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য প্রতিপাদক। এই শাস্ত্রেরই ফল নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ মুক্তি।" কণাদ মুনি প্রথমে গ্রন্থ প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" (১)। অনন্তর (তত্ত্ব জিজ্ঞাসু শিষ্যগণের জিজ্ঞাসান্তে এবং তত্ত্ব জিজ্ঞাসু যোগ্য শিষ্যগণের সবিনয়ে উপস্থিতি হেতু ধর্ম্ম ব্যাখ্যান করিব) এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। জৈমিনি

ঋষি প্রথম সূত্রে যেমন "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" বলিয়া নিজ দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, মহর্ষি কণাদও ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে নিজ দর্শন প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম শব্দ উভয়েরই একার্থ বাচক। উদ্দেশ্য উভয়ের এক। কিন্তু শিষ্যগণকে বুঝাইবার প্রণালী স্বতন্ত্র। মহর্ষি কণাদ ৫ম সূত্রে "পৃথিব্যপ-স্তেজো বায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা-মন ইতি দ্রব্যাণি"॥ ক্ষিতি, অপ্, তেজ বায়ু, আকাশ, কাল,দিক, আত্মা, মন এই কয়টি দ্রব্য। ব্রহ্ম সংহিতায় মহর্ষি কণাদোক্ত নব দ্রব প্রত্যক্ষ ত্রিজগৎকে বলিয়াছেন। যথা "অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ, কাল স্তথাত্ম মনসীতি জগত্রয়াণি। যস্মাদ্ ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ, গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি"। অর্থাৎ অগ্নি পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্ সকল, কাল, আত্মা ও মন—এই যে "ত্রিজগৎ" যাহা হইতে জন্ম লাভ করে, প্রতিপালিত হয় এবং অন্তে যাঁহাতে প্রবেশ করে, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। এখানে স্পষ্টতর এই নব দ্রব্য দ্বারা "ত্রিজগৎ" রচিত বলিয়াছেন। "যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমা সূর্য্যো" অথর্ব কাণ্ডিকা ১০। অনু ৪।৯।৮।১২ ইত্যাদি। শাস্ত্রে বহু স্থানে এই "পৃথিবী, সূর্য্যও চন্দ্র" এই "ত্রিলোকের" কথায় ত্রিভুবন, ত্রিপাদ, ত্রিনয়ন বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

এই কয়টী দ্রব্যের তত্ত্ব জানা ও তাহাদের গুণ কর্ম্মাদি বিদিত হওয়াই জ্ঞান বলিয়াছেন। "ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, আত্মা"। ইহারাই ব্যবহার্য্য। কাল দিক অব্যবহার্য্য, অনন্ত। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চভূতের বিশেষ সম্বন্ধ। ব্যষ্টিভাবে জীব শরীরের সহিত সমষ্টি ভূতের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সেই পিণ্ডাণ্ডের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাহার সাধন করাই প্রকৃত সাধন। বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্য. পৃথক ভাবে, টীকাকার ভাষ্যকার সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে "ধর্ম্মের ফল, তত্ত্বজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞানের ফল মুক্তি। কণাদ মতে জড় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান যাহা সত্যজ্ঞান তাহাই তত্ত্বজ্ঞান, সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। জড় পদার্থের (যদিও কেবল জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই) তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আত্মতত্ত্বজ্ঞান হয় না। আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তি হয় না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। "বেদান্ত দর্শনে, (তথাকথিত) জড়তত্ত্ব উপেক্ষিত, বৈশেষিকে আদৃত।"

ইহার পর মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনে তত্ত্বের যে পঞ্চবিংশতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সার অর্থ আমরা এই স্থলে দিতেছি। শ্রীধরস্বামি বলেন, সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং, তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং অর্থাৎ সম্যগ্ জ্ঞান। তাহাই সাংখ্যযোগ (গীতা) ২।৩৯ টীকা।

ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকায় প্রথমে পাই "দুঃখ ত্রয়াভিঘাত-জিজ্ঞাসা।" দুঃখত্রয়ের একান্ত নাশের জন্য উপায়ই জিজ্ঞাসা। দুঃখত্রয় কি? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ যথা, শারীরিক ও মানসিক। আধিভৌতিক চারি প্রকার। "ভূতগ্রাম নিমিত্তং মনুষ্য পশু মৃগ পক্ষী সরীসৃপ দংশ মশক যূক মৎকুণ মৎস্য মকর গ্রাহ স্থাবরেভ্যো জরায়ুজাণ্ডজ স্বেদজোদ্ভিজ্জেভ্যঃ সকাশাদুপজায়তে"। গৌড় পাদ। ভূত সকল হইতে অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন; যথা,

মনুষ্য, মৃগ পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ মশক যূক, মৎকুণ, মৎস্য, মকর গ্রাহ ও স্থাবরাদি হইতে উৎপদ্যমান ক্লেশচয়। আধিদৈবিকং—দেবানামিদং দৈবিকং। দিবঃ প্রভবতীতি বা দৈবং তদধিকৃত্য যদুপজায়তে, শীতোষ্ণ বাতবর্ষাশনিপাতাদিকম্। আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা হইতে উৎপন্ন, যথা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্র পতন জনিত ক্লেশ। বাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন—"আধি-দৈবিকং যক্ষ রাক্ষস বিনায়ক গ্রহাবেশ নিবন্ধনম্"। যক্ষ রাক্ষস বিনায়ক এবং গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক দুঃখ সকলের কারণ. পৃথিবী বা অগ্নি, বা পৃথিবীস্থ জীব, বা চতুর্বিধ প্রাণীনিচয়। আধিদৈবিক শীতোষ্ণবাত বর্ষাশনিপাত, যক্ষরাক্ষসাদি এই সমস্তই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদিকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারিকার ৫৩ আর্য্যায় "অষ্টবিকল্পো দৈবঃ" বলিয়াছেন। গৌড়পাদ ও বলেন, "তত্রদৈবং অষ্ট প্রকারং; ব্রাহ্মং প্রাজাপাত্যং সৌম্যমৈন্দ্রং গান্ধর্ব্বং যাক্ষং রাক্ষসং পৈশাচমিতি"। স্থাবর মনুষ্যের কথা বলিয়া শেষ বলিতেছেন, ইতি চতুর্দ্দশ ভূতানি। ত্রিষ্বপি লোকেষু গুণত্রয় মস্তি। "দৈবযোনি অষ্ট প্রকার যথা—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ রাক্ষস ও পৈশাচ। ত্রিলোকেই ত্রিগুণ বর্ত্তমান আছে। গৌড়পাদ ভাষ্য হইতে স্পষ্টতঃ আমরা পাইতেছি। এই ত্রিলোকেই এই চতুর্দ্দশ ভূত বর্ত্তমান। এবং ত্রিলোক এই পৃথিবী, সূর্য্য এবং চন্দ্রমা। এই ত্রিলোকের জীব ও তত্তল্লোকাধিষ্ঠিত দেবতা বা তাহাদের হইতে উদ্ভূত দুঃখ হইতে উদ্ধার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা। ইহাই ত্রিবিধ দুঃখ এবং ত্রিবিধ দুঃখ এইরূপে বুঝাই সমীচীন। ত্রিলোক সম্বন্ধে আমরা "ধর্ম্ম সমন্বয়ে" ঋষিগণের

অনেক মত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। "অথ ত্রয়বাব লোকা মনুষ্য-লোকঃ পিতৃলোকঃ ( চন্দ্র ) দেবলোকঃ" ইতি বৃহদারণ্যক ১।৫।২৮। সাংখ্যের যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাহাও এই ত্রিভুবনের অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে ভাগবতে, শৌনককে সূত নিজে বলিয়াছেন, মায়াদৌর্ন-বভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র, সচিৎকে ভুবন ত্রয়ম্"। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, সূত্র, অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্র দ্বারা প্রথমে বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। তাহাতেই এই ক্ষুদ্র ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বাদশ স্কন্ধ। ১০ অধ্যায়।

এখানে ভাগবত স্পষ্ট ভাষায় এই নবতত্ত্ব হইতে যে ত্রিভুবন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছেন। ইহা সাংখ্যের "প্রকৃতি" এবং "প্রকৃতি বিকৃতি" হইতে বিরাটরূপী ত্রিভুবন উদ্ভূত। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত, এবং তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় উদ্ভূত। এই জন্য পঞ্চ তন্মাত্রকে মূল কারণ ধরিয়াছেন ইহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অন্য তত্ত্বগুলি উল্লেখ করেন নাই। আমরা সাংখ্য দর্শন সমন্বয়ের সময় এই বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে ভাগবত তাহাই এই একটি শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি কপিলদেবের সমস্ত তত্ত্বই গ্রহণ করিয়াছেন কেবলমাত্র, ঈশ্বরতত্ত্ব পৃথক স্বীকার করায় তাঁহার দর্শন শাস্ত্রকে "সেশ্বর সাংখ্য" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তিনি বিশেষভাবে বলিয়াছেন, যোগের দ্বারা সমাধি লাভ হয় সেই সমাধি লাভের প্রধান উপায় "ঈশ্বর প্রণিধান" অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে অচিরাৎ সমাধি ও ফললাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরে সর্ব্বাতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ বর্ত্তমান। তিনি দেশ কাল দ্বারা

পরিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রহ্মাদিরও গুরু। প্রণবই তাঁহার বাচক। এই প্রণব জপ ও তদর্থ ভাবনা দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। সেই প্রণবই চতুষ্পাদ। চেতনাংশে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এবং স্থূলভাবে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ (কারণ ভাব) ও তুরীয় এই প্রণবের চতুর্ব্বিধ মাত্রা। এই চতুষ্পাদই জ্যোতির নামান্তর মাত্র।

বেদান্ত। উত্তর মীমাংসার বিষয় ব্রহ্ম। বেদান্তের সিদ্ধান্ত, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন। এক বেদান্ত সূত্র অবলম্বন করিয়া, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বহুবাদ, আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়া বহুবিধ সম্প্রদায়ও মত সংস্থাপন করিয়াছেন। এমন কি শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি পঞ্চোপাসকগণ ও তাঁহাদের অভিমতে "বেদান্তসূত্রের" ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাহা ও অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ই বেদান্ত প্রচার করেন। আমরা প্রচলিত প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত অর্থ গ্রহণ করিয়া কয়েকটী সূত্র অবলম্বন করিয়া বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় জানাইতে চেষ্টা করিব। বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম। তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। আর একটী লক্ষণ আছে তাহা স্বরূপ লক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। কিন্তু কি ভাবে তাঁহাকে আমরা উপলব্ধি করিব? আহ্নিককৃত্যের মধ্যে ইহার উপদেশ আছে।

"ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ" ময় দেবস্বরূপ এমন কি আমরা প্রত্যহ প্রাতঃস্মরণে সেই ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে যে ধ্যান করিয়া থাকি তাহাও জ্যোতিঃস্বরূপ। যথা "অহং দেবো ন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈ বাহং ন শোক ভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোহহং নিত্যমুক্ত

স্বভাববান্” আমি অন্ধ নহি, দেবস্বরূপ, শোক রহিত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ নিত্যমুক্ত স্বভাববান্। “সচ্চিদানন্দ” চতুষ্পাদ জ্যোতির যে ভাগবিভাগ আছে, তাহা চেতনাকে অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়া থাকে। চেতনার যে জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা আছে, তাহা জ্যোতিরই চতুষ্পাদ মাত্র। “পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদোহস্যামৃতং দিবি”। বেদব্যাস ও “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” ১।২৪ সূত্রে বলিয়াছেন। এখানে বিশ্বসংসারকে জ্যোতি শব্দের পাদ কল্পনা করিয়াছেন। এ জ্যোতিঃশব্দ স্বর্গের ও উচ্চস্থানীয় বলিয়াছেন এবং জ্যোতিঃ শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। অর্থাৎ চরণ হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চস্তরে গমন করিতে হইবে।

যেহেতু বিশ্বসংসারকে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের পাদরূপ করিয়া কথন আছে। “রূপোপন্যাসাচ্চ” সূত্রে ব্রহ্মের রূপের আরোপ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে তাহার দুই চক্ষু করিয়া উপন্যাস করিয়াছেন। বৈশ্বানর অগ্নিও ব্রহ্ম বাচক। এ বিষয়ে জৈমেনির সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই “সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ” ১।২।২৮ পরম জ্যোতিই উপাস্য “জ্যোতির্দর্শনাৎ”। চতুর্থ অধ্যায়ে উপাসনা কাণ্ডে আদিত্যে উদ্গীত উপাসনার বিধান করিয়াছেন “আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ”। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলিয়াছেন “এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে”। জীব পর জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়। অতএব জ্যোতিঃ প্রাপ্তির নামই মুক্তি। সম্পদ্যাবির্ভাব স্বেন শব্দাৎ। ৪।৪।১ সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও ভগবৎ সাধন নিমিত্ত ভগবানের জন সকল ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যান। অর্থাৎ জ্যোতিস্বরূপ হইয়া যান। আমরা বেদান্ত সমন্বয়ে এই

চৈতন্যই যে জ্যোতি স্বরূপ এবং চতুষ্পাদ তাহা আমরা বিশেষভাবে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম সংস্করণে শাস্ত্রের মীমাংসা বিষয়ক সকল প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাহা বিশেষভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। •

এই জ্যোতিঃর সাধন সম্বন্ধে, বহুদিন পরে মহাত্মা পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী, এদেশে প্রবর্ত্তন করেন। তিনি পরমহংসদেব ৺রামকৃষ্ণদেবের ন্যায় নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু সাধন দ্বারা তিনি পরমহংস পদে উন্নীত হইয়া জগতের হিত সাধনে স্থূল শরীর ও শক্তি নিয়োগ করেন। তাহার ফলে বঙ্গদেশে এই সাধনা বহুলভাবে প্রচলিত হইতেছে! তিনি বলিয়াছেন, "বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই এই জ্যোতির উপাসনা বিহিত হইয়াছে, এমন কি দর্শন শাস্ত্র মধ্যে ও এই সনাতন বৈদিক সাধন প্রণালী, কিঞ্চিৎ আবরণের সহিত উক্ত হইয়াছে। এমন কোন শাস্ত্র নাই যে শাস্ত্র মধ্যে এই উপাসনার প্রণালী কথিত হয় নাই। তবে কোন শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে কোন শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ আবরণ সহিত উক্ত হইয়াছে, এই মাত্র ভেদ। তাঁহারই আদেশ ও তাঁহারই প্রদত্ত সুবর্ণ কুঞ্জিকা ( Key ) দ্বারা শাস্ত্রের মর্ম্মোৎঘাটনে তৎপর হইয়াছি। তাঁহারই "অমৃত সাগর" রূপ উপদেশের সামান্য বিন্দুমাত্র দিয়া আমরা এই দর্শন শাস্ত্রের ভূমিকা শেষ করিলাম।" নিরাকার, সাকার, চরাচর লইয়া অনাদি কাল হইতে জগতের গুরু মাতা, পিতা, পূর্ণ• পরব্রহ্ম চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ ( সান্ত ও অনন্তভাবে ) জ্যোতি স্বরূপ মঙ্গলময় স্বতঃ প্রকাশ রহিয়াছেন। ইনি সমস্ত বেদ, বাইবেল, কোরাণাদি ও ধর্ম্মের সার এবং প্রতিপাদ্য। মনের শান্তি, ও জ্ঞান মুক্তির

জন্য উদয়াস্ত জ্যোতিঃ ধারণ পূর্ব্বক জগতের পিতা মাতা আত্মাকে পূর্ণভাবে উপাসনা করিবে এবং তাহার আনুষঙ্গিকরূপে জপ ও অগ্নিতে যথা শক্তি আহুতি দিবে। যেমন অগ্নি বিনা স্থূল পদার্থ ভস্ম হয় না, সেইরূপ জ্যোতিঃ বিনা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না, ইহা নিশ্চিত। ইহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম ও ধ্যান উপাসনা করিলে উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত অতি পুরাকাল হইতে ঋষি মুনি প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ সূর্য্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃ গুরু মাতা, পিতা আত্মার উপাসনা দ্বারা পরম পদ পাইয়া আসিতেছেন। জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইলে তিনি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞান, আশা, তৃষ্ণা, লোভ লালসা, কাম, ক্রোধাদি ভস্মীভূত করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মাকে অভেদে প্রত্যক্ষ করাইয়া সাধককে মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন। জ্যোতিরূপ সূক্ষ্ম শরীর বা জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে বিরাট পরব্রহ্মের স্থূল শরীর জড় বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। জ্যোতিঃকে ত্যাগ করিয়া সেই মৃতবৎ জড় শরীর বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূজা বা উপাসনা নিষ্ফল। পৃথিবী জল ইত্যাদি স্থূলতত্ত্ব জ্যোতিঃ বিনা কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। পৃথিবীর অন্নাদি উৎপত্তি করিবার যে শক্তি তাহাও জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই সর্ব্বব্যাপক নহে। পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃ স্বরূপ হইতে তাঁহারই ইচ্ছারূপী বায়ু, সহযোগে অসংখ্য ছোট বড় তরঙ্গ, ফেন বুদ্‌বুদ্‌রূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষ, ঋষি মুনি, অবতারগণের তাঁহাতেই উদয় অস্ত ও স্থিতি !!!

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

ওঁ

# পন্থা।

## দ্বিতীয় ভাগ।

### পূর্ণব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ।

যে স্বতঃপ্রকাশ সর্ব্বপ্রেরক জ্যোতিঃস্বরূপ মহাপুরুষ চরাচর জগৎ লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে বার বার ভক্তি সহকারে নমস্কার করি। যে গুরুদেব অজ্ঞানাচ্ছন্ন জগৎকে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাদের কৃপাবলেই অনেক বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও দ্বিতীয় ভাগ "ধর্ম্ম-সমন্বয়" আরম্ভ করিলাম।

প্রথম ভাগে আমরা সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র হইতে সনাতন বৈদিক মার্গ সপ্রমাণ করিব, ইহাই বলিয়াছিলাম। এক্ষণে ষড়দর্শনের মধ্যেও যে সেই কথা আছে, তাহাও ঐ সমস্ত আস্তিক দর্শনগুলির কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়া ভূমিকায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইতে পারেন যে, দর্শন শাস্ত্রগুলিতে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও সূর্য্যোপাসনা বিহিত আছে। এগুলি ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় উপস্থিত হইবার ভিন্ন ভিন্ন সোপানমাত্র এবং ইহাদের মতও বিভিন্ন, এই কথাই চলিত আছে। কিন্তু তাহা প্রকৃত নয়। সুমতি পাঠক শান্তচিত্তে এই সমন্বয় পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, সমস্ত আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যেই একমাত্র সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম দার্শনিক আবরণে আচ্ছাদিত আছে। পুরাণাদি যে রূপক ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। কিন্তু উপনিষদাদির ন্যায় দর্শনগুলির মধ্যেও যে রূপক-ছলে দুই একটি কথা আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। পাশ্চাত্য Orientalist মহাশয়েরা ও অন্যান্য অনেকে বৈদিক ধর্ম্মকে Nature Worship or the first stage of the development of human mind বলিয়া, দেবতা উপাসনা, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ( monotheism ) ও ব্রহ্মোপাসনাকে ( pantheism ) পরপরবর্ত্তী উন্নত অবস্থা বলিয়াছেন including the six systems of speculative philosophy. তাঁহারা বলেন বলুন, তাহার বিচার আমরা এক্ষণে না করিয়া স্বদেশীয় পাঠকবর্গকে আমরা এই বলি যে, তাঁহারা ত এই কথাটি বিদিত আছেন যে, দর্শন ও পুরাণ শাস্ত্রাদিপ্রণেতাগণ সকলেই বেদকে শিরোধার্য্য করিয়াছেন। আমরাও বৈদিক মন্ত্রাদির সাহায্যে যথাবুদ্ধি ঐ সকল দর্শনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবরণ মোচন করিবার চেষ্টা করিব। আমরা সম্পূর্ণরূপে আবরণ মোচন করিতে না পারিলেও সুমতি পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে যে রূপক-ছলে দুই একটি কথা আছে, তাহার

অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে। সেইগুলিকে উপেক্ষা করিয়া অনেকেই দার্শনিক জটিলতা ও পৌরাণিক নীতিকথা ও ভাষ্যাদির জ্ঞানবিচাররূপ মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নানারূপ সংস্কারে আবদ্ধ হন। প্রকৃত বস্তুর দিকে লক্ষ্য হারাইয়া অর্থশূন্য শব্দরাশির প্রতি ধাবমান হন। আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও The world is groaning under conventions এ কথাটি কোন সুলেখক বলিয়াছেন। এই কারণেই ভূমণ্ডলস্থ পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বজগদ্ব্যাপী অনুশীলন করিয়াও বৈদিক সার সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। পৌরাণিক যুগ হইতে যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম আবৃত হইয়াছে, সে আবরণ মোচন করিতে তাঁহারা অদ্যাপি সক্ষম হন নাই। এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অদ্ভুতকর্ম্মা, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। জগতের ইতিহাসের মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞানের যে এরূপ জগদ্ব্যাপী ও উৎকৃষ্ট চর্চ্চা কখনও হইয়াছিল, তাহা দেখা যায় না। এ সকল কঠোর তপস্যা সত্ত্বেও তাঁহারা বৈদিক সার সত্যের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে অর্থাৎ From the establishment of the Law of Conservation of Energy, Division of Elements upon the periodic classification of Seven ও বর্ত্তমানের Rontgens Rays, Radium and Prof. Bose's Ellectrical stimuli on the living and non-living পর্য্যন্ত যে সকল আবিষ্কার দ্বারা ভগবান্ জীবহৃদয়ে প্রেরণা করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে Theosophical Society যেরূপ জগদ্ব্যাপী ও সারগর্ভ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা দেখিলে ও H. Spencer,

Hegel ও Lotze প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণের চর্চ্চা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বোধ হয় যে, ইঁহাদিগের এতাদৃশ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়াই হউক বা আর্য্যসন্তান ভারতবাসীর এতাদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়াই হউক, ভগবান্ দয়াল হরির অনুকম্পা হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই তিনি ইঁহাদিগের নিকট প্রকাশ হইবেন। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তেও শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের আসন্নপ্রলয়কারী হরধনু ভঙ্গ করত অজ্ঞানরূপী রাবণকে নাশ করিয়া সতী সীতা সাবিত্রী দেবীকে শীঘ্রই উদ্ধার করিবেন। প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসরের অধিক হইতে সাবিত্রী দেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। আসুন আমরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইয়া সেই জগজ্জননী সাবিত্রী দেবীর অনুসন্ধান করি। (১)

প্রথমভাগে আমরা ঋগ্বেদ সংহিতা ও সামবেদ সংহিতা হইতে, ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক দশোপনিষৎ হইতে অন্যূন পঞ্চাশৎটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভগবান্ হরির স্থূল শরীর বা বিরাটমূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান যে সপ্ত পদার্থ— পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ (গ্রহ-

(১) ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রথম সংস্করণ যখন প্রচারিত হয়, তখন যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল, তিনি তখন স্থূলদেহে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার স্থূলদেহ ত্যাগ করেন। তিনি সাধারণে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী নামে পরিচিত। তাঁহারই পিতৃদত্ত নাম রামচন্দ্র। তিনিই জ্যোতিস্বরূপ ওঁকারের উপাসনা ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, আপামর সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্যভাবে করণীয় বলিয়া বহুকাল পরে এই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়া সত্য ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন।

নক্ষত্রাদিগুলি ইহাদিগেরই অন্তর্গত ) এবং ইহাদেরই সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রাদিতে

স্থূলভাবকে—"ভূদেবা, সপ্তসমিধ, রশ্মি, অর্চ্চি ইত্যাদি" রূপে

সূক্ষ্মভাবকে—"প্রাণরূপ প্রজাপতি, মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি, সপ্ত প্রাণ" ইত্যাদি রূপে এবং

কারণভাবকে—"সাধ্যাঃ প্রজাপতিঃ রশ্ময়ঃ কারববেধসঃ" রূপে বলা হইয়াছে। এই সপ্ত পদার্থ হইতেই সমস্ত জীবের দেহ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে। এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে জীবকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রকৃতি ও শিবের অষ্ট-মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে। প্রথমভাগ সমন্বয়ের ৮১ পৃষ্ঠায় এইরূপ আছে "এক ( নিগুর্ণ ) হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ( প্রকৃতি-পুরুষ রূপ দুইভাগ ) ও বিজড়িত থাকিয়া ক্রমে চতুষ্পাদ পুরুষ-রূপে পরিণত হইলেন। তাঁহার এক পাদ হইল বিশ্ব ও তিন পাদ হইল বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। অর্থাৎ জীবদেহ, জল ও পৃথিবীরূপে স্থূলবিশ্ব এবং চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ রূপে বিরাট ভূদেবা ( অর্থাৎ ইহাদের মিশ্রণে ), হিরণ্যগর্ভরূপে প্রাণরূপ প্রজাপতিরা এবং সপ্তপরিধি বা সমুদ্ররূপে পুরুষোত্তম যজ্ঞ পুরুষ ইত্যাদি"। ৭৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে "অতএব পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবানের স্থূলশরীররূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান যে সপ্ত পদার্থ ও তাহাদেরই সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থা ও জীবকে লইয়া পুরুষ বা অগ্নিদেব বা সবিতা দেবই বেদসংহিতা-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা বা পূর্ণ-ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্ম ইত্যাদি। ইনিই অগ্নি (পঞ্চভূত) চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশমান। এবং জীবদেহে অধোমুখী পাদ পায়ু ও উপস্থ, ঊর্দ্ধমুখী পাদ জীব-চৈতন্যাভিমুখী বৈশ্বানর অগ্নি

( অর্থাৎ নাভি ) হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস্‌রূপে ( ইহাদের শক্তি ) সূক্ষ্ম চন্দ্র সূর্য্য। কণ্ঠ ও মস্তকে তাঁহারাই কারণরূপে মন, বুদ্ধি, চেতনা।”

দ্বিতীয়তঃ। উপনিষৎগুলির আলোচনায় আমরা এই সমন্বয়ে উপস্থিত হইয়াছি যে, জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদের মধ্যেও রূপকছলে যে দুই একটি কথা আছে, তাহা বেদসংহিতাভাগের অর্থ লইয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ওঁকারই পর ও অপর ব্রহ্ম “এবং যাঁহারা সার্দ্ধ ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকার ( অর্থাৎ পূর্ণরূপে ) সাধন করেন, তাঁহারাই দেবযান পথে সূর্য্যলোকে উপনীত হন।” আর স্থূল পদার্থ বা শরীর সম্বন্ধে অগ্নিদেব বা সবিতৃদেবের উপাসনা বা শ্রুতি আছে। প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধে ( উপাসনার্থ ) উপদেশ বা শ্রুতি আছে। এবং নির্গুণভাব সম্বন্ধে ও পূর্ণভাব সম্বন্ধে ( উপাসনার্থ ) উপদেশ বা শ্রুতি আছে। কিন্তু দেশ কাল পাত্রের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতির পোষকতা করা হইয়াছে। এইরূপে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতভাব ও বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বাদ সকল স্থাপিত হইয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্মসমন্বয় প্রথমভাগ পাঠ করেন নাই বা স্মরণ নাই, তাঁহাদের জ্ঞাপনার্থ উপরোক্ত অংশ দুইটি উদ্ধৃত করা গেল। ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডাণ্ড সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে ক্রমশঃ পরিস্ফুটিত করিয়া পাঠককে দেখান যাইবে। দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যেও রূপকছলে যে দুই একটি কথা আছে, তাহার রহস্য ভেদ করিলে বা দার্শনিক আবরণ উন্মোচন করিলে যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের একমাত্র পন্থাই নিহিত আছে বলিয়া জানা যায়, তাহা বোধ হয় পাঠক জানেন না।

সাধারণের মধ্যে এইরূপ সংস্কার আছে যে, সমস্ত আস্তিক দর্শন-গুলির মধ্যে যে ( পদার্থবিচার দ্বারা বা তত্ত্ববিচার দ্বারা বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ) মুক্তি পাইবার পথ আছে, এবং সেই পথ উত্তর মীমাংসায় বা বেদান্তদর্শনে বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাসবাদ বা বিবর্ত্তবাদই ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা। রামানুজ স্বামী ও মাধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতিরা জগতের জড়ত্ব স্বীকার করিয়াও দ্বৈতজ্ঞানে মুক্তি বা বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞানে মুক্তি হয় ইহা স্থির করিয়াছেন। এবং সেই সেই মতাবলম্বীরা নিজ নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের মতকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করেন। কিন্তু আমরা ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব যে ( ভাষ্যাদির কথা দূরে থাকুক ) সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যেই মুক্তি পাইবার একমাত্র বৈদিক পন্থা গুপ্ত ভাবে নিহিত আছে। কিন্তু সমস্তগুলি আদ্যো-পান্ত আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য হয়। আমরা কেবলমাত্র যাহাতে বস্তু নির্দ্দেশ হয়, তাহাই দেখাইব। ইহাই গুরুদেবের আদেশ। বাকী যাহা দর্শন শাস্ত্রাদিতে আছে, তাহার অধিকাংশই দার্শনিক আড়ম্বর ও পৌরাণিক রূপক অলঙ্কার জানিবেন। ত্যাগ করিলে জীবের কল্যাণ হইবে।

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডাণ্ড সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রথম-ভাগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পরিস্ফুট ভাব সকল উত্তর মীমাংসা পর্য্যন্ত পাঠ না করিলে ধর্ম্মসমন্বয়ের সার্ব্বভৌমিকতা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগের পরবর্ত্তী পৌরাণিক ও দার্শনিক যুগ হইতেই কর্ম্ম,জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনের মধ্যে পার্থক্য করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক এই তিনের মধ্যে পার্থক্য নাই। এক ব্রহ্মবুদ্ধিতে

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস ও অপরাপর পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। "সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।" অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মকে বালকেরাই পৃথক্ মনে করে, পণ্ডিতেরা নহে। বশিষ্ঠ-দেবও কর্ম্ম এবং জ্ঞানকে ব্রহ্মরূপ পক্ষীর দুই পক্ষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমভাগ ধর্ম্মসমন্বয়ে দেখান হইয়াছে যে, বেদের সংহিতাভাগে অর্থাৎ যাহাকে দর্শনশাস্ত্রাদি ও সেই সেই দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ড বলিয়াছেন এবং দশোপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে উপনিষদগুলিকে কেবল জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কর্ম্মকাণ্ড হইতে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যেও অনেক স্থলে স্পষ্টরূপে এবং অনেক স্থলে রূপকাদি মিশ্রিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা বা ভক্তিযোগ সকলই আছে। তাহা হইলে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, পুরাণাদি ও দর্শনশাস্ত্রগুলি রচিত হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মযোগের ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য ছিল না।

যদিচ পুরাণাদি ও দর্শনশাস্ত্রাদির মধ্যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম আচ্ছাদিত আছে, কিন্তু ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ও পঞ্চদশী প্রভৃতি আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থকর্ত্তাগণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে কখনও নির্গুণ, কখনও সগুণ, কখনও বা সগুণ ও নির্গুণ উভয়ভাবে বুঝাইয়া কেবলমাত্র নিরাকারেই স্থাপিত করিয়াছেন। বৈদিক যুগে যে অগ্নি, পুরুষ, সবিতা, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উপাসনা হইত, তাহা সগুণ ও নির্গুণ বা নিরাকার ও সাকার অর্থাৎ পূর্ণভাবে হইত। ইঁহারা কিন্তু নানারূপ বাক্যাভাস যুক্ত্যাভাস ও দার্শনিক কূট তর্ক দ্বারা সহজলভ্য বৈদিক ধর্ম্মকে

অনেক দূরে নিক্ষেপ করত সমগ্র ভূমণ্ডলকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। সেই সকল কারণে আমাদের দেশে এবং আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে জড় ও চেতনের ভেদ অদ্যাপি চলিত হইয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও গৃহ্যসূত্রাদি-বিহিত ক্রিয়াকর্ম্মগুলি দার্শনিক ও পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে এবং বৈদিক যুগের পরে প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ভ্রষ্টভাব হইয়াছিল। ইহা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে অনেক পরিমাণে প্রতীত হয়। কারণ বৈদিক বিধি নিষেধাদির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে সম্পূর্ণ অজ্ঞান-মূলক। তিনি বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদিকে কেবলমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রগুলিও এইরূপভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে, জৈমিনি সূত্রে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মীমাংসাই স্থির করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনে পদার্থ বিচার অবধারণ পূর্ব্বক বৈশেষিক দর্শনে অভাবরূপ বিশেষ পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। পরে নিরীশ্বর সাংখ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত স্থির করিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হইলেই ত্রিতাপনাশ বা মুক্তি হয় ইহা স্থির করিয়া সেশ্বর সাংখ্যে পতঞ্জলি ঋষি ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিলেন। এবং উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব অবধারিত হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কেবলমাত্র দার্শনিক আবরণ। সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যেই বৈদিক মার্গের সপ্ত পদার্থ ও তাহাদের উপাসনা নির্ণীত আছে। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, ইহাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক এবং পূর্ণভাবে ইহাদের উপাসনাই ভক্তিযোগ। এই প্রত্যক্ষ বিরাজমান বিরাট পুরুষ ওঁকারই দর্শনশাস্ত্রাদিতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদিরূপে কথিত হইয়াছে।

এবং ইহাদিগকে নির্ণয় করিবার জন্যই আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ স্থাপিত হইয়াছে। বৈদিক উপাসনার (ভক্তিযোগের) সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বা জ্ঞান এবং কর্ম্ম বা যজ্ঞরূপ প্রকৃত সাধন উভয়ই বর্ত্তমান ছিল। বিচারপ্রধান দর্শনশাস্ত্র হইতে আমরা দ্বিতীয় ভাগে ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। পশ্চাৎ পঞ্চোপাসকের ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি হইতে বৈদিক মত স্থাপন করিবার ইচ্ছা রহিল।

## জৈমিনি দর্শন।

জৈমিনি দর্শনের অপর নাম পূর্ব্বমীমাংসা। সাধারণের বিশ্বাস এই জৈমিনিদেব স্পষ্টতই কর্ম্মকাণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহার মতানুসারে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলে জীবের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত হয়, মুক্তি হয় না। সেই কারণে ইনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলিয়াই দর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড স্বতন্ত্ররূপে সংস্থাপন করায় এই বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে।

"মীমাংসাদর্শনের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাম্।" ১।২।১।

যেহেতু কর্ম্মই বেদের প্রতিপাদ্য, সেইজন্য, তদ্ভিন্ন বেদে যে জ্ঞান অংশ দৃষ্ট হয় তাহা নিরর্থক। "অতএব এ মতে উপনিষদের সমস্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থবাদ মাত্র। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য না থাকিলেও

চলিত। বেদে যে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্ট ফল স্বর্গাদির সাধন যাগ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করা।"

গীতায় ঈশ্বরবাদ পৃষ্ঠা ১৯।

বৈদিক যুগে যখন পূর্ণভাবে অগ্নি-উপাসনা চলিত ছিল, তখন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড পৃথক্ করা হইত না। দার্শনিক যুগ হইতেই অগ্নিকে জড় ও ঈশ্বরকে মাত্র নিরাকারে স্থাপন করা হইয়াছে। ইদানীন্তন কালেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—পাপ ও পুণ্যকে বুঝায়। যেন ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার বা মোক্ষ লাভ করিবার সহিত ইহার ভেদ আছে। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি ধৃ ধাতু হইতে, অর্থ—রক্ষা করা বা ধারণ করা। যদি নিরাকার ঈশ্বরকেই ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলেও ধর্ম্ম সাধন করিলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাহার দ্বারাই জগৎ ও জীব রক্ষিত ও ধৃত আছে। আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতেও জানি যে, জড় সূর্য্যের দ্বারাই জগৎ ধৃত আছে। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রমতে যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি পৃথক্ নহে, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান্ পুরুষও পৃথক্ নহেন। সুতরাং চৈতন্যপ্রধান সূর্য্যনারায়ণের দ্বারাই জগৎ ও জীব রক্ষিত ও ধৃত আছে। ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ হইতে ধর্ম্মের জন্ম, ইহাও পুরাণে আছে। আধুনিক পুরাণ-প্রমাণ মিশ্রিত সন্ধ্যা আহ্নিকের মধ্যে যমতর্পণের মন্ত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মরাজ, সূর্য্যনারায়ণ বা বৈবস্বতের নামান্তর মাত্র। এবং সূর্য্যদেব বা সবিতৃদেবকেই আমাদের মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য ধারণ বা ধ্যান বা উপাসনা করিতে হয় ইহা আমরা ১ম ভাগ সমন্বয়ে বেদসংহিতা ভাগে দেখাইয়াছি। আমরা আরও দেখাইয়াছি

যে, যে অগ্নির দ্বারা যাগযজ্ঞ হইয়া থাকে, সেই অগ্নিকেই গতিবিশিষ্ট ও জ্ঞানবিশিষ্ট দেবতা এবং ভূলোক ও দ্যুলোক প্রভৃতির জন্মদাতা বা প্রসবিতা বলা হইয়াছে। এই অগ্নি শব্দ আধুনিক শাস্ত্রেও নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "অগ্নিগুর্ব্বদ্বিজাতীনাম্" "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" এবং "অগ্নি হস্তে শপথ করিতেছি" ও "সূর্য্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি"—এই সকল লৌকিক কথাও চলিত আছে।

প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, অগ্নি ( প্রকৃতির কথা ত দূরে থাক ) জড় পদার্থ বা অচেতন নহেন। তাহা না হইলে কঠোপনিষদে নচিকেতার সম্বন্ধে "বৈশ্বানরো অগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশতি অতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো" কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? পুনশ্চ "অথা অপি প্রতিষ্ঠাং আশ্রয়ং জগতো বিরাট্ রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি জানীহি, ত্বং নিহিতং গুহায়াং বিদুষাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টম্ ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ বিরাট্‌রূপ জগতের আশ্রয় যে অগ্নি ( অর্থাৎ সূর্য্য ) সেই অগ্নিকেই তুমি জানিবে যে, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিতে আছেন ( অর্থাৎ চেতনারূপে )। পুনশ্চ "লোকাদিং লোকানামাদিং অগ্নিং প্রথমশরীরিত্বাৎ" অর্থাৎ প্রথম শরীর হওয়ায় ত্রিলোকের আদি অগ্নি অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ ( লোকানাম্ শব্দটি শঙ্কর এস্থলে অস্পষ্ট রাখিতেছেন, কিন্তু লোকানাম্ বলিতে তিন লোক অর্থাৎ পৃথিবী, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ ইহা প্রসিদ্ধ )। আরও দেখুন, অনন্তলোকাপ্তিম্ পদের অর্থ করিতেছেন "স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিম্"। কিন্তু অনন্ত লোক বলিতে কেবল ( কর্ম্মবাদীর ) স্বর্গলোক হইতে পারে না। শঙ্কর জড়বাদ বা

কর্ম্মকাণ্ড স্থাপনের জন্য বলিতেছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ পঞ্চম বল্লীতে হোতা শব্দে অগ্নি কহিতেছেন। আরও কত দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং জৈমিনি সূত্রে যে যজ্ঞীয় অগ্নির বা ধর্ম্মের উপাসনা আছে, তাহা জড় অগ্নির উপাসনা বা কেবলমাত্র স্বর্গ-প্রাপ্তির উপাসনা নহে। তাহা প্রকৃত বৈদিক উপাসনা। তাহাতে অনন্তলোক প্রাপ্তিই হইবে। তবে সকল দর্শনাদিতেই কিছু কিছু আবরণ আছে। কিন্তু জৈমিনিদেব যে বেদের মহিমা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে আমরা যথাবুদ্ধি বলিতেছি।

ইহার দার্শনিক ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও যাহাতে সার ভাব গ্রহণ ও বৈদিক রহস্যভেদ হয়, এইরূপ কয়েকটী স্থানের উল্লেখ করিয়া বিচার করিলে পাঠক বোধ হয় সন্তোষ লাভ করিবেন।

এই পূর্ব্বমীমাংসা বা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দ্বাদশলক্ষণী। উপরোক্ত বিচারমতে ধর্ম্ম যদাপি সূর্য্যনারায়ণের নামান্তর মাত্র হইল, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, বেদের "উদ্‌ঘেদভি...সূর্য্য" (১ম ভাগ ১৩ পৃ) মন্ত্রে সূর্য্যরূপে যে ইন্দ্রের স্তুতি আছে ও "দ্বাদশদ্যু" পদটী আছে এবং "অসৌ বা ইন্দ্র আদিত্য" ( দ্বাদশ আদিত্য যথা—১ বিবস্বান ২ অর্য্যমা ৩ পূষা ৪ ত্বষ্টা ৫ সবিতা ৬ ভগ ৭ ধাতা ৮ বিধাতাঃ ৯ বরুণ ১০ মিত্র ১১ শক্র ১২ উব-ক্রম ) ইতি হারিদ্রবিকম্, তাহা ধর্ম্মের বা সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা আদিত্যের দ্বাদশ মূর্ত্তি বা লক্ষণের কথা। আরও দেখুন যে, ঋগ্বেদের ত্রয়োদশ সূক্তের দেবতা অগ্নি। ১২টী ঋকে তাঁহার দ্বাদশ মূর্ত্তির স্তব আছে। এক্ষণে অগ্নি যে সূর্য্যের নামান্তর, তাহাও আমরা "উদুত্যং জাতবেদসম্...সূর্য্যম্" মন্ত্রে ১ম ভাগে দেখাইয়াছি।

শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে ১২টী আদিত্য আছে—জ্যোতিষ শাস্ত্রে দ্বাদশ রাশি হইতেই দ্বাদশ মাসের নামকরণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সূর্য্যদেব যখন রাশিচক্রের যে অংশে প্রবেশ করেন বা স্থিত হন, তখন সেইরূপ শক্তি বা মূর্ত্তি বা লক্ষণ প্রকাশ করেন; এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যে মহাপুরুষের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ব্যূহের বা মূর্ত্তির বিবরণ আছে, তাহাতেও এই দ্বাদশ লক্ষণ যুক্ত ধর্ম্মের কথাই স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। তবে দর্শন শাস্ত্রাদিতে আবৃত আছে বলিয়াই এত প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা। প্রতিমা পূজা বা দেবোপাসনা উপলক্ষে যে দ্বাদশটি মন্দির একত্রে স্থাপন করিবার পদ্ধতি আছে, তাহাও এই দ্বাদশ-লক্ষণী ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই হইয়া থাকে। বঙ্গদেশবাসীরা যে দ্বাদশ গোপাল দর্শন করিতে যান, তাহাও এই। গোপাল শব্দের অর্থ যিনি গো অর্থাৎ জীবসমূহকে পালন করেন। সূর্য্য-নারায়ণ যে তাঁহার রশ্মি দ্বারা জীবসমূহকে পালন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং জৈমিনিদেব যে দ্বাদশ-লক্ষণী ধর্ম্মের কথা উপদেশ দিতেছেন, তাহা সূর্য্যনারায়ণের নামান্তর মাত্র। ভাষ্য ও টীকা পাঠে যে যাহাই বলুন, খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তক Bibleএ এইটী পাওয়া যায়। Apocalypse. Chap. xii "And there appeared a great sign in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her foot and upon her head a crown of twelve stars" এবং twelve Apostles of Christ এ সকলও এই দ্বাদশ লক্ষণী সূর্য্যনারায়ণ সম্বন্ধে জানিবেন।

উপরোক্ত দ্বাদশটী লক্ষণ বা শক্তি পিণ্ডাণ্ডেও আছে। মনু-

ষ্যের মাথার করোটি এবং মেরুদণ্ডের উপর হইতে দ্বাদশ যুগল ( positive ও negative ) স্নায়ু নিঃসৃত হইয়া ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রভাণ্ড, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত স্থানে বলাধান ও পোষণ করিতেছে, ইহা বিজ্ঞানমূলক। বলা বাহুল্য য, মস্তক সূর্য্যস্থানীয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে নাভিদেশ হইতে ২৪টী নাড়ী জন্মিয়াছে। তাহাদিগের দ্বারাই এই সকল কার্য্য হয়; ইহার সমন্বয় পাতঞ্জল দর্শনমতে করা যাইতেছে।

"নাভি আমাদের স্থূলদেহের কেন্দ্র, সেইজন্য নাভি চক্রে কায় ব্যূহজ্ঞানম্ ।২৯।৩। "শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে নাভি চক্রে সংযম করিলে কায় ব্যূহ অর্থাৎ দেহান্তর্গত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয়। বাত, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা এই তিনটি দোষ, সপ্ত ধাতু যথা ত্বক্ ( রস ) লোহিত, মাংস, স্নায়ু, ( মেদ ) অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র, ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী উত্তর উত্তরটীর বাহ্ অর্থাৎ কারণ। আধার ও লিঙ্গ চক্রের উপরিভাগে দশ দল নাভিচক্র প্রথমেই উৎপন্ন হয়। উহার উর্দ্ধ ও অধোভাগে অন্যান্য শরীরাবয়ব হইয়া সমস্ত শরীর জন্মে।"

নাভি যেরূপ স্থূল দেহের কেন্দ্র, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ও মূল কারণ সূর্য্যে সংযম করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়— "ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ।২৬।৩ ব্রহ্মাণ্ডের নাভি ও সূর্য্য।

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" রূপ বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক প্রথম অধিকরণের পাঁচটি অবয়বের মধ্যে "স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য" অর্থাৎ বেদ পাঠ করিবে, এইরূপ বাক্যের নাম বিষয় বলিতেছেন। পরে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন যে, পাঠ মাত্রে যদ্যপি স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বিচার অনাবশ্যক। মধ্যে অনেকরূপ তর্ক-

জাল বিস্তার করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তব্য প্রত্যয়ের অপর নাম প্রেরণা এই কথাটি আছে। আর একটি কথা আছে "এই কারণে আচার্য্য কর্তৃক অধ্যাপন ও মাণবক কর্তৃক অধ্যয়ন বিনা সিদ্ধ হয় না।" সে আচার্য্য কিরূপ, তাহা মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া সাব্যস্থ করিতেছেন। "যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করিয়া সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে। (৩৫) "এবং তন্মধ্যে বিচার শাস্ত্র অবৈধত্ব দ্বারা অনারম্ভণীয়, ইহাই পূর্ব্ব পক্ষ এবং বিচার দ্বারা তাহা আরম্ভণীয়, ইহাই উত্তর পক্ষ" এই বলিয়া ৩৭ সূত্র শেষ করিতেছেন। একারণ বলিতেছেন যে "বেদ অপৌরুষেয়, তাহাতে প্রতীয়মান অর্থ কি হেতু বিবক্ষিত হইবে না? বিবক্ষিত অবস্থায় বেদার্থের যে যে স্থলে পুরুষের সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, তৎসমস্তই বিচার শাস্ত্রের বিষয় হইবে। তাহার নির্ণয় প্রয়োজন। সেইজন্য অধ্যাপন বিধি সহায়ে প্রয়োজিত অধ্যয়ন দ্বারা যে অর্থ অবগত হওন, তাহা সর্ব্বথা বিচারের যোগ্য বলিয়া বিচার শাস্ত্র আরম্ভণীয় হইয়া থাকে, ইহাই উত্তর পক্ষ। (৩৯)

পরে কিন্তু শিষ্য এ কথায় সন্তোষ লাভ না করিয়া বলিতেছেন যে "পৌরুষেয় বেদবাদীরা প্রলয় সময়ে সম্প্রদায় বিচ্ছেদ স্বীকার করেন, অতএব কালিদাসাদির বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব বশতঃ বেদবাক্য সকল পৌরুষেয় এবং প্রমাণ থাকাতে মন্বাদি বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব বশতঃ বেদবাক্য সমস্ত আপ্ত-প্রণীত। উত্তরপক্ষ এইরূপ বলিতেছেন যে, ইহা হইতে পারে না। মহাভারতের ন্যায় বেদও গুরুমুখে শুনিয়া অধ্যয়ন করিতে হয় অর্থাৎ কালিদাসাদির বাক্যের বা গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত বাক্যের ন্যায় মহা-

ভারতও ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত ; ইহা "কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আর কে মহাভারতের রচনা করিতে পারে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। আর এক কথা এই যে, পুরুষসূক্তের "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইত্যাদি বাক্যে বেদের সকর্ত্তৃত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ লীলা-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা দেখিবে কে? আর বিগ্রহ পরিগ্রহণ বশতঃ বেদ অপৌরুষেয় নহে।

এ বিষয়ের সমাধান করিতেছেন। পৌরুষেয়ত্ব শব্দে পুরুষ হইতে উৎপন্নমাত্রত্ব। "পুরুষাদুৎপন্নমাত্রত্বম্।" যেমন অস্মদাদি কর্ত্তৃক অহরহ উচ্চার্য্যমাণ বেদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, না— প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থ উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রকাশার্থ রচনা করা হইয়াছে, যেমন অস্মদাদি প্রবন্ধের নিবন্ধ করিয়া থাকি? ইহাই কি পৌরুষেয়ত্ব শব্দের অর্থ?

প্রথমটি বলিলে কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে ইহাই জিজ্ঞাস্য। অনুমান বলে অথবা আগম বলে উহার সাধন করা হইয়াছে। অনুমান বল হইতে পারে না ইত্যাদি প্রমাণ আছে বলিলেও পণ্ডিতগণের মনে বৈশদ্য প্রাপ্তি হইবে না। কেন না যাহার প্রমাণান্তর নাই, তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদক বাক্যই বেদবাক্য (বা আগম)। সুতরাং প্রমাণ আছে বলিলে আমার মাতা বন্ধ্যা ইত্যাদিবৎ ব্যাঘাত আপতিত হইয়া থাকে। ৫৬

বর্ণ বা শব্দ নিত্য কি অনিত্য, ইহার সম্বন্ধে সমাধান করিয়াছেন যে—জাতির যে প্রয়োজন, তাহা বর্ণের দ্বারাই হইয়া

থাকে। আর নাদ দ্বারাই ব্যক্তিত্ব লাভ হয়। পুনশ্চ বলিয়াছেন যে, আচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্বদা শব্দে অব্যাঘাতে জাগরূক রহিয়াছে। ইহার দ্বারা যাবতীয় অনিত্য অনুমান ব্যাহত হইয়া থাকে। ৬২। অন্যান্য সূক্ষ্ম কারণ বশতঃ বেদের অপৌরুষেয়ত্বা দ্বারা সমস্ত শঙ্কারূপ কলঙ্কাঙ্গর নিরস্ত হওয়াতে ধর্ম্ম যে স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য বিশিষ্ট, তাহা স্থিরীকৃত হইল।" ৬০

পরে সাংখ্য ও নৈয়ায়িকদিগের মতগুলি অবতারণা করিয়া উপসংহার করিতেছেন যে, "অতএব ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণভাব হওয়াতে স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম দ্বারা যজন করিবেক ইত্যাদি বিধ্যর্থবাদ মন্ত্রণামধেয়াত্মক বেদে যজেত অর্থাৎ যজন করিবেক ইত্যাদি।" ৭৯

উপরোক্ত সুদীর্ঘ অংশটী আমরা জৈমিনি দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অন্তর্গত যে সূক্ষ্ম বিচার আছে, তাহার অধিকাংশই দার্শনিক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের সাধ্য নহে, বোধ হয় অধিক ফলও নাই। আমরা এই কয়েকটি হইতেই যে কিছু রহস্য বাহির করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ জৈমিনি দর্শনোক্ত বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদিকে (ইহার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়) বিধি বা শাসনের অধীন এই ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। করিবার ব্যবস্থা আছে, তাই করিতে হইবে; করিলে স্বর্গ লাভাদিরূপ ফল হইবে। যেন বিচার করিবার ব্যবস্থা নাই বা আবশ্যকতা নাই। মুক্তি বা মোক্ষ ইহার দ্বারা হয় না, কারণ মুক্তি বা জ্ঞান স্বরূপে স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; তাহা ধর্ম্মের ন্যায় সঞ্চয় করিতে হয় না।

কিন্তু জৈমিনি মুনি তাঁহার দর্শনে সেরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই। তিনি ধর্ম্মকে স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্যভাব (অর্থাৎ স্বয়ং সিদ্ধ বস্তু) বলিতেছেন এবং বেদের অপৌরুষেয় ভাব দ্বারা ধর্ম্মের স্বতঃসিদ্ধত্ব স্থির করিতেছেন এবং ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের বলে সেই অপৌ-রুষেয়তা স্থির করিতে বলিতেছেন। আবার সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ পাঠ করিতে বলিতেছেন। আমরাও যথাবুদ্ধি সেই পুরুষসূক্তের বলেই জৈমিনি দর্শনের মাহাত্ম্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইব। ৺মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রকাশিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের মধ্যে জৈমিনিদর্শনের ৪৬ ক্রমে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ" ১ম চরণটী আদৌ নাই। শেষ তিন চরণ ঠিক আছে। পূর্ণ মন্ত্রটী এই,

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুঃ তস্মাদ্ অজায়ত ॥

দার্শনিক যুগে বৈদিক সত্য আবরণ করিবার জন্য এইরূপ আছে বা মুদ্রাঙ্কনের ভুল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ দার্শনিক যুগে ঈশ্বরকে প্রায়শই নিরাকারে স্থাপন করা বশতঃ এবং জৈমিনি মুনিও ঈশ্বরকে অশরীরী বলায় এই চরণটি দেওয়া হয় নাই। ইহাতে যজ্ঞ হইতে বেদ হইয়াছে বলা আছে। কিন্তু জৈমিনি মুনি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে বলিতেছেন। সুতরাং ও চরণটাই বাদ দেওয়া হইল। কিন্তু আমরা যৎকালীন মূল ঋগ্বেদের মধ্যে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ" পাইয়াছি, সেকালে দিতেই হইবে। তাহা না হইলে অর্থও হয় না এবং ইহারই মধ্যেই গূঢ় অর্থ রহিয়াছে।

জৈমিনি মুনি আচার্য্যের নিকট সাঙ্গ অর্থাৎ ষড়ঙ্গ সহিত বেদ

অধ্যয়ন করিতে বলিতেছেন। বেদের প্রসিদ্ধ ছয়টি অঙ্গ নিম্নে দেওয়া হইল; যথা—

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত।

১। শিক্ষা অর্থাৎ বৈদিক বৈয়াকরণ পাণিনি প্রভৃতি উক্ত বেদ উচ্চারণ করিবার প্রণালী অর্থাৎ স্বর।

২। কল্প অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদির বিবরণ।

৩। ব্যাকরণ—প্রসিদ্ধ অর্থ।

৪। ছন্দঃ অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রের পরিমাণ বা মাত্রা (Metre)।

৫। জ্যোতিষ গ্রহাদির গণনা ও জীবের অদৃষ্ট গণনার শাস্ত্র।

৬। নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক অভিধান। যাহাতে গুপ্ত অর্থ সকল বিবৃত আছে।

পাণিনি দর্শনের আদিতে মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলির নাম উল্লেখ করিয়া "অথ শব্দানুশাসনম্" উপলক্ষে দুই একটি রূপকের কথা বলিয়া "নমু নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, সেই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মস্বরূপ ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে।" এই বাক্যটী স্থাপন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষ ছলে কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করিয়া বেদ হইতেই আমাদের বৈদিক শব্দ সকল সিদ্ধ হইয়াছে, এই বাক্যটীও বলিয়াছেন। "আমাদের" শব্দটি থাকায় বুঝায় যে, দার্শনিক শব্দ সকলের বৈদিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ ধাতু অর্থ জ্ঞান। বেত্তি রূপং বিদ্ জ্ঞানে, বিন্তে বিদ্ বিচারণে। বিদ্যতে বিদ্ সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥ জ্ঞান, বিচার, সত্তা এবং লাভ এই চারি অর্থ বিদ্ ধাতুর হইয়া থাকে। বেদ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান বা ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। ধর্ম্ম,

সূর্য্যনারায়ণ বা বেদের নামান্তর। তাঁহার উপাসনা করিলেই ধর্ম্ম লাভ হয়। এ স্থলে বেদাঙ্গ ছয়টিকেও স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম স্বরূপ বলিতেছেন। স্থায় দর্শনের সপ্ত পদার্থের বিচারে আমরা পাইয়াছি যে, মহাপুরুষেরই ছয়টি ভাব বা ছয়টি পদার্থ। অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। প্রশ্নোপনিষদে আদিত্য ষড় অরযুক্ত রথে আরোহণ করেন বলা আছে। সূর্য্যনারায়ণের চন্দ্র প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ বা জ্যোতি ইহা প্রত্যক্ষ। ইহা জল ও মৃত্তিকাদিতেও প্রত্যক্ষ হয়। অধিকাংশ snow-flakes ছয়টি জ্যোতিধারা যুক্ত হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা Atomকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। স্থূল মৃত্তিকাদিতেও ছয়টি জ্যোতিধারা কখন কখনও দেখা যায়। জাপান দেশীয় এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর আছে, তাহার অর্দ্ধ গোলাকৃতি এক খণ্ড লইয়া সূর্য্যকিরণে ধরিলে কেন্দ্র হইতে ছয়টী জ্যোতিধারা সমভাবে ছয় দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে ষড়ঙ্গ বেদ সম্বন্ধে আমরা দুই একটি কথা বলি।

১। শিক্ষা—বেদ উচ্চারণ করিবার প্রণালীকে শিক্ষা অর্থাৎ স্বর বলা হয়। স্বর সম্বন্ধে আমরা প্রথমভাগ সমন্বয়ে (৮২ পৃ) বলিয়াছি। এই স্বর বলিতে শব্দ ও বায়ু (প্রাণ) উভয়কেই বুঝায়। প্রত্যভিজ্ঞা বা জ্ঞানরূপ শব্দেই তিন লোক অর্থাৎ অগ্নি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত; গীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি সপ্ত সুরেই বাঁধা হইয়া থাকে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে পঞ্চবায়ু বা প্রাণ বা Ether উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আদিত্যকে মধ্যস্থানীয় ধরিলে বাকী ছয়টি জ্যোতি হইয়া যায়। পুরাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বহু Ether বলিতেন।

২। কল্প—বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদির বিবরণ যাহাতে আছে।

তাহাতে অবশ্যই এই সকল কথা থাকিবে। অধিকন্তু আমরা "সপ্তাস্যাসন্" মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি যে, ঐষ্টিকস্যাহবনীয়স্য ত্রয়ঃ সমিধঃ বৈদিকাস্ত্রয় আদিত্যশ্চ সপ্তমঃ পরিধি প্রতিনিধিরূপাঃ। তত এত আদিত্যসহিতাঃ সপ্ত পরিধয়ঃ অত্র ছন্দোরূপাঃ। অর্থাৎ আদিত্যকে মধ্য করিয়া তিন তিন ছয়খানি কাষ্ঠ যজ্ঞে দেওয়া হয় এবং আদিত্যের একখানি। আর আদিত্য সহিত ছন্দোরূপও এই সপ্ত। তাহা হইলে বেদমাতা গায়ত্রী ছন্দঃ যদ্যপি আদিত্য স্থানীয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাকী ছয়টি ছন্দঃ বা metre হইল।

৩। ব্যাকরণ—ইহাতে শব্দের বিভক্তি যে সাত প্রকার—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ—ইহা প্রসিদ্ধ। এই সাত প্রকারের মধ্যে ছয়টি, কর্ত্তাকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারা যেন কর্ত্তার অঙ্গস্বরূপ ধাতু শব্দ "ধা" ধাতু হইতে; অর্থ—ধারণ করা অর্থাৎ যাহা বস্তুকে বা জীবনকে ধারণ করে। প্রধানতঃ ধাতু শব্দ বায়ু পিত্ত কফ, অথবা রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজ। শুক্র শোণিত প্রভৃতি অষ্ট পদার্থ বা পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃতি ভূসপ্তকে বুঝায়। শুক্র ও অহংকারকে লইয়া অষ্ট।

৪। ছন্দঃ—সপ্ত গায়ত্রী ছন্দকে শীর্ষস্থানীয় ধরিলে উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী এই ছয়টি দাঁড়ায়। সাবিত্রী গায়ত্রী সূর্য্যনারায়ণের নাম মাত্র।

৫। জ্যোতিষ—এই শাস্ত্রে যে নবগ্রহ আছে, তন্মধ্যে রাহু ও কেতু এই দুইটিকে বাদ দিলে, সূর্য্য (রবি), চন্দ্র (সোম) মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটি থাকে। রবি

কেন্দ্রে থাকিয়া এই ছয়টির সৃষ্টি করিতেছেন। এই কারণে ইহাঁর নাম সবিতা। এবং ইনি সকলের আদি বলিয়া ইহাঁকে আদিত্য বলে। সুতরাং সমস্ত গ্রহগুলিই পঞ্চ মহাভূতে গঠিত। রবি হইলেন পুরুষ; চন্দ্রমা প্রকৃতি (সূর্য্য সিদ্ধান্ত)। মঙ্গল হইলেন তেজ, বুধ পৃথিবী, বৃহস্পতি আকাশ, শুক্র জল, শনি বায়ু। অর্থাৎ এক এক গ্রহে এক এক তত্ত্ব প্রবল। চন্দ্রগুলি উপগ্রহ। অতএব আদিত্যেরই ছয় জ্যোতি দ্বারা ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। রাহু ও কেতুর নামান্তর তমঃ ও ধ্বজ। ইংরাজীতে Dragon's head ও Dragon's tail বলে। প্রকৃত পক্ষে রাহু ও কেতু স্বতন্ত্র গ্রহ নহে। পৃথিবী ও চন্দ্রের গমনীয় পথের (কক্ষের) উত্তর ও দক্ষিণ সংলগ্ন স্থানকে রাহু ও কেতু বলে। গ্রহের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় ইহারাও গ্রহ মধ্য পরিগণিত হইয়াছে। জ্যোতিষীদিগের এইরূপ মত।

গ্রহগণের মধ্যে পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূতের এক একটি ভূতের আধিক্যে সেই সেই ভূতের নাম নামকরণ হইয়া থাকে। যথা—

"অগ্নিষোমৌ ভানুচন্দ্রৌ ততস্ত্বঙ্গারকাদয়ঃ।
তেজোভূখাম্বুবাতেভ্যঃ ক্রমশঃ পঞ্চজজ্ঞিরে॥"

২৪।১২ অধ্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

'সূর্য্যের প্রকৃতি অগ্নি, আর চন্দ্রের প্রকৃতি জল। অবশ্য পার্থিব জল নহে, এবং পঞ্চ গ্রহ মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনির প্রকৃতি যথাক্রমে অগ্নি, পৃথ্বী, আকাশ, জল এবং বায়ু হইতে উহারা উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য মঙ্গল বলিতে অগ্নি, বুধ বলিতে পৃথ্বী, গুরু বলিতে আকাশ, শুক্র বলিতে জল, এবং শনি বলিতে

বায়ু বুঝাইয়া থাকে। পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ই এই অনুবাদ করিয়াছেন।

The Sun and Moon are respectively of the nature of fire and water, and the five minor planets ( Mars, Mercury, Jupitor, Venus and Saturn ) spring severally from fire, earth, water and air.

কিন্তু পুরাণ মতে রাহু ও কেতুর বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়। সৈংহিকেয় নামক এক দৈত্যকে বিষ্ণু সমুদ্র মন্থনকালে দ্বিখণ্ড করেন, তাহার মস্তকের দিক হইল রাহু আর লাঙ্গুলের দিক হইল কেতু। ( Wilson ) ইনি অমর হওয়া বশতঃ মস্তক ও পুচ্ছ উভয়টিই পৃথকভাবে রহিয়া গেল। মরিল না। ইহারাই গ্রহণের কর্ত্তা। কিন্তু রাহু বিশেষতঃ। কেন না ইনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে অনেকবার গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রহ ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিবার চেষ্টা বৃথা হওয়ায় ত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ রাহু অনন্ত কালস্বরূপ হইয়া সান্তকালরূপ সূর্য্যনারায়ণকে বার বার গ্রাস করিয়াও ত্যাগ করেন। ইহার অভ্যুদয়ে সমস্ত তমসাচ্ছন্ন হয় বা ছায়ারূপী হয়। কেতু শব্দেও ধ্বজা বা লাঙ্গুল বুঝায়। ধ্বজা = flag ; লাঙ্গুল = weather cock ; দিঙ্‌নির্ণয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং কেতু হইল অনন্ত দিক্। ন্যায়দর্শনের দিক ও কালের ন্যায় ইহারা নিগুর্ণ ও অনন্ত।

"চন্দ্রপাতকে (বৃত্ত সম্পাতদ্বয়কে) রাহু ও কেতু বলে অর্থাৎ কক্ষমধ্যে চন্দ্রের যে দক্ষিণোত্তর স্থিতি, তাহাকে রাহু ও কেতু

বলে। সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণে একবার চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যান, অপর বার সূর্য্য ও পৃথিবী হইতে দূরে যান অর্থাৎ পৃথিবীর অপর দিকে যান বা একবার মস্তকের দিকে যান ও অন্যবার দূরে যান অর্থাৎ পৃথিবী উহাকে গ্রাস করেন। প্রকৃতি স্থানীয় চন্দ্রমা যখন পুরুষরূপ সূর্য্যনারায়ণের নিকটবর্ত্তী হয়েন বা আকুঞ্চিত হয়েন, তখন যেন রাহু বা কালে গ্রাস করিল, আর যখন চন্দ্রমা বা প্রকৃতি দূরে রহিলেন বা প্রসারিত হইলেন, তখন যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সকল দিকেই কেতু দ্বারা সৃষ্টি হইতে লাগিল। বিরাট পুরুষের মস্তক সূর্য্যনারায়ণ ও পৃথিবী চরণ বা পুচ্ছ, ইহা আমরা "শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত" ইত্যাদি ও "পদ্ভ্যাম্ ভূমিঃ" পুরুষ সূক্তে প্রমাণ পাইয়াছি। চন্দ্রমা ও পৃথিবীরূপ যে বিশ্ব বা প্রকৃতি এবং সূর্য্যনারায়ণরূপ যে পুরুষ, দুইটীই অনাদি, সুতরাং রাহু ও কেতু বা কাল ও দিক অনাদি ও অনন্ত।

৬। নিরুক্ত হইল বৈদিক অভিধান। সুতরাং ইহাতে বৈদিক রহস্য সমস্তই আছে বুঝিতে হইবে। অতএব "নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদঃ" কাহাকে বলে, যথাবুদ্ধি পাঠককে জ্ঞাপিত করিলাম।

এক্ষণে পুরুষসূক্ত অনুসারে স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। জৈমিনি দেব পুরুষসূক্তের প্রমাণেই বেদের পৌরুষেয়তা বা অপৌরুষেয়তা স্থির করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং বেদ উৎপত্তির সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই যথাবুদ্ধি ব্যাখ্যা করিব।

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ" সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষঃ যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে ইতি সর্ব্বহুতঃ—সর্ব্ব প্রকারে কৃত যে হোম এরূপ যজ্ঞ হইতে।

অর্থাৎ সেই যজ্ঞপুরুষ বা "সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ" বহিত্র স্বাথে কে পূর্ণ যজ্ঞ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ হইতে বেদ উৎপন্ন হইল। পূর্ণভাবে বা সর্ব্ব প্রকারে কৃত যে যজ্ঞ। অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে যে যজ্ঞ বা সৃষ্টিকার্য্য হইতেছে, সেই সৃষ্টিকার্য্যকেই বেদ বলে। হলায়ুধ স্বামীর ব্যাখ্যায় আমরা পাইয়াছি, 'ঋক্-যজুঃসামাত্মকঃ ত্রিপাৎ' আব 'ঋক্‌যজুঃসামলক্ষণঃ ত্রিপাৎ'। পরে বিরাটপুরুষের সৃষ্টি। প্রথমটি দিয়াছেন "এতাবানস্য মহিমা" মন্ত্রে যেখানে জ্ঞানরূপী ঈশ্বর ভাবের কথা বলিতেছেন। দ্বিতীয়টী দিয়াছেন যেখানে শক্তিরূপী হিরণ্যগর্ভের কথা বলিতেছেন। সুতরাং "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ" মন্ত্রে স্থূল বেদ সৃষ্টির কথা ধরিতে হইবে। আরও দেখুন "সর্ব্বহুত" শব্দটীও এই মন্ত্রের পূর্ব্ব মন্ত্রে শস্য ও পশু পক্ষ্যাদি সৃষ্টির কথাতে বলিয়াছেন। এস্থলেও স্থূল বেদ সৃষ্টি হইল বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বেদ বা জ্ঞান বা চেতনা প্রথমে ঈশ্বরেতে কারণ ভাবে, পরে হিরণ্যগর্ভে শক্তিরূপে বা সূক্ষ্মরূপে এবং শেষে স্থূলরূপ বা অগ্নিরূপ। "যো ব্রহ্মাণম্ বিদধাতি পূর্ব্বং বেদাংশ্চ সর্ব্বান্ প্রহিনোতি সর্ব্বং। তংহদেব মাত্ম বুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে আমরা পাই যে, প্রজাপতি তপস্যা করিলেন, সেই তপস্যা হইতে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যৌ সৃষ্টি হইল অর্থাৎ অগ্নি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ সৃষ্টি করিলেন এবং এই তিন জ্যোতি হইতে "অগ্নের্বা ঋগ্বেদো জায়তে, বায়োর্বা যজুর্বেদো জায়তে, সূর্য্যাৎ তু সামবেদঃ"। এস্থলে কালিদাসাদির গ্রন্থের ন্যায় লিপিবদ্ধকরণ বা বাক্য বুঝিতে হইবে না, কারণ বেদ বা শ্রুতি জগৎসৃষ্টির আদি কাল হইতে গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়াই আসিতেছে। জৈমিনি দর্শনে

পূর্ব্বপক্ষছলে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ পৌরুষেয় বেদবাদীরা প্রলয় কালে সম্প্রদায় বিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রলয় সময়ে আর গুরু শিষ্য সম্প্রদায় থাকে না। তখন বেদ যজ্ঞপুরুষেই সূক্ষ্ম ও তৎপরে কারণ ভাবে লীন থাকে। বেদ লিপিবদ্ধ না হইলেও গুরুর নিকটে কিরূপে স্থূল ভাবে আসিল তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

দ্বাদশলক্ষণী যে ধর্ম্ম, তন্মধ্যে প্রথম অধিকরণের প্রথম অবয়ব হইতেছে 'বিষয়' কি না 'স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য' অর্থাৎ বেদ পাঠ করিবে ইহাই বিধি। কিরূপে অধ্যয়ন করা উচিত, তাহা লইয়া অনেক তর্ক করিয়া একটি সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে "অক্ষর গ্রহণ মাত্র বিধির স্বর্গই ফল"। পুনশ্চ পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে,যদ্যপি পাঠ মাত্রে স্বর্গসিদ্ধি সম্ভব হয়, তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিচার অনারম্ভনীয়; ইহার সিদ্ধান্ত এই করিতেছেন। অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়াতে অপ্রাপ্ত বিধিত্ব না হউক স্বয়ং বজ্রহস্তও নিয়মবিধিত্ব পক্ষ অপহস্তিত করিতে পারেন না। (২৪)। "তথাহি স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য" এ স্থলে তব্য প্রত্যয় যাহার অপর নাম প্রেরণা, পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনায় ভাব্য সেই অভিধা ভাবনার প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। সেই অর্থ ভাবনার দ্বারা অনুভাব্য বিষয় আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকে, সমান পদোপাত্ত অধ্যয়ন ভাব্যের আকাঙ্ক্ষা হয় না।" ২৫। অর্থাৎ অক্ষর গ্রহণ মাত্রে বা পাঠ করিলেই যে স্বর্গ লাভ হয়, সেই স্বর্গ লাভ অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া বশতঃ ইহা অপ্রাপ্ত বিধিত্ব না হউক অর্থাৎ বিধি থাকিলেও নিয়ম বিধিত্ব (অর্থাৎ বিচার ও হোমাদির সহিত করিলে যে ফল লাভ হয় তাহা) স্বয়ং বজ্রহস্ত ইন্দ্রও খণ্ডন করিতে পারেন না। তথাহি এইরূপে অধ্যয়ন করিলে "পুরুষ

প্রবৃত্তিরূপ অর্থ", অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে প্রেরণারূপ যে বস্তু বা জীবের সত্যলাভ রূপ যে বস্তু, তাহাতে প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। সেই অর্থ বা বস্তু ভাবনার দ্বারা সেইরূপ বস্তু লাভ হইয়া থাকে। কেবল এক পর্য্যায়ের বাক্যমাত্র শিক্ষা হয় না। সুতরাং বেদ সৃষ্টি হইল বলিলে বুঝিতে হইবে যে স্থূল সৃষ্ট বিরাট পৃথিব্যাদি হইবার পর "বিরাজো অধিপুরুষঃ" অর্থাৎ জীবের মস্তকাদি সৃষ্টি হইলে প্রেরণা দ্বারা বেদ সৃষ্টি হইল।

উপরোক্ত বিচারে হঠাৎ বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে আনিলেন তাহার কারণ কি? বিশেষ কারণ আছে। এই রহস্যভেদ করিলে পাঠক প্রকৃত কথা বুঝিতে পারিবেন। বজ্রী ইন্দ্র হইলেন শক্তিরূপী অন্তরীক্ষ দেবতা, চন্দ্রমা জ্যোতি, সূক্ষ্ম। বেদ পাঠ করিতে গেলে বায়ুর বা প্রাণের "প্রাণাৎ বায়ুঃ" কম্পন দ্বারাই হইয়া থাকে এবং প্রাণায়ামের সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু এ বায়ু মুখ হইতে নির্গত হয় এবং ইন্দ্রই ইহার কর্ত্তা কিন্তু ইহা চন্দ্রমা জ্যোতি কিরূপে হইল, তাহা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা উচিত। কারণ চন্দ্রমাকে মন বলিয়া অধিকাংশ স্থলে উল্লেখ আছে। পুরুষ সূক্তের ঐ মন্ত্রটী উদ্ধৃত করা গেল।

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাৎ ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত॥"

অর্থাৎ বিরাট পুরুষের মন হইতে চন্দ্রমা; ইনি ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে সংসার-তরঙ্গিণীর মূল। মুখ হইতে ইন্দ্র, ইহা আমরা পিণ্ডাণ্ডে স্পষ্ট দেখিতে পাই। নাসিকা দ্বারই শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রকৃষ্ট পথ, কিন্তু মুখ হইতেও আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, এবং বৈশ্বানর অগ্নিরূপী নাভির উদ্গীরণও মুখ

হইতে হইয়া থাকে। বিরাট পুরুষের নাভীদেশ হইতেই আবার অন্তরীক্ষ হইয়াছে "নাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষম্" সুতরাং অন্তরী-ক্ষস্থ বজ্রাই এই বাক্‌শক্তির কর্ত্তা। সুতরাং বেদ পাঠ মাত্রে যে স্বর্গ লাভ হয়, তাহা ইন্দ্রভুবন চন্দ্রমা জ্যোতি ইহা সিদ্ধ হইল। আমরা ইহাও দেখিলাম যে বিরাট পুরুষ সূর্য্যনারায়ণের ন্যায় চন্দ্রমাও তিন ভাগে বিভক্ত; মন অংশ কারণ ভাব, বজ্র বা শক্তি অংশ সূক্ষ্ম ভাব, অন্তরীক্ষ লোক স্থূল ভাব।

We cull the following rather lengthy quotation from the Secret Doctrine. p. 149. Vol. I. The reader will easily perceive that the Vedic exposition of the birth of the moon is more comprehensive than either the Theosophic or scientific one. From what we have seen the Vedas postulate the birth of the planets and their satellites from the Sun generally; but the moons in their causal and subtler forms only, have evolved from the Sun, which is the head or Soul or the source of all Energies; the moons being its reflection in the form of mind and vital energies. But in the physical form as now seen the moon has separated from the naval or the central fire, which is the earth. Compare the note from the S. D.

"We must now return again to the consideration of the theory that one sidereal body is born

from another or in other words that one planet transfers its life principles to another and then dies. It is so to speak, re-incarnates in its own progeny. What then is the mother of the earth? Occult science says that it is the moon and thus joins issue with the accepted theories of the day. For just as it refuses to credit the birth of the planets to the Sun, merely because they circle round it, so does it refuse to believe that the moon is the progeny of the earth simply because the lunar orb circles round our globe. Moreover the theory that the moon has been thrown off by the earth, has already been completely disposed of by the scientists themselves, and yet it is hardly correct to call the moon a dead planet: "she is not dead but sleepeth, for the moon is dead only as far as regards her inner principles i. e. psychically and spiritually, however absurd the statement may seem. Physically she is only as a semi-paralysed body may be. She is aptly referred to in occultism as the insane mother, the great sidereal lunatic." পিণ্ডাণ্ডেও এই চন্দ্রমা তিন ভাবে রহিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডে রক্তরূপে স্থূল ভাব; ফুস্ফুসিতে বায়ুরূপে সূক্ষ্ম ভাব; এবং কণ্ঠে মনরূপে কারণ ভাবে—সুতরাং আকণ্ঠ সমস্ত বক্ষস্থল

হইল জীব-শরীরে অন্তরীক্ষ লোক। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ও মুখ তাহার স্থান হওয়ায় মুখ হইতে বজ্রী ইন্দ্র বা শক্তিরূপী চন্দ্রমা বলিয়াছেন। এবং সেই মুখ বা বাক বা প্রাণের স্থূলত্ব হইল, পৃথিবীজনক বৈশ্বানর অগ্নি, এই অগ্নি হইতেই চন্দ্রমার স্থূলরূপ যে রক্তপিণ্ড, তাহার পুষ্টি ও উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা পিণ্ডাণ্ডে প্রত্যক্ষ।

এক্ষণে 'স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য' বা নিয়ম বিধিত্ব সহকারে বেদাধ্যয়ন করিলে কি ফল হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নিয়মবিধি অর্থাৎ যজ্ঞ বা তপস্যার সহিত বেদাধ্যয়ন করিলে ইহার ফল অন্য প্রকারে পাওয়া হেতু ইন্দ্রেরও সে সকল ব্যতিক্রম করিবার শক্তি নাই, এই কথাটি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন। কেন না পুরুষপ্রবৃত্তিরূপ অর্থ অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞ পুরুষেতে প্রবৃত্তি এবং তপস্যার সহিত অর্থাৎ গাঢ় চিন্তার সহিত বেদ পাঠ করিলে সেই যজ্ঞপুরুষ সবিতৃদেবই প্রকৃত ভাব সকল প্রেরণ করেন। তাহা হইতেই প্রতীতি বা ধারণা হয়। শাস্ত্রে ইহাকেই "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" বলিয়াছেন। পাতঞ্জলের সাধন পাদের একটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের গোচর করিব। "তপঃস্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" ২ পা ১ম সূত্র অর্থাৎ শরীর বাক্য ও মনকে তপস্যার দ্বারা সংযত করত যে বেদাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ তাহাকেই ক্রিয়াযোগ বলে। পাতঞ্জল-দর্শন মতে বা ভাষ্যকারদিগের মতে ক্রিয়াযোগ কাহাকে বলে ও তাঁহাদের মতে ঈশ্বরপ্রণিধান কি, তাহা আমরা এক্ষণে বলিলাম না; শব্দ মাত্রে লভ্য অর্থই দিলাম। তবে ক্রিয়াযোগ শব্দের অর্থ আমরা

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষ অধ্যায়-টিতে এই পাই যে বেদোক্ত মহাপুরুষেতে আত্মসমর্পণ করাই ক্রিয়াযোগ এবং এই ক্রিয়া করিলেই মনুষ্য অমরত্ব পায়। 'পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানো যাগাদিশ্চিত্তশুদ্ধি' তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তি পরম্পরায় মোক্ষহেতুর্ভবতি, (লৌগাক্ষি) অর্থাৎ পরমেশ্বরে অর্পণ করিবার মানসে যে কর্ম্ম করা হয়, তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতএব উহা পরম্পরায় মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। পরন্তু বেদোক্ত পুরুষে আত্ম-সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হোম বা অগ্নি উপাসনা আছে, তাহা ধরিতে হইবে। কারণ অগ্নিদেব বেদোক্ত পুরুষের নামান্তর মাত্র ইহা আমরা প্রথম ভাগে দেখাইয়াছি। জৈমিনি দেবও বলিয়াছেন যে সাঙ্গ ও সরহস্য বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। বেদাঙ্গ কাহাকে বলে, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি।

সুতরাং যজ্ঞীয় ক্রিয়ার সহিত উচ্চারণ না করিয়া যে পাঠ অর্থাৎ গাঢ় চিন্তার সহিত বেদপাঠ করিলে প্রেরণা হয় ইহা বলিতে হইবে। ইহাই স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য পদের অর্থ। পুরুষ সূক্তেই আমরা পাইয়াছি যে, পুরুষ অমৃতত্ব ও সংসার উভয়েরই কর্ত্তা এবং বেদ মতে সাবিত্রীও সর্ব্বপ্রেরক এবং ধীশক্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন ভাবেই সমস্ত জগৎকে প্রেরণ করিতেছেন। জীব সম্বন্ধেও সেইরূপ। সাধনা দ্বারাই হউক বা বিনা সাধনেই হউক, যে উপাধি বা পিণ্ড যেরূপ প্রেরণা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা যজ্ঞপুরুষের কর্ম্মেন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ বাক্‌শক্তি বা মুখ হইতে যে ইন্দ্র ও অগ্নি হইয়াছে, তাহা-

দের উপাসনা করেন অর্থাৎ ইষ্ট যাগযজ্ঞ ও পূর্ত্ত কূপখননাদি ও বেদের অক্ষরমাত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের বজ্রহস্ত ইন্দ্রত্ব বা চন্দ্রমাজ্যোতিরূপ স্বর্গ পর্য্যন্ত যাওয়া হয়। আর যাঁহারা পুরুষ-প্রবৃত্তিরূপ অর্থ বা ঈশ্বর প্রণিধান পূর্ব্বক নিয়ম বা তপস্যা বা অগ্নি উপাসনা ও মানসিক ঐকান্তিকতার সহিত সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের উচ্চ স্বর্গ বা সূর্য্যনারায়ণ গতি হয়।

মুণ্ডকোপনিষদে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকটি শ্লোকে ভিন্ন প্রকার কর্ম্মফলে যে ভিন্ন প্রকার স্বর্গ হয়, তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন। অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ভাষ্যাদির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না। আমরা স্থানে স্থানে দেখাইয়া দিতেছি। "তন্নয়স্ত্যেতা সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাস···ব্রহ্মলোক" অর্থাৎ যাঁহারা সত্যকাম হইয়া আজ্যভাগের দুই অংশের ( বেদীর দক্ষিণোত্তর দুই অংশে স্থাপিত ঘৃতাদির ) মধ্যস্থলে ( আদিত্যকে ) শ্রদ্ধার সহিত আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদের আহুতি সকল সূর্য্যরশ্মি হইয়া দেবতাদিগের একমাত্র পতি যথায় বাস করেন সেইখানে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। কিন্তু যাঁহারা অজ্ঞান পূর্ব্বক ইষ্ট যাগাদি ও পূর্ত্ত কূপখননাদি কর্ম্ম করিয়া কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারা "নাকস্য পৃষ্ঠে" অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে ( অর্থাৎ যে কক্ষে সূর্য্যনারায়ণের শক্তি খর্ব্ব হইয়া চন্দ্রমাশক্তি প্রবল ) তথায় কর্ম্মফল অনুভব করিয়া পুনরায় এইলোকে প্রবেশ করেন আর যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে থাকিয়া ( অর্থাৎ ধন কামনা ত্যাগ করিয়া ও নির্জ্জনে থাকিয়া সত্যকাম হইয়া ) তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাঁহারা বিরজ (বাসনা শূন্য)

হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই স্থানে যান, যে স্থানে সেই অব্যয়াত্মা পুরুষ আছেন। কর্ম্মলব্ধ লোক সকল অর্থাৎ বাসনাযুক্ত কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত লোক সকল পরীক্ষা করিয়া সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য সমিধ হস্তে করিয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইলে তিনি সেই অক্ষয় সত্য পুরুষকে যদ্দ্বারা জানা যায় তাহা বলিবেন।

অলঙ্কার কৌস্তুভে শব্দ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তভারঃ পরাখ্যঃ,
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয় গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তো, সুষুম্না
বদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবন প্রেরিতো বর্ণসংঘঃ।

"প্রথমতঃ মূলাধার হইতে বাক্যের যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অবস্থার উদ্গম হয়, তাহার নাম "পর" ভাব। পশ্চাৎ তদপেক্ষা স্থূলরূপে সেই অবস্থা হৃদয়গত হইলে তাহার নাম পশ্যন্তী ভাব। অনন্তর তদপেক্ষা স্থূলরূপে সেই অবস্থা যখন বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার নাম "মধ্যমা" ভাব। তৎপর সম্পূর্ণ স্থূলরূপে সেই অবস্থা যখন রোদনেচ্ছু জীবের মুখ বিবর দ্বারে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার নাম "বৈখরী" ভাব এবং সেই অবস্থাতেই শিশুর রোদন পরিস্ফুট রূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে, এইরূপে জীবের সুষুম্না যন্ত্রবদ্ধ বর্ণমালা কেবল প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বহিঃ প্রতিভাত হয়।"

শব্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধে, ভর্ত্তৃহরি বলেন,

অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দ তত্ত্বমনাময়ম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।

শব্দ ব্রহ্ম, নির্ম্মল, আদ্যন্তশূন্য। এই শব্দ ব্রহ্ম হইতে, বিবর্ত্তিত হইয়া, বৈখরীভাব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; এবং সেই প্রণালীতে এই স্থূল জগৎও সৃষ্ট হইয়াছে। ১৬৪ সূক্ত ১ম মণ্ডলে আছে,

চত্বারি বাক্ পরিমিতা, পদানি তানি বিদুর্ব্বে ব্রাহ্মণা মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি, নিহিতা নেঙ্গয়ন্তে, তুরীয়ং বাচোমনুষ্যা বদন্তি।

বাক্ চতুর্ব্বিধ, যে ব্রাহ্মণ মনীষি তিনি সম্পূর্ণ বিদিত আছেন। তাহার মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত আছে। চতুর্থ বাক্ মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন।

সার কথা এই যে, দেবতাদিগের একমাত্র পতি বা ব্রহ্ম- বা অব্যয়াত্মা বা অক্ষয় পুরুষের উপদেশ পাইতে হইলে বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলেও বেদজ্ঞ গুরুর নিকট হোম করিতে হয়। কিরূপে, না বেদীর উত্তর দক্ষিণ দুই অংশের মধ্যে অর্থাৎ আদি- ত্যকে মধ্য করিয়া ও উত্তর বৈদিকের তিন এবং ঐষ্টিকের তিন কি না পূর্ত্তকর্ম্মের তিন ও ইষ্ট কর্ম্মের তিন এই ছয়টিতে না করিয়া পুরুষ প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনার দ্বারা সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করিলে উচ্চ স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। নচেৎ নাকপৃষ্ঠ বা অন্যান্য লোক প্রাপ্তি হয়। জৈমিনি সূত্রেও আমরা পাইয়াছি যে অধ্যয়ন শব্দার্থের স্বাধীনোচ্চারণ ক্ষমতায় ক্লেশার্থক বাঙ্‌মনস ব্যাপারের ভাব্যত্ব সম্ভব নাই……স্বাধ্যায় শব্দার্থের বর্ণরাশি নিত্য ও বিভুত্ব বিশিষ্ট এবং উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্বিধ ক্রিয়া ফলের অতীত। আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে অন্যত্র পাই যে শব্দব্রহ্ম বা শব্দের, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামক চারিভাব বা অবস্থা আছে। শব্দ যতক্ষণ একান্ত নির্গুণ ভাবে সুপ্ত থাকে তাহাকে পরা বাক্ বলা হয়। যখন কেবল মাত্র হৃদয়ে উদয় হয় তখন বিন্দুরূপে

পশ্যন্তীভাব ; বহির্ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ভাব ; তন্মাত্ররূপে অনাহতধ্বনি ঃ মধ্যমা বাক্ যখন বুদ্ধিতে উদয় ও আন্দোলিত হইতেছে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের ও হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচলের যে সূক্ষ্ম শব্দ, যাহা কান বন্ধ করিলে শুনা যায়। বহির্ব্রহ্মাণ্ডে অন্তরীক্ষ বা মধ্যদেশস্থ বজ্রাদির শব্দ ; আহত ধ্বনি। বৈখরী বাক্ হইতেছে উদ্গীরণ, বাক্য উচ্চারণ ইত্যাদিরূপ আহত ধ্বনি ; বহির্দেশে আগ্নেয় উৎপাত কামান ইত্যাদি আহত ধ্বনি। পিণ্ডে বাক্যাদি উচ্চারণ যেরূপ চেতনাযুক্ত, বহির্দেশেও বজ্র আগ্নেয় উৎপাতাদিও চেতনা-যুক্ত জানিবেন।

সন্তমতাবলম্বী শব্দ সাধকদিগের মতে পরা বাক্ নাভি দেশ হইতে উদয় হয়। পশ্যন্তী বাক্ হৃদয় হইতে ; মধ্যমা বাক্ কণ্ঠদেশ হইতে এবং বৈখরী বাক্ মুখ হইতে। এই চারি অবস্থা পিণ্ডা-শুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা সহজেই বোধ হয়। ইহারা শব্দসম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম সাধন করিয়া থাকেন ; এবং ইহাদিগের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য লোকও আছেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে ইঁহাদিগের জ্ঞান তাদৃশ অধিক নহে। বিশেষতঃ দুর্ভেদ্য দর্শন শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে। ইঁহারা ঋষিমুনি বেদাদি ও অবতারগণকে গ্রাহ্য করেন না। গুরু নানক, কবির, রাধাস্বামী প্রভৃতি সন্তমতাবলম্বী মহাত্মারাই এই কলিযুগে সত্যধর্ম্ম এবং মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন এই কথা বলেন। ইঁহারা জগৎকে জড় বলেন ও সংসার মিথ্যা ও মায়িক বলেন। সুতরাং পিণ্ডাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বাভাবিক একত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া ভিন্নরূপে একত্ব স্থাপন করেন। এবং পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের শাস্ত্রানুমোদিত পিণ্ডাণ্ড

ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব দেখাইয়া বুঝাইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র পিণ্ডের উর্দ্ধস্রোতগামী চারিটী অবস্থা নাভিস্থিত "ব্যক্তিত্ব উৎপাদক" নাদ হইতে ধরিয়াছেন। কিন্তু শব্দসাধনে ইঁহারা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী জানিবেন। ত্রিলোক এবং ত্রিলোকের উপরি "উচা সে উচা" ধাম আছে তাহা অনুভব করেন। আদিভূত শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং শব্দে চেতনা আছে তাহা বলেন, যেরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্বদা শব্দে অব্যাঘাতে জাগরূক আছে ৬২ সূত্রে ১৮ পৃঃ পাইয়াছি। আকাশতত্ত্ব হইতেই বায়ু; বায়ু হইতেই অগ্নি বা জ্যোতি, জ্যোতির মধ্যে সমস্ত জাতি আছে। কিন্তু স্থূল জ্যোতি বা অগ্নি বা নাদরূপী শব্দ হইতে ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হয়। কলা ও বিন্দু, সূক্ষ্ম ও কারণভাব। দুইটীই জ্যোতিরূপ, কলা হইল চন্দ্রমা শক্তি এবং বিন্দু হইল সূর্য্যনারায়ণ। সন্তেরা কিন্তু শাস্ত্রার্থ প্রকৃত অবগত না হইয়া পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারিটী শব্দকে নাভি হইতে উৎপন্ন, উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্বিধ ক্রিয়া ফলের অন্তর্গত বৈখরী বাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহারা শব্দকে বর্ণাত্মক ও ধ্বনাত্মক বলেন, অর্থাৎ আহত ও অনাহত। ধ্বনাত্মক শব্দই সাধনের দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু জৈমিনি দেব যে স্বাধ্যায় শব্দার্থের বর্ণরাশি নিত্য এবং বিভুত্ববিশিষ্ট ইত্যাদি ও বর্ণ বা শব্দ নিত্য এবং জাতির যে প্রয়োজন তাহা বর্ণের দ্বারাই হইয়া থাকে ইত্যাদি বলিয়াছেন, এস্থলে বর্ণ শব্দের অর্থ জ্যোতি যাহাতে সপ্তবর্ণের সমাবেশ আছে। এই জ্যোতি বা কলা ও বিন্দু রূপ হইতেই জাতিত্ব এবং নাদরূপ বা বৈশ্বানর অগ্নি হইতেই স্থূল ব্যক্তিত্ব। ব্যাকরণের যে শব্দরূপী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ তাহাও জ্যোতির সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই ভাব। জীবদেহে স্বরবর্ণ শক্তি বা জ্যোতি; ব্যঞ্জনবর্ণ হাড়মাংস।

সুতরাং জৈমিনি দর্শনে যে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রসারণ এবং ধ্বংস এই চতুর্বিধ ক্রিয়া কলের অতীত এবং ক্লেশার্থক বাঙ্মনস ব্যাপারের অতীত যে স্বাধীনোচ্চারণ তাহা পরা ও পশ্যন্তীভাব বুঝিতে হইবে, যাহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। এই ধ্বনি সূর্য্য-নারায়ণে তন্মাত্ররূপে স্থিত (Word is God), ক্লেশার্থক বাঙ্মনস শক্তিযুক্ত চন্দ্রমা জ্যোতিতে আহত ধ্বনিরূপে স্থিত নহে। অতএব সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন না করিলে সম্পূর্ণ ফল হয় না। বেদাধ্যয়নের ভিন্ন ভিন্ন ফল আমরা দেখাইলাম কিন্তু শাস্ত্রাদিতে স্থানে স্থানে পাওয়া যায় যে ঋক্ যজু ও সাম অপরাবিদ্যা। এইরূপ নজীর পাইয়া এবং বিচার ব্যতীত বিধি অনুযায়িক কর্ম্ম করার ব্যবস্থাও আছে বলিয়া বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্যেরা বেদকে কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া থাকেন। প্রকৃত সাধনেই প্রকৃত প্রেরণা হইয়া থাকে। "অন্য প্রকারে প্রাপ্ত" অর্থাৎ প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থ উপলব্ধি করা ইহাও পূর্ব্বপক্ষ স্থলে বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যাহার প্রমাণান্তর নাই তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদক বাক্যই বেদবাক্য। এই বেদ ভগবান্ লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ নৃত্যকালে যেরূপ ক্ষণিক মূর্ত্তি ও হাব ভাব সকল গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপে ভগবান প্রাণশক্তির কম্পনের দ্বারা ক্ষণিক বা সূক্ষ্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রেরণা করেন। এই অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকল "প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঘটনার ন্যায়" দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপেই ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। পরে মন্ত্র গুলিন কোন না কোন সময়ে লিপিবদ্ধ করা হইত।

আরও দেখুন জৈমিনি মুনি আচার্য্যগণের মত বলিয়া ইহাও বলিতেছেন যে "প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্বদা শব্দে অব্যাবাত্তে জাগরূক

থাকে" অর্থাৎ শব্দেতে জ্ঞান আছে। সেই জ্ঞান অব্যাঘাতে অর্থাৎ অনাহতরূপে জাগরূক থাকে।

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সেই শব্দই চন্দ্রমা জ্যোতিতে আসিয়া আহত হয় এবং পরে স্থূলে আরও আহত হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সাধক অর্থাৎ শুদ্ধ জ্যোতির বা অগ্নির সাধক, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান বা শব্দ বা প্রেরণা হইয়া থাকে, নচেৎ হইবার সম্ভাবনা নহে। এইরূপ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব দ্বারা সমস্ত "শঙ্কারূপ কলঙ্কাঙ্কুর নিরস্ত হওয়াতে ধর্ম্ম বা বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বিশিষ্ট তাহা স্থিরীকৃত হইল।" ৬৫ সূত্র।

পরে সাংখ্যাদি মতের কথা যাহা বলিতেছেন, সে সম্বন্ধে আমরা দুই এক কথা বলিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সকলেই প্রায় এইরূপ বেদ উৎপত্তির রহস্য জানিতেন। ভিন্ন ভিন্ন মত স্থাপন জন্য সত্যকে ভিন্নরূপে আবরণ করিয়াছেন। পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়; ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে জৈমিনি মুনি যাহা বলিতেছেন তাহাও রূপক ছলে বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। তত্রাপি ইহা যে বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত বলিয়া লোকের সংস্কার, তাহার প্রতিপক্ষ বাক্য চলিত আছে যে, স্বয়ং পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ পদ্মচক্ষু বিষ্ণুর দ্বারা রচিত অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত।

সাংখ্যমতে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ আদি পুরুষ দ্বারা বেদ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অজ্ঞাতসারে নির্গত হইয়াছে। অথবা অঙ্কুরাদির ন্যায় নিজ শক্তি বশতঃ পরিস্ফুট বা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পুরুষসূক্তের "যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত" মন্ত্রে পাইয়াছি যে প্রাণ রূপ প্রজাপতিরা যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া স্থূল সৃষ্টি

করিলেন। জীব শরীরে শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুই প্রাণ বায়ু এবং এই প্রাণই শুক্র শোণিতের প্রথম সংযোগ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেহ রক্ষা করে। সুতরাং সেই আদি পুরুষ হইতেই বেদ বা জ্ঞান বা শব্দ অর্থাৎ কারণ ভাব তৎপরে সূক্ষ্ম জগৎ এবং পশ্চাৎ স্থূল জগৎ হইয়াছে। কিন্তু আদি হইতেই প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম তিন গুণই একত্রে থাকিয়া বহুকালে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাব ধারণ করিতেছে জানিবেন। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই যে প্রজাপতি "অগ্নের্বা ঋগ্বেদো বায়ো র্যজুর্বেদ আদিত্যাৎ সামবেদঃ"। অর্থাৎ অগ্নি হইতে ঋক্ বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ নির্গত করিলেন। এই বিদ্যা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা মনুকে ও মনু তাঁহার সন্তানগণকে বলেন। বেদ ব্যাখ্যাকার যাস্ক, সায়ণ ও মাধব প্রভৃতি আচার্য্যেরা বেদের অপৌরুষেয়তা ও পৌরুষেয়তা উভয় বিষয়ই বলিয়াছেন। পুরুষ বা অগ্নি বা ব্রহ্ম হইতেই বেদাদি উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা ইহারাই শাস্ত্রাদির যোনি এবং ঋষিরা সাক্ষাৎ ভাবে মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। এবং উত্তর কালে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন শিষ্যদিগকে উপদেশ বা শ্রুত বা অধ্যাপনা করাইতেন। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ ইহাই তাঁহাদের মত ছিল এবং সৃষ্টি প্রলয় ক্রমেও বেদ নিত্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির মধ্যে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তম রহস্য আছে, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার ভাব এই যে জ্ঞানময় তপস্যা বা আলোড়ন বা আন্দোলন হইতে অগ্নি ( বৈশ্বানর ) পবন ( চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ শক্তি ) ও সূর্য্যশক্তিরূপ তিনটী জ্যোতি উৎপন্ন হইল। পরে ইহারাই যখন পৃথিবী, চন্দ্রমা ও দ্যৌরূপে স্থূলত্ব পাইলেন, তখন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ উৎপন্ন হইলেন। পুরুষসূক্তের

বেদোৎপত্তির সহিত মিলাইয়া দেখুন। বেদোৎপত্তির রহস্য ও বেদের পৌরুষেয়তা ও অপৌরুষেয়তা সম্বন্ধে আমরা জৈমিনি দর্শনোক্ত বেদোৎপত্তিও পুরুষসূক্তের রহস্য যথাবুদ্ধি কিঞ্চিৎ ভেদ করিয়া ও উপনিষদ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং দর্শনাদির মত উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলিলাম তাহাতে বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে কালিদাসাদির প্রণীত গ্রন্থের ন্যায় বা তাঁহাদের বাক্যের ন্যায় যে Orientalists মহাশয়েরা বেদকে ২। ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত বলিয়া স্থির করেন বা কোন কোন আধুনিক দেশীয় আচার্য্যগণের সহিত একমত হইয়া তাঁহারা বেদকে কেবল মাত্র অজ্ঞানমূলক কর্ম্মকাণ্ড বলেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই বেদ বা শব্দ বা জ্ঞান বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, আদিকাল হইতে আছেন।

হর পার্ব্বতী বা প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় শব্দ ও অর্থ বা জ্ঞানের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহা কবিবর কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় কবিগণের মধ্যে, ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ দেবী সূক্তের ঋষি,আম্ভৃণী নামবাচক বাক্‌দেবী বা Heavenly Muses দিগকে আরাধনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিবার প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তবে যাঁহারা স্বাভাবিক ও সনাতন জ্যোতিঃসাধনরূপ পথ অবলম্বন না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সেই সেই রূপ প্রেরণা হইয়া থাকে। তদ্রূপ ফলও লাভ হয় বা অনন্ত লোক প্রাপ্তি হয়। ( কঠোপনিষৎ )

সুতরাং সরহস্য বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানপূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। সুতরাং বেদ বা শব্দ বা ধর্ম্ম বা জ্ঞান বা জ্যোতি একই বস্তু; সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পৃথক্ নহে। বেদোক্ত

কর্ম্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক সুতরাং সত্য। জৈমিনি মুনি যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের দ্বারা যজন করিতে বলিতেছেন, ইহাও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা উচিত। জ্যোতিষ্টোম বা অগ্নিষ্টোম এই উভয় যজ্ঞেতেই ১৬টী পুরোহিতের আবশ্যক হয়। জ্যোতিঃশব্দ ও অগ্নিশব্দ উভয়টিই অগ্নি (পৃথিবী) এবং চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ তিন লোককে বুঝায়। কিন্তু পার্থিব অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত থাকায়, চন্দ্র ও সূর্য্য জ্যোতিরাই অগ্নিরূপে প্রকাশমান আছেন, যাহাকে "আপোজ্যোতি রসোঽমৃতম্ ব্রহ্ম" বলা হয়। আর ব্রহ্মকে ক্বচিৎ চতুষ্পাদ, ক্বচিৎ ষোড়শকলঃ, ইহা বেদান্তসার মধ্যে ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এবং মুণ্ডকো-পনিষদেও যজ্ঞের রূপ ষোড়শ পুরোহিত ও যজমান এবং তৎপত্নী লইয়া অষ্টাদশ অঙ্গ বলা হইয়াছে। প্র-মু-দ্বিখণ্ড। অর্থাৎ জ্যোতি বিশিষ্ট (তিন) পুরুষকেই, স্ত্রী ও পুরুষ, যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকে। আর এই জ্যোতি পুরুষেরই প্রকৃতি যে চন্দ্রমা, তাঁহারও ষোড়শাংশের একাংশে কিরণ আবিষ্ট হয়, ইহারও প্রমাণ আছে (চন্দ্রমণ্ডল ৮৩ পৃ আর্য্যপ্রতিভা। কালীবর) ইদানীন্তন কালেও ষোড়শোপচারে পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে ষোড়শ দান চলিত আছে। সুতরাং জৈমিনি মুনি যে জ্যোতিষ্টোম বা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ণভাবে ব্রহ্মোপাসনাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ধর্ম্ম (সূর্য্যনারায়ণ ইহার নামান্তর মাত্র) সম্বন্ধে রহস্য ভেদ করিয়া দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কি কারণে জৈমিনিদেব শেষ সূত্রে বলিয়াছেন যে, "তস্মাদ্ধর্ম্মে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণভাবে জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত"। অর্থাৎ "অতএব ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণভাব হওয়াতে স্বর্গকাম (অনন্ত

স্বর্গ) ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম দ্বারা যজন করিবে ইত্যাদি বিধি অর্থ-বাদ ও মন্ত্রনামধেয়াত্মক বেদে যজেত" ইত্যাদি।

## ন্যায় ও বৈশেষিক।

গৌতম ঋষি-প্রণীত ন্যায়দর্শনে সত্যের জ্ঞানলাভ করিলে ত্রিতাপের আত্যন্তিক নাশ হয় ও অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদিরূপে সূচনা করিয়া সেই সত্য লাভ নিম্নলিখিত ষোড়শ পদার্থের বিচারে হইয়া থাকে এই কথা বলিতেছেন। যথা;— প্রমাণ ( proof ), প্রমেয় ( the thing to be proved ), সমস্যা ( doubt ), প্রয়োজন ( motive ), দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব ( members of the syllogism ), তর্ক, নির্ণয় ( right knowledge of the case ), বাদ ( discussion ), জল্প ( mere wrangling whether on this side or that ), বিতণ্ডা ( মিথ্যাতর্ক ), হেত্বাভাস ( fallacy ), ছল ( the use of ambiguities to entrap ), জাতি ( an argument that destroys itself ) এবং নিগ্রহস্থান ( entrapping the opponent )। বিশ্ব রচয়িতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই সত্যলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বেদ ঈশ্বরবাক্য; সুতরাং বেদের প্রমাণ সকলকেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষাপরিচ্ছেদ ও তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি আধুনিক ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বৈশেষিক মতের সপ্ত পদার্থের বিভাগ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। সে সপ্ত পদার্থ এইরূপ পাওয়া যায়।

"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাভাবঃ

পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥" অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত।

১। দ্রব্য নয়টী যথা :—পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, দেহী বা আত্মা, ও মন।

২। গুণ চতুর্বিংশতি যথা :—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও সংস্কার।

৩। কর্ম্ম পাঁচ প্রকার যথা :—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন।

৪। সামান্য দুই প্রকার যথা :—পর ও অপর অর্থাৎ নিত্য ও দ্রব্যবৃত্তি।

৫। সমবায় অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ। তাহা এক।

৬। অভাব হইতেছে চতুর্বিধ—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব, ও অন্যোন্যাভাব।

পাঠক হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, আমরা এতাবৎ বলিয়া আসিতেছি পৃথিবী ইত্যাদি যে সপ্ত পদার্থই ভগবদুপাসনার একমাত্র পথ বলিয়া বেদে নির্দ্দেশ আছে, ন্যায়শাস্ত্রের বিভাগ সে সপ্ত পদার্থ নহে। কিন্তু দার্শনিক আবরণ ও জটিলতা হইতে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার রূপে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা সেই বৈদিক মার্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদের প্রমাণ সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে ইহা গৌতম ঋষি বলিয়াছেন। অতএব বেদের প্রমাণ দ্বারা আমরা ন্যায় ও বৈশেষিক মতের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিব। ভাষাপরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে আমরা

"সংসারমহীরুহস্য বীজায় কৃষ্ণায় নমঃ" অর্থাৎ সংসাররূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার এই বাক্যটি পাই। প্রথমভাগ সমন্বয়ে আমরা বিষ্ণু ও কৃষ্ণ শব্দের বৈদিক অর্থ ও সন্ধ্যার মন্ত্রে সবিতৃদেবেতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে বেদের মহাপুরুষকেই বলে তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে প্রহ্লাদ উপাখ্যানে প্রহ্লাদের উক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল যে, শ্রীকৃষ্ণ কাহার নাম। প্রহ্লাদ বলিতেছেন;—"নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।" অর্থাৎ পদ্মচক্ষু পুরুষোত্তম ও জগতের হিতকারী ও গোবিন্দ (পৃথিবীস্থ জীবের অন্তর্য্যামী) যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নমস্কার। বেদে পুরুষ শব্দের যে কি কি অর্থ হয়, তাহা পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং পুরাণ দর্শনের শ্রীকৃষ্ণ শব্দে সবিতৃদেব বা পূর্ণ পরমাত্মা ইহাই বলিতে হইবে। তিনিই যে সংসার বা জগৎরূপ বৃক্ষের মূল বা বীজ, ইহাও বহুস্থলে পুরাণাদিতে আছে। সমন্বয়ের পৌরাণিক ভাগে বিশদ করিয়া ধ্রুব ও প্রহ্লাদোপাখ্যান দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর মঙ্গলাচরণের শেষভাগে আমরা আরও পাই যে—"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" ইত্যাদয় আগমা অপি অনুসন্ধেয়াঃ। অর্থাৎ দিবলোক বা সূর্য্য এবং ভূমি বা পৃথিবী সৃষ্টি করতঃ একই দেবতা আছেন, যিনি বিশ্বের কর্ত্তা বা ত্রিভুবনের পালয়িতা ইত্যাদি শ্রুতিও অনুসন্ধান করিবে। সুতরাং এই শ্রুতি ও অন্যান্য শ্রুতি অনুসন্ধান করিবে একথা বলিতেছেন। শ্রুতিতে "দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে অন্ত-

রিক্ষম্" অর্থাৎ চন্দ্রমালোক বা চন্দ্রমা এ কথাও বহু আছে। অথর্ব্ববেদের কাণ্ড ১০। প্র ২৩। অনু ৪। মন্ত্র ৩২। যস্য ভূমিপ্রমা অন্তরিক্ষমুতোদরম্। দিবং যশ্চ ক্রে মূর্দ্ধানম্ তস্মৈ জেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥ অর্থাৎ সূর্য্য অন্তরিক্ষ (চন্দ্রমা) ও পৃথিবীই যথার্থ জ্ঞান সাধনের পদার্থ। সুতরাং সেই পৃথিবী অর্থাৎ বৈশ্বানর অগ্নিরূপী পঞ্চভূত ও চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ, শ্রুতি-উক্ত এই সপ্ত পদার্থেরই অনুসন্ধান করিতে হইবে; তাহা হইলে ন্যায়—বৈশেষিকোক্ত সপ্ত পদের অর্থের সহিত একত্ব বুঝিতে পারিবেন, একথা ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেছেন। আমরাও সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। দোষ গুণ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। সর্ব্ব প্রকারে যে ঠিক হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

দ্রব্য। ১। দ্রব্য যে নয়টি বলিতেছেন, তন্মধ্যে দেহী বা আত্মা বলিতে জীবাত্মা বা পরমাত্মাকে বুঝায়, ইহা টীকাকারেরা বলিতেছেন। ইহা উপলক্ষণ "একপদেন তদার্থান্য পদার্থ কথনম্"। সম্পূর্ণ বিষয়ের সম্পূর্ণ অংশ না বলিয়া কোন অংশ উল্লেখ করিয়া অপর অংশের সমাধান করার নাম উপলক্ষণ মাত্র। আত্মা অহংকার স্থানীয়। এক্ষণে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান কোন্ বস্তুকে বুঝায়, তাহা দেখা যাউক। এই কয়েকটি লইয়াই দর্শনশাস্ত্রাদিতে জটিলতা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন—

"সুখদুঃখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ
প্রত্যগাত্মনিয়তত্বাদনন্তং পরমাণুরূপং নিত্যঞ্চ।" বা
'সাক্ষাৎকারে'সুখাদীনাং কারণং মন উচ্যতে।

অর্থাৎ মন পরমাণুরূপ নিত্যবস্তু ও অনন্ত, যেহেতু প্রত্যগাত্মায় নিয়ত এবং সুখ ও দুঃখাদি বোধ করিবার ইন্দ্রিয়। বুদ্ধিকে নিত্য ও অনিত্য বলিতেছেন—

"বুদ্ধীচ্ছাপ্রযত্না দ্বিবিধা নিত্যানিত্যাঃ। নিত্যা ঈশ্বরস্য। অনিত্যা জীবস্য।" "বুদ্ধ্যাদয়োঽষ্টৌ আত্মমাত্রবিশেষগুণাঃ।" অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই আটটি আত্মার বিশেষ গুণ, ইহারা নিত্য ও অনিত্য; নিত্যভাব ঈশ্বরের, অনিত্যভাব জীবের। পরে বলিয়েছেন যে—

"সর্ব্বব্যবহারহেতুবুদ্ধির্জ্ঞানম্" ও "জ্ঞানাধিকরণমাত্মা, স দ্বিবিধো জীবাত্মা পরমাত্মা চ; তত্র ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব সুখদুঃখাদিরহিতঃ। জীবাত্মা প্রতিশরীরং ভিন্নো বিভুর্নিত্যশ্চ।"

অর্থাৎ সকলরূপ ব্যবহারের হেতুভূত বুদ্ধিই জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। এবং সেই জ্ঞানের আস্পদ বা স্থান হইতেছে আত্মা। তাহা দুই প্রকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। সুখদুঃখরহিত আত্মাই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, পরমাত্মা একই। জীবাত্মা প্রতিশরীরগত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু নিত্য ও ব্যাপক। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বুদ্ধিকে আদৌ দ্রব্যের মধ্যে ধরেন নাই। কিন্তু মনকে ধরিয়াছেন। বুদ্ধি আদি অষ্টবিধ আত্মার গুণ মাত্র। কিন্তু মন প্রত্যগাত্মনিয়ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তি। ইহার পরমাণু-রূপ হওয়ায় আত্মা হইতে ভিন্ন। এই মন, সুখ ও দুঃখ উভয়ই উপলব্ধি করে। যখন আত্মাভিমুখী হয়েন, তখন সুখ বা আনন্দ অনুভব করেন; আর যখন সৃষ্টি করেন, তখন নিম্নগামী হইয়া দুঃখ দ্বেষ অধর্ম্মাদিরূপ আত্মার বা জীবের অনিত্য ভাব অনুভব করেন। আত্মাভিমুখী হইলে বুদ্ধি ইচ্ছা প্রযত্নরূপ উর্দ্ধগামী নিত্যভাব অনুভব করিয়া সুখী বা আনন্দিত হয়েন। নচেৎ ইহাদেরই অনিত্যভাব অনুভব করেন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ যে অন্তঃকরণ, তাহাই বুদ্ধ্যাদি অষ্টবিধ আত্মার গুণকে একবার উর্দ্ধগতি

করিয়া নিত্য ঈশ্বরভাবে পরিণত করেন ও আবার অধোগতি করিয়া অনিত্য জীবভাবে পরিণত করেন। ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত উপরোক্ত বিভাগ অবৈদিক নহে। ইহাও সম্পূর্ণ বৈদিক। পুরুষ-সূক্তের "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত" মন্ত্র যাঁহাদিগের স্মরণ আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পুনশ্চ আমরা তাহার সার ভাব দিতেছি। তাহা এই—

প্রাণরূপ প্রজাপতি দেবতারা, যাঁহাদিগকে অন্যত্র প্রস্তাব-দেবতা বা প্রস্তোত দেবতা বলা হইয়াছে, তাঁহারা চৈতন্যরূপী যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া বিরাট বা স্থূল দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। এই মনযুক্ত প্রাণশক্তির দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত "দ্যাবাভূমী" দ্যুলোক ও পৃথিবী, ঈশ্বরভাব ও জীবভাব, সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি উৎপন্ন হইল। সেই নিত্য ও অনন্ত মনই চন্দ্রমা-রূপে পৃথিবীর নিকটস্থ হইয়া রহিয়াছেন ও সৃষ্টি করিতেছেন। এবং দুঃখ অধর্ম্ম দ্বেষরূপ অনিত্য জীবধর্ম্ম উৎপন্ন করিতেছেন। এবং বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সুখ ও ধর্ম্মরূপ নিত্য ঈশ্বরভাব সূর্য্যনারায়ণ-রূপে উৎপন্ন করেন। সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত মন হইতে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা হইল। অপিচ বেদেতে আমরা ইহাও বহু পাই "শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত" অর্থাৎ মস্তকই দ্যুলোক, সবিতৃ-ধ্যানেই ধীশক্তি হয়। "চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত" অর্থাৎ ভগবানের চক্ষু বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে সূর্য্য হইয়াছেন। এবং "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ" চন্দ্রমা মন হইতে হইল। অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে। "সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ" ৬।২ অধ্যায়, শ্বেতাশ্বতর। অর্থাৎ যেখানে চন্দ্রাংশ বা প্রকৃতির অংশ

অধিক, তাহা হইতেই মন হইল। জ্যোতিষ-শাস্ত্রাদিতেও সূর্য্যকে আত্মা ও চন্দ্রমাকে মন বলা হয়। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত অনন্ত পরমাণুরূপ নিত্যশক্তি মনই সূর্য্যচন্দ্র-রূপ ধারণ করিলেন।

কাল শব্দ ও দিক্ শব্দ সাধারণতঃ অনন্ত ও সান্ত অর্থে ধরা হয়। কাল শব্দ যখন যম ( সূর্য্য ) বা অগ্নির এক জিহ্বা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়, তখন "কলনাৎ বা গণনাৎ কালঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে হয় অর্থাৎ সান্তভাব বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সৌর জগৎ সমন্বিত সূর্য্যও যে সূর্য্যনারায়ণকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তিনিও সৃষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতে মহাকাল বর্ত্তমান ছিলেন। সেইরূপ যদিও দিক্‌পতি শব্দে এক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, যথা "সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী। সৌম্যস্ত্রিদশমন্ত্রীচ প্রাচ্যাদি দিগধীশ্বরাঃ"॥ কিন্তু দিক্ শব্দে অনন্তকেও বুঝায়। শঙ্করাচার্য্য যে পুরুষসূক্তের দশাঙ্গুলম্ শব্দের 'অনন্তম্' অর্থ করিয়াছেন তাহা দিশ্ শব্দ, মধ্যে না দিলে কখনই সম্ভব হয় না। দশাঙ্গুলম্= দশদিশম্= অনন্তম্ ( বিশুদ্ধ আহ্নিককৃত্য—সহস্র শীর্ষাঃ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখুন )। অঙ্গুলি দ্বারা দিক্ নির্দ্দেশ করা সর্ব্ব দেশে চির প্রথাই আছে। সুতরাং দিক্ ও কাল উভয়টি নির্গুণ অনন্ত নিরাকার অর্থে ধরিলে বাকী সাতটি অর্থাৎ মন ( সূর্য্য ও চন্দ্র ) এবং পঞ্চভূত দাঁড়ায়। আত্মা শব্দ অহংস্থানীয় এবং জীবাত্মা, ঈশ্বর ও পরমাত্মা তিনটিকেই বুঝায়, তাহা দর্শনেই পাইয়াছি। ইহাকে লইয়া অষ্ট হয়। আর কাল শব্দে যদি যম বা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডপতি সূর্য্যনারায়ণ ধরা হয়, তাহা হইলে তিনি বুদ্ধি বা ধীর

স্থানীয় হইলেন এবং দেহী বা আত্মা অহংভাবযুক্ত জীব এবং দিক্ শব্দ অনন্ত নির্গুণ ধরিয়া অষ্ট পদার্থ হইল। এই অষ্ট পদার্থই যে শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রকৃতি বা শিবের অষ্ট মূর্ত্তি, তাহা পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন।

যদিচ দর্শনশাস্ত্রাদিতে অধিকারি-ভেদে ১। আরম্ভবাদ, ২। পরিণামবাদ, ৩। বিবর্ত্তবাদ ত্রিবিধ সৃষ্টিবাদ কথিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের প্রতীতি আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; দর্শন-শাস্ত্রাদিতে আত্মা বা ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে যেন নিরাকার বলিয়া দেখাইবার ভান করিয়াছেন। কিন্তু সকলটিতেই বৈদিক নিরাকার ও সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণ এই ভাবই আবৃত আছে। ন্যায়দর্শনের আরম্ভবাদ যাহা, সাংখ্যোক্ত পরিণামবাদ বা প্রকৃতি-পুরুষবাদ তাহাই এবং বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবাদ (বা শঙ্করা-চার্য্যের বিবর্ত্তবাদই বলুন) সকলগুলিই প্রকৃতপক্ষে এক। তাহা ক্রমে পাঠক-সমীপে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রাদিতে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত করার কারণ অদ্যাপি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা দর্শনশাস্ত্রোক্ত বাদগুলি পর্য্যন্তই পৌছিয়াছেন। যদিচ গ্রীশ, রোম, পেরু, মেকসিকো ও অন্যান্য অনেক দেশে পূর্ব্বকালে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নি-উপাসনা চলিত ছিল, তথাপি আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা সে-সকল গ্রাহ্য না করিয়া শঙ্করোক্ত জগৎ-জড়বাদ অনুসারে কেবল মাত্র নিরাকারে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অন্যূন শত বৎসর হইতে গেল ইউরোপ ও আমেরিকায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। জগৎ-মিথ্যা-বাদী Berkeley, Descarte, Schopenhauer প্রভৃতির মধ্যে Schopenhauer অগ্রণী; Schopenhauer সাহেব (যিনি

Orientalist Goethe সাহেবের ছাত্র ছিলেন ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রকাশিত একখানি পুস্তকে Descarte ও Berkeleyর কথার পর বলিতেছেন যে, "Tne Principal mistake of Kant was his neglect of this axiom (জগন্মিথ্যা). How long ago, however this fundamental truth has been acknowledged by the Sages of India, appearing in the fundamental principles of the Vedanta philosophy, ascribed to Vyasa, is demonstrated by Sir William Jones in his work "On the Philosophy of the Asiatics". Asiatic Researches Vol. IV. p. 164. পাঠক বুঝিয়া লইবেন যে, শঙ্করাচার্য্য যেরূপ অধ্যাস ভাষ্য করিয়াছেন, সেই মতানুসারে বেদান্তদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করের মত Prof. মণিলাল দ্বিবেদী মহাশয় অন্যরূপ বুঝিয়া Hegel সাহেবের দর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। Hegel সাহেব Subject and Object একত্র করিয়া History of Creation গ্রন্থে তাঁহার মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাব এইরূপ :—"As a purely speculative and absolutely philosophical system, which does not concern itself with the indispensible foundations of empirical facts, becomes a castle in the air,...so on the other hand, a purely empirical system constructed of nothing but facts, remains a disorderly heap of stones, which will never deserve the name of an edifice" Hegel—Hist. of Creation Vol. II, p.

349। মধ্যযুগের Paracelsus এবং Aristotle প্রভৃতি পুরাতন পাশ্চাত্যেরা এই মতের ছিলেন বলিয়া তিনি বলেন। বাস্তবিক শঙ্কর, উপদেশসহস্রী ও ভাষ্যাদিতে পূর্ণভাব দেখাইয়াছেন ইহাই বোধ হয়। ইহা ব্যতীত তিনি যে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নি-উপাসনা-রূপ বৈদিকমার্গ একরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা বেদান্তদর্শনের সমন্বয়ে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

শঙ্করভাষ্য-বিবৃত Hegel সাহেব-অনুমোদিত বেদান্তমত পর্য্যালোচনায় Mme Blavatsky এইরূপ বলিয়াছেন—

"When some of the mightiest and most puzzling Problems of Being are thus approximately solved at different ages by men entirely independant of one another and that the most philosophically profound propositions, premises and conclusions arrived at by our best modern thinkers, are found in comparison nearly, and very often entirely, identical with those of the older philosophers as inuntiated by them thousands of years back, we may be justified in regarding the "heathen" systems as the primal and most pure sources of every subsequent Philosophical development of thought." Theos. June 83.

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের অগ্রগণ্য H. Spencerও যে দার্শনিক আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অপর সীমায় যাইতে পারেন নাই, তাহা কিঞ্চিৎ দেখান যাউক। তিনি দর্শনশাস্ত্রোক্ত তিনটী

বাদ পর্য্যন্তই সমর্থন করেন। ইহা হইতে ভিন্ন যে বৈদিকমার্গ, তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। ন্যায়দর্শনে কাল ও দিক্ এই দুইটীকে যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে দ্রব্য বলিয়াছেন, তিনি তাহা পারেন নাই। Facts and Comments নামক পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—

"And then comes the thought of this Universal Matrix itself ( Space ) anteceding alike *Creation* or *Evolution*, whichever be assumed and infinitely transcending both, alike in *extent* and *duration* ; since both if conceived at all, must be conceived as having had beginning while Space had no beginning. The thought of this *blank form of existence* which existed in *all directions* as far as imagination can reach, has beyond that an unexplored region compared with which the part which imagination has traversed is but infinitesimal ; the thought of a Space compared with which our immeasurable sidereal system dwindles to a point, is a thought too overwhelming to be dwelt upon, Of late years the consciousness that without origin or cause infinite space has ever existed, and must ever exist produces in me a *feeling from which I shrink*."

Spencer সাহেব অনন্ত কালকে বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ বা শাক্ত-

দর্শনের অভাব পদার্থের মত blank form of existence বুঝিয়াছেন। কিন্তু এ দুইটীর একটীরও প্রকৃত ভাব অদ্যাপি ইউরোপে যায় নাই। Theosophical Society স্থাপনের পূর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দে Orientalist মহাশয়েরা Anihilation বুঝিতেন। ন্যায়দর্শনের অভাব পদার্থটিও দার্শনিক আবরণে আবৃত, সুতরাং দুর্ভেদ্য। Spencer সাহেব যেন জীবের বা জগতের অত্যন্ত অভাব কল্পনা করিতে ভয় পাইতেছেন। অনন্ত কাল যেন উৎপত্তি বা কারণ ব্যতীত ছিল বা থাকিবে ইহা সম্ভব নয়, এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু অনন্ত বলাতেই যেন তিনি দ্রব্য বা substance or that which subsists বলিয়া অনুমান করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

২। উপরোক্ত বিচার মতে যদ্যপি ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে কাল ও দিক্‌কে নির্গুণ বলিয়া বাদ দেওয়া যায় এবং বাকী ৭টীর মধ্যেই যদ্যপি দেহী বা আত্মা অহংকারস্থানীয় হইল এবং মন, বুদ্ধি ও মন হইল, তাহা হইলেও সেই অষ্ট পদার্থই পাইলাম। সুতরাং চতুর্ব্বিংশতি গুণকে ইহাদেরই গুণ বলিয়া বিভাগ করিতে পারি। এক আত্মা হইতে সপ্ত পদার্থ প্রসূত হওয়ায় সপ্ত পদার্থেরই উপরোক্ত গুণ সকল আছে। কিন্তু দেহী বা জীবের দ্বারা স্থূল-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যেরূপে হয়, তাহাই বলিতেছেন। গুণসমূহ সম্বন্ধে সবিস্তার বলিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হয়; আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কেবল মাত্র শ্রেণী বিভাগ করিয়া ও দুই একটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

ক। রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটী স্থূল পৃথিব্যাদির স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় নিজ গুণ। ইহারাই আকাশের শব্দ-গুণ সহিত পঞ্চীকৃত হইয়া সকল ভূতে আছে। ইহারা স্থূলপ্রধান অর্থাৎ স্থূল ভাবের গুণ।

খ। সংখ্যা, পরিমাণ হইতে শব্দ পর্য্যন্ত একাদশটি পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম গুণ অর্থাৎ ক্রিয়া-সাপেক্ষ গুণ। স্বাভাবিক হইলেও ক্রিয়া না করিলে এ সকল গুণ প্রকাশ পায় না। সুতরাং ক্রিয়াপ্রধান বা সূক্ষ্ম ভাবের গুণ।

গ। বুদ্ধি, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি আটটী স্বাভাবিক এবং ক্রিয়াসাপেক্ষ হইলেও জ্ঞানপ্রধান গুণ, সুতরাং কারণ ভাবের গুণ।

শব্দকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইহাদিগের পরেই স্থাপন না করিয়া একাদশ সূক্ষ্ম গুণের শেষে বা বুদ্ধ্যাদি অষ্টের প্রথমে স্থাপন করিয়াছেন। ইহার কারণ আছে। শব্দকে যখন নিত্য বলা হয়, তখন শব্দ আকাশের গুণ ও নিত্য, যেরূপ শব্দব্রহ্ম কথা চলিত আছে। আর অন্য স্থানে যে বলিয়াছেন,—

"বাক্যম্ দ্বিবিধম্ বৈদিকম্ লৌকিকঞ্চ, বৈদিকমীশ্বরোক্তত্বাৎ সত্যমেব প্রমাণম্। লৌকিকন্তু আপ্তোক্তম্ প্রমাণম্। অন্যদপ্রমাণম্।"

অর্থাৎ শব্দ যখন আত্মার গুণ বা ঈশ্বরের উক্ত, তখন নিত্য, আপ্ত, বৈদিক; আর যখন ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন, তখন অনিত্য, অপ্রমাণ। এই কারণে বোধ হয় শব্দকে মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন।

## কর্ম্ম।

১। এই কর্ম্ম বা ক্রিয়া কাহার বলিলে বুঝিতে হইবে যে, দেহী বা আত্মার—যাঁহা হইতে ভূতাদি হইয়াছে। এই কর্ম্ম বা

ক্রিয়া বা গতিই পঞ্চবায়ু বা পঞ্চপ্রাণ রূপে বহুধা কথিত হইয়াছে। যজ্ঞপুরুষের প্রাণশক্তি হইতেই সর্ব্বতোগামী আকাশতত্ত্ব, পরে তির্য্যক্‌গতিবিশিষ্ট বায়ুতত্ত্ব, পরে ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট অগ্নিতত্ত্ব, পরে অধোগতিবিশিষ্ট জলতত্ত্ব, পরে স্থিতিশীল পৃথিবীতত্ত্ব। "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ" (১ম ভাগ ৫৫ পৃঃ দেখুন) দেহী বা আত্মা বলিতে ন্যায়মতেই জীবাত্মা, ঈশ্বর ও পরমাত্মা। দেহী বলিতে দেহবিশিষ্ট জীবচৈতন্য বুঝায় এবং ইহার শ্বাস প্রশ্বাসরূপ গতি আছে। আত্মা বলিতেও চেতনা এবং শ্বাস প্রশ্বাস ও স্থূল দেহ সবই বুঝায়। প্রথম ভাগ ধর্ম্ম সমন্বয়ের ৯ পৃষ্ঠায় "চিত্রং দেবানাম্" মন্ত্রে ও তাহার ভাষ্যে আমরা পাইয়াছি সূর্য্য,আত্মা। আত্মা, পরমাত্মা,জীবাত্মা এক পর্য্যায়ের এবং সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্য দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপভূত অর্থাৎ সূর্য্যদেবই বাহ্যমূর্ত্তি সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী রূপে পরিণত হইয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে যে, প্রজাপতি পরিশ্রম করিলেন, তপস্যা করিলেন, তাহা হইতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌঃ এই তিন লোক উৎপন্ন হইল।

উপরোক্ত কয়েকটি বৈদিক প্রমাণ হইতে আমরা ইহা পাইলাম যে, প্রাণশক্তি বা তপস্যা, পরিশ্রম ইত্যাদি হইতে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী বা পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ Divine Energyর action দ্বারা এই সকল হইল। কিরূপ প্রণালীতে হইল, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে। সূর্য্যের একটি নাম "কাশ্যপেয়" অর্থাৎ কশ্যপ বা কূর্ম্মের পুত্র। শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা পাই "স যৎ কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ। যদসৃজতাকরোৎ। যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ।" "কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ

প্রাণো বৈ কূর্ম্মঃ” ক। ৭অ ৫। নিরুক্ত অভিধানে কশ্যপ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাই, “কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি।” ইহা “হয়বরট্” প্রমাণে অক্ষর-বিপর্য্যায় দ্বারা পশ্যক পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং কশ্যপ শব্দে ঈশ্বর ও প্রাণ এবং কূর্ম্ম শব্দেও প্রাণ বুঝায়। ঈশ্বর কূর্ম্মরূপ প্রাণশক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। কূর্ম্ম যেরূপ পাঁচটী অবয়ব উপরিস্থিত আবরণের ভিতর হইতে বক্রভাবে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে সঙ্কুচিত ও বিকশিত করে, সেইরূপ যজ্ঞপুরুষ প্রাণরূপ প্রজাপতির ক্রিয়া দ্বারা আপনার সঙ্কোচ ও প্রসারণ করেন, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য করেন। সেই অদিতি বা রোদসী দেবতা হইতেই দ্যাবাপৃথিবী হইল।

কিরূপে হইল, তাহা আর একটি শব্দের দ্বারা আমরা কিঞ্চিৎ পরিস্কার করিবার চেষ্টা করিব। পাঠক জানেন যে, অণ্ড শব্দে অণ্ডজ সরীসৃপ, পক্ষী ও মনুষ্যাদি অর্থাৎ পিণ্ডাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী সকল পদার্থকেই বুঝায়। সৃষ্টিকালে এই অণ্ড দুই ভাগে কিরূপে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

“তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।”

“তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।
তাভ্যাম্ স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।”

অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি সুবর্ণোপম অণ্ড হইল। সেই অণ্ডে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া বাস করত, নিজেই নিজের ধ্যানবলে দুই ভাগ করিলেন বা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তিনি সেই দুই অংশ হইতে উর্দ্ধখণ্ডে ( উত্তঃবন )

স্বর্গাদি লোক ও অধঃখণ্ডে ( অধবেন ) পৃথিব্যাদি ( চন্দ্রমা ) নির্ম্মাণ করিলেন। পিণ্ডাণ্ডে পুরুষের শুক্র, স্ত্রী-শরীরের অণ্ডের ( Ovum ) সহিত মিশ্রিত হইয়া দুই দুই ভাগ হয়, পরে তিনভাগ হইয়া সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইবার বীজাবস্থা হয়, ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন।

পাঠক এখন বুঝিয়া দেখুন যে, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কোন্ রূপ ক্রিয়া দ্বারা হইল। আমরাও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিব। অণ্ড শব্দে পিপীলিকাদির অণ্ড হইতে সৌর জগৎ পর্য্যন্ত বুঝায়। পরিবৎসর বলিতে ব্রহ্মপরিমাণে সংবৎসর। ব্রহ্মা সৌর জগতের সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করত পরিশ্রম বা তপস্যা করিলেন। তাহা হইতেই সর্ব্বতোগামী আকাশতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবা" সূত্রে ( ১ম ভাগ ৫৫ পৃঃ ) পাইয়াছি, প্রাণরূপ প্রজাপতি দেবতারা সৌরজগৎ ব্যাপিয়া যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিলেন। এই আকাশতত্ত্বই জীবদেহে কর্ণছিদ্রে ও নাড়ীর মধ্যে গোল আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সর্ব্বদিক্ব্যাপী গতিই ক্রমে বক্রগতি বায়ুরূপে পরিণত হইল। বাহিরেও বায়ু ঊর্দ্ধ হইতে বক্রভাবে অধোদেশে আইসে এবং জীবদেহে বায়ুদ্বার নাসিকা বক্রভাবে স্থিত ও ত্বগিন্দ্রিয়ের উপর কেশসমূহও বক্রভাবে জন্মিয়া থাকে। ইহাকেই বায়ুর তির্য্যগ্‌গতি বলা যায়। ইহার আকৃতি গোল হইয়া থাকে—ক্রমশঃ এই তির্য্যগ্‌গতিবিশিষ্ট বায়ুই ঊর্দ্ধগতি-বিশিষ্ট অগ্নিরূপ ধারণ করেন। আকার ত্রিকোণের ন্যায় হই থাকে। বাহিরেও অগ্নির ঊর্দ্ধগতি শিখা ত্রিকোণ দেখা যায় ও জীবদেহেও নাভিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নি অন্নরস সহিত উদানসাহায্যে রক্তরূপে ঊর্দ্ধে গমন করে। সমান বায়ুর আকুঞ্চন শক্তি বশতঃ

রক্ত মাংসরূপ হয় ও অধোদেশে আকুঞ্চিত মল ও অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মূত্রাশয় হইয়া স্থিত হয়। বাহিরে চন্দ্রমারূপ ও তরঙ্গ অর্দ্ধ গোল দেখিতে পাওয়া যায়। জীবদেহে মূত্রাশয়ে জলরূপ ধারণ করে। জীবদেহে অন্নাশয়টি দেখিলে বোধ হয় উৰ্দ্ধভাগ ত্রিকোণ, অধোভাগ অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোতও গোলাকার গতি হইতে উৰ্দ্ধগতি প্রাণ বায়ুর দ্বারা ও অধোগতি অপান বায়ুর দ্বারা উৰ্দ্ধে ও অধোভাগে চালিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত চারিটী স্থূলভূতের উৎপত্তি ক্রম অনুসারে হইলেও ইহারা ব্রহ্মার বা পঞ্চকের বা ন্যায়োক্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম বা কূর্ম্মরূপ পঞ্চ অঙ্গ এবং দ্বিধাকৃত অণ্ডে আদি হইতেই বর্ত্তমান আছে। অতএব ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত কর্ম্ম বা গোলাকৃতি কূর্ম্মরূপ গতি পঞ্চধা হইয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণ এবং উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য করিলেন। জীব-দেহের প্রত্যেক চক্রেই এই পঞ্চবিধ ক্রিয়া প্রতিনিয়ত হইতেছে এবং তাহাতেই ব্যষ্টি জীব প্রত্যেক চক্রকেন্দ্রে সেই সমষ্টি জগতের প্রত্যেক কেন্দ্রের কার্য্য অনুভব করিতেছে। পৃথিবী যে জল জমাট হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে। যেমন বরফ ও সমুদ্রের ফেনা জমিয়া কঠিন হয়। এই পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সকল গুণই আছে। জীবদেহকে সাধারণতঃ পাঞ্চভৌতিকই বলা হয়। কিন্তু স্থূল অংশ হাড় মাংস হইলেও তাহাতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতেরই গুণ আছে, গন্ধ ইহার প্রধান গুণ। *

---

* পাশ্চাত্য Byologistরা জড় জগতের বীজ Atom এবং উদ্ভিদ ও জীব শরীরের আদি Protoplasm ইহাই জানিতেন। কিন্তু এক জাতীয় Protoplasm হইতে কেন অন্য জাতীয় জীবের জন্ম হয় না, ইহা এক সমস্যা

সংস্কার।—পৃথিব্যাদি চারিটীর অনিত্য বা কার্য্যরূপ ভাব যে ত্রিবিধ, তাহাতেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে সংস্কার ত্রিবিধ। ইহাদিগের যে নিত্য ভাব তাহা পরমাণু রূপ। ত্রিবিধ সংস্কার হইতেছে :—"বেগো ভাবনা স্থিতিস্থাপকশ্চেতি। বেগঃ পৃথিব্যাদি-চতুষ্টয়মনোবৃত্তিঃ" অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি পদার্থে মনোবৃত্তি এবং বেগ অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের সংস্কার বা ছাপ। ইহাতে যদিও মতভেদ আছে কিন্তু বেদে ইহার মতপোষক ঋক্ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"বেদা যো বীনাং পদমন্তরেন পততাং বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়" ১ম ২৫ সূ ৭। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে,

ছিল। Dr. Yeagar of Stutgard রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখাইয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবাণু (Protoplasm) যদ্যপি দ্রাবক দ্রব্যের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং তাহারা ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। এই কারণ বশতঃ পৃথিবীতত্ত্ব প্রবল ইতর জন্তুরা গন্ধের দ্বারা আপন উপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করে ও ভিন্ন জাতীয় গন্ধবিশিষ্ট আহার্য্য ত্যাগ করে। তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক ধাতুরও এক একটী বিশেষ গন্ধ আছে, সেই জন্যই এক প্রকার ধাতু একই আকারে দানা বাঁধে এবং অন্যরূপ ধাতু অন্য প্রকার দানা বাঁধে। উপরোক্ত আবিষ্কার অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ পৃথিবী বা মাটি, জল, তেজ বা অগ্নি, বা আকাশ হইতে ক্ষিতি অপ্ তেজ (শঙ্করাচার্য্য মতে সূর্য্যদেব), মরুৎ ব্যোম পৃথক করিতে চান, কিন্তু এরূপ কারণে যে আর্য্যশাস্ত্রাদিতে পৃথিবী বা মাটি হইতে ক্ষিতির ভেদ ধরিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না। যে কারণে ধরিয়াছেন, তাহা পরে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। আমাদিগের আলোচ্য ন্যায়দর্শনে "দ্যাবাভূমী" "পৃথিব্যপ্তেজো" "ক্ষিত্যপ্‌তেজো" (ভাষা-পরিচ্ছেদ) সকল কথা গুলিই পাই। অর্থাৎ ভূমি, পৃথিবী, ক্ষিতি এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

## সংস্কার।

জলে বা অন্তরিক্ষে যানাদি বা পক্ষিগণের গতিজন্য যে সূক্ষ্ম রেখা পাত হয় তাহাও সংস্কার। তাহা চিরকাল থাকে। যিনি বরুণের ন্যায় অন্তর্দর্শী তিনিই তাহা জানিতে পারেন। ১ম স্থিতি স্থাপক, স্থূল Physical (অগ্নি)। ২য় বেগ, সূক্ষ্ম Astral (চন্দ্রমা)। ৩য় ভাবনা কারণ Mental সূর্য্যনারায়ণ। ইহা দ্বারা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। ভাবনা সংস্কাব জীববৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। ইহার দ্বারা জীব জন্মান্তরে যে রূপে জাতি, আয়ু, ভোগ করিবে তাহার তিনি নিজেই এই ভাবনা সংস্কার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। সেই সকল সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পূর্ব্ব চিহ্ন স্বরূপ, মস্তক, কপাল হস্তাদিতে তাহার পূর্ব্ব জন্মের এবং তাহার ফল স্বরূপ সংস্কার গত বর্ত্তমান জীবনে ও জীবের জীবন চরিত লিখিত হইয়া থাকে। জীব পক্ষে যেমন ব্যষ্টিগত ভাবে, ইহা জীব শরীরেও অভিব্যক্ত হয়, সেই রূপ সমষ্টিভাবে, পৃথিব্যাদিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা সেই সংস্কার ধরিতে পারেন তাঁহারা পৃথিবীর কোথায় কি সংঘটিত হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বাবস্থা কি ছিল, সেই চিহ্নাদি দ্বারা বুঝিতে পারেন। Palmistry এবং Psychometry উভয়েই এক জিনিস। একটি জীব অপরটি জগৎ সম্বন্ধে এই মাত্র ভেদ। এই ত্রিবিধ সংস্কার বেদাদিতে (২য় ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্যৌ পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

## অলৌকিক সন্নিকর্ষ।

সংস্কার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ ও আবার লৌকিক অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পঞ্চ

প্রকার, ও মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ। ইহাই লৌকিক সন্নিকর্ষ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষ।

আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগ বিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্। ১ম আহ্নিক নবমাধ্যায়। বৈশেষিক। আত্মা এবং মনের সংযোগ বিশেষ যোগ নামে অভিহিত। তাহার দ্বারাই আত্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই সংযোগ অর্থাৎ যোগযুক্ত মনঃ সংযোগ, সকল আত্মার এবং ঈশ্বরের ও থাকে এই জন্য সকল আত্মা ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম্ ।১২।

কেবল আত্মা প্রত্যক্ষ নহে, অতীন্দ্রিয় দ্রব্য যত আছে সর্ব্বত্রই সেই যোগযুক্ত মনের সংযোগ থাকে, সুতরাং তৎ সমস্ত বিষয়ক প্রত্যক্ষ ও সেই যোগ স্বরূপ আত্ম মনঃ সংযোগ প্রভাবেই হয়। যোগী যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ ইহারই নাম। ইহা তিন প্রকার ১ম সামান্য লক্ষণ ২য় জ্ঞান লক্ষণ ৩য় যোগজ লক্ষণ।

এই যোগজ সন্নিকর্ষ দ্বিবিধ।

অসমাহিতান্তঃকরণা উপসংহৃতসমাধয় স্তেষাঞ্চ। ১৩ ঐ অসমাহিত চিত্ত এবং উপসংহৃত সমাধি।

যাঁহারা অসমাহিত চিত্ত তাঁহাদের সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞতা নাই ধ্যান করিলে তাঁহারা সকল বস্তু জানিতে পারেন তাঁহারা "যুঞ্জান" যোগী। আর উপহৃত সমাধি সিদ্ধ যাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বদাই ধ্যানের অপেক্ষা করে না তাঁহার "যুক্ত"। যোগ দৃষ্টি দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান জন্মে।

এই প্রত্যক্ষ ও যোগজ জ্ঞান সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনেও "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ।৭।১। সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে উল্লিখিত

হইয়াছে” ইন্দ্রিয় প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্য বস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণ প্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ইন্দ্রিয় রূপ প্রণালী দ্বারা বাহ্য বস্তুর সহিত চিত্তের উপরাগ (সম্বন্ধ) হইলে ঐ বাহ্য বিষয়ে সামান্য ও বিশেষ স্বরূপ অর্থের বিশেষ নিশ্চয় যাহাতে প্রধান থাকে এরূপ চিত্ত বৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে।

এই বিশেষ অবধারণ বা নিশ্চয়, নিরন্তর সেই বস্তুর সঙ্গ দ্বারাই হইয়া থাকে।

## সামান্য

সমানের ভাবকে সামান্য কহে। পর বা নিত্য এবং অপর বা দ্রব্যবৃত্তি এই ভেদে সামান্য দুই প্রকার ie. Genus and Species.

বিশেষঃ—অন্ত্যো নিত্য দ্রব্য বৃত্তিঃ বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। যাহা অন্ত্য অর্থাৎ অবসানে বর্ত্তমান এবং যাহা নিত্য দ্রব্য বৃত্তি তাহা বিশেষ শব্দে পরিকীর্ত্তিত হয়। প্রলয়ে দ্রব্যের পরমাণু অন্য দ্রব্য হইতে যে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকে তাহার নাম বিশেষ ব্যষ্টি Individuality. Heterogenity.

## সমবায়।

অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে, জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে গুণ ও গুণীর মধ্যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের মধ্যে নিত্য দ্রব্য ও বিশেষের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার নাম সমবায় যথা ঘটাদির সহিত কপালাদির সম্বন্ধ। পুষ্পের সহিত গন্ধের সম্বন্ধ।

সামান্য, বিশেষ, ও সমবায় এই তিনটী পাঠক সহজেই বুঝিতে

পারিবেন, যে পূর্ব্বোক্ত বৈদিকসপ্ত বা অষ্ট পদার্থেরই গুণ, ক্রিয়া ও স্থূল ভাব মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

উপরে যে ছয়টী পদার্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটীতে ব্রহ্মাণ্ডের কথা, ও শেষ তিনটীতে পিণ্ডাণ্ডের কথা উক্ত হইয়াছে।

দ্রব্যাদি পদার্থ ষট্কের নাম "ভাব পদার্থ" যাহা ইহাদের অতিরিক্ত তাহা "অভাব পদার্থ।"

৭। অভাব। সপ্তম পদার্থ অভাব চতুর্ব্বিধ।

১ম প্রাগ্‌ভাব ২য় ধ্বংসাভাব ৩য় অত্যন্তাভাব এবং ৪র্থ অন্যোন্যাভাব।

ন্যায় দর্শনে প্রথমে বহির্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও তৎপরে জীব সৃষ্টির কথা আছে এবং প্রলয়ের সময়ে জীব প্রথমে নষ্ট হয় তাহার পর ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইয়া থাকে। প্রলয় সময়ে ও সৃষ্টিতে চারি প্রকার লয় বা অভাব হইয়া থাকে। বহির্জগতের সপ্ত পদার্থের সহিত জীবের অন্যোন্য সম্বন্ধ অর্থাৎ সেই সপ্ত পদার্থ হইতে 'জীব সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জীব সমূহই প্রথমে নষ্ট হয়। পরে পৃথিবীর ধ্বংস বা অভাব নয়।

## অভাব।

জীব ও জগতের পরস্পর সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা রহিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত আছে "ঘটঃ পটো ন ভবতি" বা "ঘটে পটাভাব" সামান্য রূপে এই দৃষ্টান্তটী বুঝিলে বুঝা যায় যে ঘটে পট নাই বা ঘট কখনই পট হইতে পারে না। কিন্তু তাহা নহে। ইহার মধ্যে সব কথা ইঙ্গিতে বলা আছে। "ঘট" শব্দে যে শাস্ত্রাদিতে

দেহকে বা পিণ্ডাণ্ডকে বুঝায় ইহা অনেকেই জানেন, সেইরূপ পট শব্দে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়, সেই স্বচৈতন্য পটে জগৎ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহাও শাস্ত্রাদিতে রহিয়াছে। পঞ্চদশী চিত্র দীপে আছে পটের ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চারিটী অবস্থার সহিত পরমাত্মার চারি অবস্থায় তুলনা করা হইয়াছে। ঘটে ও পটে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিত্যের উদয়। স্থিতি কালীন গতি অপেক্ষা পৃথিব্যাদির গতি বহু পরিমাণে প্রলয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং উত্তাপাদির বৃদ্ধি হওয়ায় জীবাদি সহ্য করিতে না পারিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের, জীব অপেক্ষা ধ্বংস পাইতে বিলম্ব ঘটে এই যে, পরস্পরের পরস্পর অভাব ইহাই অন্যোন্য ধ্বংসাভাব।

২য় প্রাগভাব—"অনাদি সান্ত" "উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য— দৃষ্টান্ত "দেবদত্ত কৌমার যৌবনাদিষু" ব্যষ্টিগত দৃষ্টান্ত যে দেবদত্তের কৌমার অবস্থায় যৌবন অবস্থার অভাব ছিল, এবং উৎপত্তি অর্থাৎ যৌবন অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে কৌমার অবস্থা যৌবন অবস্থায় প্রাগভাব—ব্যষ্টি ভাবে এ দৃষ্টান্ত যে রূপ দেওয়া হইয়াছে সমষ্টিভাবে দেবদত্ত বা প্রত্যেক মনুষ্যের ন্যায় এই পৃথিবীর সেইরূপ কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্য আছে। প্রলয়কালে পৃথিবীর সেইরূপ বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে অন্যান্য অবস্থার অভাব হয়। পৃথিবীও নিস্তেজ হইয়া পড়েন, শরীর লোল হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার দার্ঢ্য ( cohesion ) শক্তির হ্রাস হয়। কেশ পক্ক হয় অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাদি নষ্ট হইয়া যায় ক্রমে জীব যেরূপ মৃত্যুকালীন শ্লেষ্মা দ্বারা অভিভূত হয় পৃথিবীও সেইরূপ জল প্লাবিত হইয়া মৃত্যুমুখী হন। পৃথিবীর নাশে, পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন চন্দ্রমারও

স্থূলভাব নাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমস্তই জলরূপ হয়—আর ইহা বলা যাইতে পারে, যে দেবদত্ত বা জীব, যে অনাদি কাল হইতে সংসারচক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কৌমার ও যৌবনাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা লাভ করিলে সেই পরিবর্ত্তন সাস্ত হইয়া আইসে।

৩য় অভাব—প্রধ্বংসাভাব—জন্মের অভাব—বা সর্ব্বাভাব। ইহা সাদি অনন্ত। দৃষ্টান্ত-দগ্ধ পটের ন্যায় এবং শুষ্ক ধান্য দর্শনে বৃষ্টির সর্ব্বাভাব। শুষ্ক ধান্য দর্শনে কি বাস্তবিক জলের সর্ব্বাভাব হয়? বর্ষার প্রথমভাগে বা মধ্যভাগে জল হইলেও শেষভাগে জল না হইলেই ধান্য শুষ্ক হইয়া যায়, ইহা সকলেই জানেন তবে এ দৃষ্টান্তটী দিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এইবার এই জগৎ পটের একেবারে ধ্বংস হইবে। পৃথিবী জলরূপ হইবার পর পুনশ্চ অগ্নি-রূপ হইবেন, সুতরাং বৃষ্টির সর্ব্বাভাব কথিত হইয়াছে। আর শুষ্কধান্য যেরূপ ( latent heat ) সেইরূপ পৃথিবী ও চন্দ্রমা জল-রূপ হইতে অগ্নিরূপ ধারণ করিবে। এই প্রলয়ের আদি আছে কিন্তু অনন্তকাল (অর্থাৎ সৌরজগতের প্রলয় পর্য্যন্ত) এইরূপ প্রলয় হইতেছে। কণাদ সূত্রে আছে।

অপাং সংঘাতো বিলয়নঞ্চ তেজ সংযোগাৎ

৮।২।৫ অধ্যায়।

জলের সংঘাত বা বিলয়ন অর্থাৎ দ্রবীভাব তেজঃ সংযোগ মূলক। এই তেজ সংযোগের ইতর বিশেষ আছে! এক প্রকার তেজ সংযোগে জল জমাট বাধিয়া যায় অন্য প্রকার সংযোগে তাহা গলিয়া যায়! বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয় সীমা অতি-ক্রম করিয়া যায় তখন অভাব স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যায়।

৪র্থ অভাব আত্যন্তিক প্রলয়। ইহা ত্রিবিধ সংসর্গ দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে! দৃষ্টান্ত; খরবিষাণ বৎ, বন্ধ্যাপুত্র বৎ, আকাশকুসুম বৎ। সাধারণতঃ এগুলি সমস্তই অসম্ভব বলিয়া জানে। কিন্তু বাস্তবিক কি খরে বা গর্দ্দভে শিং বা অস্থি নাই বা বন্ধ্যাতে পুত্রোৎ-পাদিকা রজঃ কণা বা শক্তি নাই? সবই সুপ্তভাবে আছে। তবে লোক নিজ মত স্থাপনের জন্য এই সকল দৃষ্টান্ত দেয়। এবং শাস্ত্রা-দিতে ও সৎ বা অসৎ হইতে জগৎ উৎপত্তি ইহা লইয়া ভিন্নরূপ কথা চলিত আছে কিন্তু সে সকল আকাশ কুসুম দৃষ্টান্তের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। আকাশ কুসুম লোকে সম্পূর্ণই অলীক জানে কিন্তু দেখুন এই আকাশ হইতেই সূর্য্যনারায়ণরূপ পুষ্প বা পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছেন ও এই মহাকাশেই লয় হইয়া যান। যখন সমগ্র সৌর জগতের প্রলয়ে, সূর্য্য নারায়ণের অভাব বা লয় হয় তখনই অত্যন্তাভাব হয়। যখন, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্যনারায়ণ সমস্তই লয় হইয়া যায় এবং তুরীয় বা চতুর্থ জ্যোতিতে সমস্ত বিলীন হইয়া যায়, সৃষ্টির কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে না; তখনই অত্যন্তাভাব ঘটিয়া থাকে!

ন্যায় ও বৈশিষিক মতের সংগ্রহকার, তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থে লিখিয়া-ছেন "সর্ব্বেষাং পদার্থানাং যথাযথমুক্তেষু অন্তর্ভাবাৎ সপ্তৈব পদার্থা ইতি সিদ্ধম্।" অর্থাৎ পদের অর্থ সকল যথাযথ বলিতে গেলে তাহাদের অন্তর্ভাব থাকা হেতু পদার্থ যে "সপ্ত সংখ্যক তাহা সিদ্ধ হইল। ভাষা পরিচ্ছেদে" সপ্ত মস্যাভাবত্ব কথনাদেব যন্নাং ভাবত্বং প্রাপ্তং, তেন ভাবত্বেন পৃথগ্ উপন্যাসো ন কৃতঃ। এতে চ পদার্থা বৈশেষিক প্রসিদ্ধা, নৈয়ায়িকানামপি অবিরুদ্ধাঃ। সপ্তম পদার্থ যে অভাব তাহা কথনের দ্বারা ছয়টির ভাবত্ব স্থাপিত হয়। এই

হেতু পৃথক উপন্যাসের আবশ্যকতা নাই! এবং বৈশিষিক সম্মত সপ্ত পদার্থ ও নৈয়ায়িক দিগের অনুমোদিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে এইরূপ আবরণ সহকারে উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু বিশেষ ভাবে দেখিলে তাহাতে এই সপ্ত মূলতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক। সুতরাং ন্যায় দর্শনোক্ত যে ষোড়শ পদার্থ তাহা জানিবেন এই সপ্তের অন্তর্গত।

Mannilal Dwivedi মহাশয় বলেন the sixteen points of discussion or category which have been wrongly called **Padarthas** propo<sup>s</sup>ed by Gautama are shown to be lncluded is these seven. Monism or Adwaitism,

এক এক দর্শনে নিজের অভিমত তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য, পরিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—সেই পরিভাষা ভাঙ্গিয়া পদার্থের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তত্ত্ব পদার্থ একই কিন্তু তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে বুঝাইবার জন্যই পরিভাষায় অবতারণা।

# সাংখ্য-দর্শন।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, জৈমিনি দর্শনকে পূর্ব্বমীমাংসা বলা হয়। ইহার কারণ এই যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পদার্থাদি বিচার করিয়া জৈমিনি দর্শনেই কর্ম্মকাণ্ড বিশদরূপে উক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। বৈদিক-

যুগের পরবর্ত্তী কালে এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডকে পৃথক করিয়া সাংখ্য-দর্শন ও ব্রহ্মসূত্রকে জ্ঞানকাণ্ড উল্লেখে ব্রহ্মসূত্রকে বা বেদান্ত-দর্শনকে উত্তর মীমাংসা বলা হইয়াছে। আধুনিক শাস্ত্রাদিতে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য এইরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সমন্বয়ের পাঠকেরা দেখিয়াছেন যে, বৈদিক মতে পূর্ণভাবে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই জ্ঞান ও মুক্তি হয়। জ্ঞানযোগের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই। অধুনা আমরা সাংখ্যশাস্ত্র ও অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে, সাংখ্যশাস্ত্রের মধ্যেও সেই বৈদিক ধর্ম্ম নিহিত আছে; কেবলমাত্র দার্শনিক আবরণে আবৃত। ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা চলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা অনেক পুরাতন, সেই হেতু কারিকা ও গৌড়পাদাচার্য্য-কৃত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া সাংখ্যমতের বৈদিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

সাংখ্য কারিকার প্রারম্ভে প্রথম দুইটী আর্য্যার গৌড়পাদীয় ভাষ্যে আমরা সাংখ্য শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাই যে, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জগতের আধ্যাত্মিক ( দ্বিবিধ :—শারীরিক ও মানসিক ) আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ের আত্যন্তিক নাশ করিয়া মুক্তি দিবার জন্য সাংখ্যরূপ তরণী ভগবান ব্রহ্মসুত কপিল বিরচিত করেন। নিবৃত্তি মার্গের সপ্ত মহর্ষির মধ্যে ইনি একজন। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সহিত ইঁহার জন্ম হয়। সাংখ্যশাস্ত্র বিরচিত করিবার নিম্নলিখিত একটী উপলক্ষ হয়। কোন সময়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা সোমরস পান করিয়া অমরত্ব পাই-য়াছি ও বেদবিহিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ পশুবধের ব্যবস্থা আছে অত-এব ইহাতে দোষ নাই, এইরূপ স্থির করেন। কিন্তু গ্রন্থকার

কপিলদেবের মনের ভাব এইরূপ বিচার করিতেছেন যে, যদিও এগুলি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্ম, তথাপি মিশ্রভাব থাকা হেতু অবিশুদ্ধি-যুক্ত ও ক্ষয়াতিশয়যুক্ত ; কেন না স্বর্গস্থ দেবতাদিগেরও কালক্রমে নাশ হইয়া থাকে। এইরূপে বেদশাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, অতএব কাল নিশ্চয়ই দুরতিক্রম। এ কারণ কপিল মুনি ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞর (পুরুষ) বিশেষ জ্ঞানে দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবার কথা স্থির করিয়াছেন।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে কপিল শব্দের অর্থ এইরূপ পাই "মুনি-বিশেষঃ সতু জ্ঞান ভক্তি সাংখ্যযোগ প্রচারার্থ ভগবদবতারঃ। কর্দ্দম প্রজাপতেরৌরসাদ্দেবহূতি গর্ভজাতঃ। ইতি ভাগবতম্। অন্যান্য অর্থের মধ্যে আর একটি অর্থ আছে—অগ্নি।

মহাভারতে আছে—

শুক্ল কৃষ্ণ গতির্দেবো যো বিভর্ত্তি হুতাশনম্।
অকল্মষঃ কল্মষাণাং কর্ত্তা ক্রোধাশ্রিতস্তু সঃ
কপিলং পরমর্ষিং চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তকঃ।

বন ১৪১৯৬-৭।

কর্দ্দম শব্দের অর্থ উক্ত অভিধানে এই আছে। "প্রজাপতি বিশেষঃ সতু ব্রহ্মণশ্ছায়ায়াং জাতঃ। তস্য ভার্য্যা স্বায়ম্ভুব মনুকন্যা। পুত্রঃ কপিলদেবঃ। মনু চতুর্দ্দশ, তন্মধ্যে আদ্যো মনুঃ ব্রহ্মপুত্রঃ স্বায়ম্ভুশিষ্যঃ বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ" ইত্যাদি।—

তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ব্রহ্মছায়াজাত কর্দ্দম ( ব্রহ্মপুত্র

মনুকন্যা অর্থাৎ ভ্রাতৃ-কন্যা) দেবহূতিকে বিবাহ করেন। তাহা হইতে কপিলের জন্ম। বিজ্ঞানভিক্ষু, সাংখ্যদর্শন-প্রণেতাকে কপিলমূর্ত্তি—ভগবান্ বলিয়াছেন। আবার সাংখ্য কারিকার ভাষ্যে পাই যে "ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ কপিল"। এক্ষণে পাঠক বিচার করিয়া দেখুন যে, দর্শনের ভাষ্য বা কারিকার ভাষ্য ও পুরাণের রূপকের মধ্যে কোন্ কথাটি বিশ্বাস করি। এ সম্বন্ধে ভাগবতে যে সকল রূপক আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে বেদাদি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক, সে জ্ঞান আমাদিগের নাই। অতএব আমরা এ দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কপিল মুনি যে কে, তাহা পাঠককে জ্ঞাত করাইব। বিশেষতঃ আমরা প্রথমভাগ সমন্বয়ে ইহা প্রতিশ্রুত আছি। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র কর্ত্তা কপিলদ্বয় যে শ্রীমৎ ভাগবতের কপিল তাহার কোন সংশয় নাই; কেন না ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ২৩ অঃ দেবহূতি ও ভগবান কপিলদেবের যে কথোপকথন তাহা সমস্তই সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্বন্ধে এবং ঐ স্কন্ধের শেষ কয়েকটী অধ্যায়ই সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মবিপাক ইত্যাদিরূপে "কাপিলেয়" বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং তিনজনাই এক ব্যক্তি হইবেন; অথবা ইহা কোন শক্তির Generic নাম গৌড়পাদীয় ভাষ্যের মধ্যে পাই যে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সহিত কপিল উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ধারাবাহিক প্রলয় মন্বন্তরক্রমে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুদিগকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে পাঠক সমন্বয়ের ৪৮-৬২ পৃষ্ঠা জৈমিনি দর্শনের কথা মনে করিয়া দেখুন যে ধর্ম্ম জ্ঞানাদি দিবার শক্তি কাহার আছে ও প্রলয় মন্বন্তরে কে

উপদেশ দেন। আর ধর্ম্মের সহোৎপন্ন বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও দেখাইয়াছি। আর শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি বলিয়া আছে যে, যিনি কামনা সংযুক্ত হইয়া যজ্ঞ করেন তিনি ভগবদ্ ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হন। আর পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চ্চনাকারী সোমপায়ী সেই ব্যক্তি চন্দ্রলোক হইতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন ইত্যাদি। পরে ভগবান্ বলিতেছেন যে "যে ধীর ব্যক্তিরা নিরহংকার ও নিবৃত্তি ধর্ম্মনিরত হইয়া ( কর্ম্মের ফলকামনা করে না ) তাহারা সূর্য্যদ্বার মধ্য দিয়া "বিশ্বতোমুখং পুরুষং যান্তি" = ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। "প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের শেষেও ব্রহ্মলোককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পিতৃযান উপলক্ষিত চন্দ্রলোক ও বিরজ ( শুদ্ধ ) আদিত্য উপলক্ষিত দেবযান প্রাপ্তি হওয়া যায় এই ভাবটি পাওয়া যায়। কপিল শব্দের আর একটী অর্থ আছে অগ্নি। "অগ্নি স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তকঃ" অগ্নি বা জ্ঞানাগ্নি যে সূর্য্যনারায়ণের নামান্তর মাত্র তাহা আমরা প্রথমভাগে বহু দেখাইয়াছি। আর ইনি যে রত্ন দেন তাহাও "অগ্নিমীলে...রত্নধাতমম্" মন্ত্রে দেখিয়াছি। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণবিবস্বান্‌কে ( আদিত্যকে ) জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়-রূপ সাংখ্য ও যোগ উপদেশ দিয়াছেন।

মহাভারত বনপর্ব্বে আদিত্যের ১০৮ নামের মধ্যে কপিল এক নামে ইহা পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্ব চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম্ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ বিশ্বরূপ নারায়ণের ( অর্থাৎ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষের ) স্তব করিলে পর, তিনি স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন ও অনেকানেক কথার পর আমি ব্রহ্মাকে বিবিধ বর প্রদানপূর্ব্বক

নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাইয়াছি এবং পরে বলিয়াছেন নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম। অতএব, সকলেরই নিবৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সাংখ্য শাস্ত্রবেত্তা আচার্য্যগণ আমাকে বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছি। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ২য় অধ্যায়েও কপিল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে ভাষ্যে সোমপায়ী দেবতাদিগের সভার কথা উল্লেখ করিবার কারণ কি এবং কালকে দুরতিক্রম বলিবার কারণ কি? আমরা দ্বিতীয় ভাগ সমন্বয়ে (২৭ পৃষ্ঠায়) দেখাইয়াছি যে সকাম যজ্ঞাদির দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ ইন্দ্রাদি দেবতারা স্বর্গ পর্য্যন্ত লইয়া যান। সেই জীবের পুণ্য ক্ষয় হইলে সে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আইসে। কালশব্দে কাহাকে বুঝায় তাহাও আমরা প্রমাণ করিয়াছি (৪৯ পৃষ্ঠা)। সুতরাং ইহা বলিতে হইবে যে ভাষ্যকার ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছেন যে, ধর্ম্ম জ্ঞানাদিযুক্ত নিবৃত্তি মার্গস্থ কপিল দেব সূর্য্যনারায়ণেরই নামমাত্র অথবা তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত কোন ঋষির নাম। ধর্ম্ম বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কোন বস্তুর নাম এবং ধীশক্তি প্রেরণ করিবার অর্থাৎ জ্ঞান দিবার শক্তি কাহার আছে, বৈরাগ্য বা নিবৃত্তি বা কামনাশূন্যতা যোগীর ধর্ম্ম কাহার? (সূর্য্যনারায়ণের এক নাম যোগী—বা যোগেশ্বর) এবং ইহারই আকুঞ্চন ও প্রসারণে ব্রহ্মাণ্ডাদি বা ঐশ্বর্য্যাদির সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যসহ উৎপন্ন কপিলদেব সূর্য্যনারায়ণেরই নাম বা তাঁহার অনুগৃহীত অর্থাৎ প্রেরণাপ্রাপ্ত কোন ঋষির নাম। প্রথমভাগ সমন্বয়ে ৫৮ পৃষ্ঠায় "যো দেবেভ্যো" মন্ত্রে পাইয়াছি যে ইনি ব্রাহ্মেয় বা ব্রহ্ম হইতে

উৎপন্ন সুতরাং ভাষ্যের প্রারম্ভে যে আছে ভগবান্ ব্রহ্মসুত কপিল সাংখ্যরূপ তরণী বিরচিত করিয়াছেন এবং সাংখ্য দর্শনেও যে কপিল মূর্ত্তি ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন আছে, তাহার অর্থ যথাবুদ্ধি পাঠকের গোচর করিলাম। এক্ষণে প্রকৃত দর্শনভাগের আলোচনা আরম্ভ করিব। এ সম্বন্ধে আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যে বৈদিক সপ্ত পদার্থের বা ত্রিলোকেরও পুরুষের নাম মাত্র তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। সমগ্র দর্শনের আলোচনা করা হইবেক না এবং শ্লোক সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ বাহুল্য না করিয়া গৌড়পাদ আচার্য্যের যে প্রাঞ্জল ভাষ্য আছে ও বঙ্গীয় তত্ত্ব সভার দ্বারা প্রকাশিত তাহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা যাইবে।

"সাধারণ পাঠকেরা ও আধুনিক শাস্ত্রকারেরা সাংখ্যকে নিরীশ্বর ও পাতঞ্জলকে সেশ্বর সাংখ্য বলেন। এবং জ্ঞ শব্দের অর্থ পুরুষ-তত্ত্ব বা পুরুষ বা আত্মা ইত্যাদি বলিয়া ও আত্মার ভেদ আছে বা আত্মা বহু এই কথা বলেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ প্রণেতা মাধবাচার্য্য সাংখ্য দর্শন বিচারের শেষভাগে বলিয়াছেন যে "এতদর্থং নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিণাম্ মতম্ উপন্যস্তম্"। অর্থাৎ এই জন্যই নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তক কপিলের মতাবলম্বীদিগের মত উপন্যস্ত হইল। আচার্য্যের পাতঞ্জল দর্শনের প্রারম্ভে আমরা এই কথাটি পাই "সাম্প্রতং সেশ্বর সাংখ্য প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিমতম্ অনুবর্ত্তমানানাম্ মতমুপন্যস্যতে॥" অর্থাৎ ইদানীং সেশ্বর সাংখ্য প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিদিগের মত যাঁহারা অনুগমন করেন তাঁহাদের মত উপন্যাস করিব। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে মাধবাচার্য্য বলিতে-

ছেন যে মুনিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটী তাঁহার অভিমত তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না (১)। কিন্তু পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারতের বনপর্ব্বের শেষে ধর্ম্মরূপী বকের "কঃ পন্থাঃ" প্রশ্নের উত্তরে পাই যে "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥" ইহাতে দুইটী ভাবই আছে অর্থাৎ বেদ স্মৃতি ও মুনিদিগের মত ভিন্ন হইলেও ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় (cavity of the brain অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে) নিহিত আছে ও মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন সেইটীই প্রকৃত পথ।

ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাম্। নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাং। বুদ্ধি বৃত্তিরবিশিষ্টাং ব্রহ্মশাশ্বতং গুহাং যস্যাং কবয়ো বেদয়ন্তে। পাতাল, পর্ব্বতের অন্ধকার গুহা বা সমুদ্রের তলদেশ গুহা শব্দ বাচ্য নহে। শাশ্বত ব্রহ্ম সহিত অভিন্ন ভাবে যে বুদ্ধি-বৃত্তি রহিয়াছে, কবিগণ তাহাকে গুহা শব্দে অভিহিত করেন।

আমরা সমন্বয়ের প্রথমভাগে দেখাইয়াছি যে "পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ" ৯ পৃষ্ঠা বা "যথাপূর্ব্বে" (পিতৃ পিতামহেরা) বা "পূর্ব্বেষাম্'

(১) শঙ্কর মতাবলম্বী ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য কৃত আধুনিক পঞ্চদশীতে আমরা এই শ্লোকটী পাই 'আত্মভেদো জগৎ সত্যং ঈশোঽন্য ইতি চেৎ ত্রয়ং। ত্যজ্যতে চৈস্তদা সাংখ্যযোগ বেদান্ত সম্মতিঃ॥ অর্থাৎ সাংখ্যেরা যদি আত্মার ভেদ বা বহু আত্মা অঙ্গীকার পরিত্যাগ করে এবং যোগ শাস্ত্রে যদি জগতের সত্যত্ব অঙ্গীকার ত্যাগ করে ও বেদান্তে যদ্যপি ঈশ্বরের তাটস্থ্য লক্ষণ (কূটস্থ অতিরিক্তত্ব) অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনটী মত এক হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতমায়া কল্পিত জগৎকে যদি মিথ্যা বলা হয় ও কূটস্থ নিরাকার ঈশ্বর বা ব্রহ্মকেই যদ্যপি সত্য বলা হয় তাহা হইলে এই তিনটী মত এক হয়।

ইত্যাদি শব্দের দ্বারা মহাজনের অনুষ্ঠিত পথ কাহাকে বুঝায় মহাভারতেরও মহাজন শব্দে সেই অর্থ। কারণ এই উপাখ্যা-নের প্রারম্ভে ও শেষে সূর্য্য ও অগ্নি শব্দ উল্লেখ করায় ইহাকে বৈদিক প্রসঙ্গই ধরিতে হইবে। মুণ্ডকের ১ম বল্লীতে "এষ স পন্থাঃ আছে। সুতরাং বেদাদিতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের পথকেই পন্থা বলিতে হইবে। ভরসা করি তত্ত্বসভার সভ্যেরা ইহা লক্ষ্য করিবেন।

এক্ষণে আমরা সাংখ্যকারিকা ও তাহার ভাষ্যাদি হইতেই প্রকৃত কথা কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। পরে অন্যান্য পুরাতন শাস্ত্র ও বেদ সংহিতার পুরুষসূক্তাতিরিক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সাংখ্য দর্শন সমন্বয় ও উপসংহার করিব।

সাংখ্যদর্শনের প্রথমে "দুঃখ-ত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ" ত্রিবিধ দুঃখ, তাহার বিনাশের জন্যই এই জিজ্ঞাসা। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। সুতরাং জীব বা মনুষ্য সম্বন্ধে স্থূল ও সূক্ষ্মভাব বুঝিতে হইবে। আধিদৈবিক—যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ তাহাই আধিদৈবিক। ইতি কৌমুদী। গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন, শীত, উষ্ণ, বাত বর্ষা অশনি পতনাদি জনিত যে দুঃখ তাহাই আধিদৈবিক। এই দুই ভাষ্যের সমন্বয় করিলে যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। গৌড়পাদাচার্য্যকৃত ভাষ্য অতি প্রাঞ্জল ও সাধারণের উপযোগী—এক্ষণে তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলিয়া-ছেন শীতাদি ঋতু এবং বজ্র পতনাদি জনিত দুঃখই আধিদৈবিক দুঃখ। ঋতু সকল যে সূর্য্য-নারায়ণ দ্বারা হয় এবং চন্দ্রমার যোগে

মেঘ হইতে যে বজ্রপতন হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্রের ভাষ্যে "গ্রহাবেশনিবন্ধনাদি" কথা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তিনি সূর্য্য চন্দ্রাদিরই দেবতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। যক্ষ রক্ষাদি দেবতাগণ যে অষ্ট দৈবযোনির অন্তর্গত ইহা পরে ৫৩ কারিকায় উক্ত হইয়াছে এবং তথায় ত্রিলোকের উল্লেখ করিয়া যক্ষ, রক্ষাদির শ্রেণী বিভাগও করিয়াছেন—সুতরাং ইহারা ত্রিভুবন সম্বন্ধীয় দেবতা ইহা বলিতে হইবে। আচার্য্য গৌড়পাদ আধিভৌতিক দুঃখ চতুর্ব্বিধ বলেন! ১ম ভূত সমূহ নিমিত্ত। ২য় মনুষ্য পশুপক্ষী সরীসৃপ দংশ মশক জনিত। ৩য় স্থাবর নিমিত্ত এবং ৪র্থ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ হইতে যে দুঃখ হইয়া থাকে। ভূতগ্রাম নিমিত্ত এবং স্থাবর নিমিত্ত কথাগুলি থাকায় পৃথিবী হইতে বুঝিতে হইবে। সুতরাং সেই সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী বা ত্রিভুবন বা তাহা হইতে উৎপন্ন জীব বা অধিবাসী দেবতাগণ দ্বারা যে দুঃখ তাহাই ত্রিবিধ দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ নাশ করিতে পারিলে, তাহার পর মোক্ষ হইবে। এই তিনের তাপ জয় করিতে পারিলেই ত্রিভুবন জয় হয়।

সাংখ্য শাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এইরূপ ভাগ করা আছে।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র যত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখীবাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

জটী, মুণ্ডী শিখী প্রভৃতি যাহার যে কোন আশ্রমে বাস হউক না কেন তিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞ হইলে, সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি হইতে সমুদ্ভূত ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।৭।

১। অব্যক্ত বা প্রধান বা মূল প্রকৃতি। ইনি অচেতন ত্রিগুণাত্মিকা।

২। জ্ঞ বা পুরুষ বা চেতনা। ইনি প্রকৃতিও নন বিকৃতিও নন।

৩। ত্রিগুণাত্মিকা ব্যক্ত। মহৎ বা বুদ্ধি তত্ত্ব ও অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাত প্রকৃতি-বিকৃতি।

৪। মন ও পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই এই ষোলটী ব্যক্ত ও বিকৃতি।

পঞ্চ প্রাণকে তত্ত্বের মধ্যে ধরেন নাই এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের কথাও নাই। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন বা শ্রুতি এই তিন রূপ প্রমাণ দ্বারা উপরোক্ত তত্ত্ব সকল নির্ণয় করিতে হয়। অভাবকে আপ্তবচনের অন্তর্গত এক প্রমাণের মধ্যে ধরিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে সকল সিদ্ধ হয় না; তাহা আপ্তবচন বা আগম দ্বারা হয়।

পরে ষষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান হইতে অতীন্দ্রিয় অথচ বর্ত্তমান বিষয় সকল সিদ্ধ হয়। যেমন প্রধান ও পুরুষ। যেহেতু মহদাদি লিঙ্গ ত্রিগুণ; যাহা হইতে এই ত্রিগুণ মহদাদির উদ্ভব, তাহাকে প্রধান বলা যায়। যেহেতু অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, সেইহেতু অন্য অধিষ্ঠাতা পুরুষ আছেন। ব্যক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। আর আপ্তবচন ও বেদ দ্বারা এই সকল পরোক্ষ বিষয় সিদ্ধ হয়, যথা—দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গে অপ্সরা ইত্যাদি। ইহারা উপরোক্ত অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

ন্যায়দর্শনে অভাবকে পদার্থ বলিয়া ধরা হইয়াছে, সাংখ্যে প্রমাণের মধ্যে ধরা হইল। ইহার ভেদাভেদ আমরা পূর্ব্বেই ন্যায়দর্শনে দেখিয়াছি। তেইশটী ব্যক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে ধরিয়া ও সূর্য্য চন্দ্রকে আনেন নাই। কিন্তু ইহারা যেমন প্রত্যক্ষ, এরূপ প্রত্যক্ষ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। স্থূল পঞ্চভূত ও ইহাদিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন প্রত্যক্ষ নহে। দেবরাজ ইন্দ্র অন্তরীক্ষ দেশস্থ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। সূক্ষ্মভাব। স্বর্গে অপ্সরা, সূর্য্য মণ্ডলস্থ শক্তি। কারণ ভাব। চন্দ্র ও সূর্য্যকে স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। ব্যক্ত ২৩টীর মধ্যেও স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিন-ভাবই আছে। পঞ্চভূত স্থূলভাব; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সূক্ষ্মভাব। ইহারা প্রত্যক্ষ হইতে গেলে ক্রিয়া বা চেষ্টার অপেক্ষা করে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কারণ ভাব, জ্ঞান প্রধান। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহারা অনুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ। পঞ্চ তন্মাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণভাব। ইহারা যদিও ব্যক্ত বটে কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে কিরূপে সম্ভব, এই ন্যায়টী বিশেষরূপে বিচারের আবশ্যক হয়।

পরে অষ্টম শ্লোকের শেষভাগে ও নবম শ্লোকের প্রারম্ভে আমরা পাই; "বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি ২৩ প্রধানের বা প্রকৃতির কার্য্য। কিন্তু ইহারা প্রকৃতির বিরূপ (অসদৃশ) এবং সরূপ" (সদৃশ)। এ স্থলে আচার্য্যদিগের মতভেদ নিবন্ধন একটী সংশয় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এই মহদাদি কার্য্য প্রধানে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলেন, ঐ কার্য্য প্রধানে অসৎ অর্থাৎ বিদ্যমান নাই। সাংখ্যদর্শনে ঐ কার্য্যগুলি প্রধানে সৎ বলিয়া কথিত হয়। বৌদ্ধাদিরা অসৎ বলিয়া ব্যক্ত করেন।

"যখন সৎবস্তু কখনও অসৎ হয় না তখন অসৎবস্তুও কখন সৎ হইতে পারে না।" এই জন্য কথিত হইয়াছে "অসতের অনুৎপত্তি, উপযুক্ত উপাদানের গ্রহণ, সর্ব্ব সম্ভবের অভাব শক্তের শক্যকরণ, এবং কারণ ভাবের সমস্ত হেতু বলিয়া কার্য্য সৎ"। ৯।

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্॥

আচার্য্য বা পিতৃপিতামহ বা মহাজন বা পূর্ব্ব ঋষিদিগের মত যে এক, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। মত ভেদের কথা যে এ স্থলে বলিয়াছেন তাহা কেবল আবরণ মাত্র। জগৎরূপ কার্য্য কোথাও পুরুষ বা ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, কোথাও প্রকৃতি বা প্রধান হইতে, কোথাও শূন্য বা তম হইতে হইয়াছে, বলিয়াছেন। কিন্তু পাঠক স্থির জানিবেন যে সত্য এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। ঋষিদিগের এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। ভেদ যাহা বোধ হয় তাহার সমন্বয় করিয়া লইতে হইবে। সাংখ্যদর্শনে যে জগৎকে সৎ বলা হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত বৈদিক মত। বিবর্ত্তবাদী শঙ্কর-স্বামীও প্রলয়কালে ব্রহ্মে ( নির্গুণ ) যে মায়াবীজ থাকে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত ভাব যে কি, তাহাও আমরা পরে দেখাইব। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্য যে জগৎ, তাহা চেতন পুরুষের যেরূপ সদৃশ এবং অচেতন-প্রকৃতিরও সদৃশ (সরূপ) অর্থাৎ আধুনিক শাস্ত্রাদিতে যে চিৎজড়ের ভেদ করা হয় তাহা বৈদিক মত নহে। দর্শনশাস্ত্রাদিতে নানারূপ আবরণ দিয়া সেই সত্যই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পরে দশম শ্লোকে বলিতেছেন যে ব্যক্তই হেতুবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক ইত্যাদি। অব্যক্ত ইহার বিপরীত, মহদাদি

কার্য্যকে ব্যক্ত কহে। ইহার হেতু আছে বলিয়া হেতুবিশিষ্ট। উপাদান, হেতু, কারণ, নিমিত্ত এইগুলি এক পর্য্যায়ের শব্দ। পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে মহতের হেতু বা কারণ বা নিমিত্ত বা উপাদান হইতেছে অব্যক্ত। তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পরে যে, বেদান্তে যে রূপ ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ বলা হয়, সাংখ্যের অব্যক্তও সেইরূপ ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছেন। প্রধান পুরুষ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্যক্ত সেরূপ নহে। একথা ঠিক। কিন্তু দুইটি সর্ব্বব্যাপী বস্তু একত্রে কিরূপে থাকিবে? তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, বস্তু এক। একই বস্তুর দুই ভাব অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ লইয়া একই পূর্ণব্রহ্ম বা নিত্যনিষ্ক্রিয় স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত। যাহার লয় আছে তাহাকে লিঙ্গ কহে, প্রলয়কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয়, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার বুদ্ধিতে লীন হয়, বুদ্ধি প্রধানে লীন হয়, এই হেতু লিঙ্গ। এস্থলে দর্শনোচিত আবরণ দিয়া প্রলয়ের কথা বলিতেছেন। কোন্ অহঙ্কারে লীন হয় তাহা স্পষ্ট বলিতে-ছেন না। কিন্তু ২৫এর কারিকাতে আমরা পাই যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার তামস অহঙ্কার উভয়ই নিষ্ক্রিয়। তৈজস অহংকার বা সূক্ষ্ম প্রাণ দ্বারা একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। আর চন্দ্রমাশক্তি হইতেই অহঙ্কারপ্রধান কাম ক্রোধাদি উৎপন্ন হয়, ইহাও আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি এবং প্রাণরূপ প্রজাপতিরা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন ইহাও আমরা পাইয়াছি। সুতরাং পঞ্চমহাভূত ও মন লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় যে অহঙ্কারে লীন হয়, তাহা তৈজস অহঙ্কার বা চন্দ্রমা শক্তি বলিতে হইবে। আর

ইহাই প্রকৃত বৈদিক মত। ক্রিয়াপ্রধান চন্দ্রমা বুদ্ধিপ্রধান সূর্য্যনারায়ণে লীন হন। পরে ইনি নিরাকার স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভূ, অব্যক্তে লীন হন। ইহাতে পরিমাণবাদে সংশয় হয়।

পরে একাদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে "ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রিগুণ, প্রসবধর্ম্মী, অবিবেকী, অচেতন (সুখ দুঃখ মোহের বোধাভাব) ইত্যাদি।—পুরুষ তাহার বিপরীত ও অসদৃশ। সুতরাং পুরুষ অগুণ বা নির্গুণ, অপ্রসবধর্ম্মী, বিবেকী, চেতন ইত্যাদি।

কিন্তু পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে নির্গুণ পুরুষে কিরূপে বিবেচনা চেতনা (সুখ দুঃখ ভোগ) ইত্যাদি সম্ভব হইতে পারে। সাংখ্য মতে প্রকৃতির সহিত পঙ্গ্বন্ধবৎ (অর্থাৎ অন্ধপ্রকৃতির স্কন্ধে চক্ষুষ্মান পুরুষের) সংযোগে হইয়া থাকে। সুতরাং মহৎতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ইহা হইতে পারে না। অহংকার বা অহংভাব বোধমূলক, ইহা জ্ঞান অপেক্ষা করে সুতরাং জ্ঞানেরই প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহা সত্য বটে যে অনন্তে বা নির্গুণে অহংভাব নাই। সান্তভাব বা limitation না হইলে অহং ভাব হয় না সুতরাং মায়ার বা প্রকৃতির আবির্ভাব বা সংযোগ অপেক্ষা করে, কিন্তু জ্ঞানেরই প্রাধান্য দিতে হইবে কেন না ইহা বোধমূলক। সার কথা এই যে, যখন নির্গুণ পুরুষ সগুণ হইলেন বা ঈশ্বরভাবে "অহং বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি বহু হইয়া জন্মাইব ইত্যাদিরূপ সংকল্প করিলেন, তখনই অহঙ্কারের উৎপত্তি হইল। শ্রুতিসমূহেরও এই ভাব।

অবিবেকী (বিবেক=ভেদ) যাহা ভেদ করা যায় না;

যেগুলি গুণ তাহাই ব্যক্ত এবং যাহা ব্যক্ত তাহাই গুণাত্মক। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে অশ্ব গো মনুষ্যাদি যেরূপ পৃথক অব্যক্ত ও ব্যক্ত সেরূপ পৃথক করা যায় না।” কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেন না দেখুন, যে পঞ্চভূতের মধ্যে একমাত্র পৃথিবী ভূতই স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তরাদি ভেদে পৃথক পৃথক কি, না? ইউরোপীয় বিজ্ঞান এত গবেষণার পরেও Elements গুলিকে কালপর্য্যন্ত পৃথক পৃথক বলিয়াছেন। Radium ধাতুর আবিষ্কারে এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিকও প্রস্তর গবাদির ন্যায় বহিঃদৃষ্টিতে ইহারা পৃথক কিন্তু সাংখ্য মতে ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন ব্যক্ত সকল ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ বস্তু ও তাহার ক্রিয়াশক্তি ও গুণ একত্রেই থাকে সুতরাং ভেদ করা যায় না অর্থাৎ পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং অশ্ব গো মনুষ্যাদি জন্তুর বা পুরুষের পক্ষেও চৈতন্যাংশযুক্ত অহংভাব বাদ দিলে এই যুক্তি খাটে। সুতরাং পুরুষ বিবেকী অর্থাৎ ভেদ করা যায় কিন্তু এই চেতনা যদি নির্গুণ হয় তাহা হইলে নির্গুণের ভেদ কিরূপে সম্ভব? বরং শরীরাদি গুণযুক্ত অংশেরই ভেদ বলিতে হইবে। নির্গুণ যাহা, তাহা ত এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না সুতরাং ইহা বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে সগুণ ঈশ্বরভাব বা ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়া বিবেকী শব্দ দ্বারা পুরুষসূক্তোক্ত “বিরাজো অধি পুরুষঃ” অর্থাৎ পিণ্ডাণ্ডের কথা বলিতেছেন। অধিকন্তু বিবেক শব্দে মনুষ্য ও ইতর জন্তুদিগের ভেদ বা বিচার করিবার শক্তিকেই বুঝায়। কেবল মাত্র ভেদ করা যায় না, নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বিশেষতঃ বিবেকী পুরুষ বলিতে গেলে যিনি জ্ঞানোপদেশ করেন বা যাঁহার বৈরাগ্য হইয়াছে বা নিত্যানিত্য বস্তুর ভেদ করিতে পারেন এইরূপ মনুষ্য-

কেই বুঝায় এবং ইহাই দর্শনকারের প্রকৃত ভাব বলিয়া বোধ হয়। কেন না ব্যক্তাব্যক্ত অচেতন ও পুরুষ চেতন ( সুখ দুঃখ ভোক্তা ) ইহাও পৃথক বলিতেছেন। সুখ দুঃখ ভোক্তা বলিতে গেলে মনুষ্য ও ইতর জন্তু বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বুঝায়। সুতরাং ইহাই আমাদের বুঝিতে হইবে যে সাংখ্যকার বেদসংহিতার পুরুষের নির্গুণ সগুণ অর্থাৎ পূর্ণভাব এবং ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডাণ্ড প্রভৃতি সকল ভাবকেই সাংখ্যোক্ত "জ্ঞ" শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন। তবে পিণ্ডাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়াই সাংখ্য বিশেষরূপে বলিয়াছেন। ইহা ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবেন। এই শ্লোকের শেষভাগে অব্যক্ত ও পুরুষের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন। প্রধান নিত্য পুরুষ নিত্য, প্রধান সর্ব্বব্যাপী পুরুষও সর্ব্বব্যাপী এবং অক্রিয়। অব্যক্ত এক, পুরুষও এক ; অব্যক্ত অনাশ্রিত, পুরুষ ও অনাশ্রিত। প্রধান অলিঙ্গ, পুরুষও অলিঙ্গ। অর্থাৎ লীন হন না। অব্যক্ত নিরবয়ব, পুরুষও নিরবয়ব। অব্যক্ত স্বতন্ত্র, পুরুষও স্বতন্ত্র।

পরে দ্বাদশ শ্লোকে ব্যক্তাব্যক্তের গুণ সকল কথিত হই—তেছে। "গুণ সকল প্রীত্যাত্মক, অপ্রীত্যাত্মক, বিষাদাত্মক। প্রকাশার্থ, প্রবৃত্ত্যর্থ ও নিয়মার্থ। পরস্পর পরস্পরে অভিভূত, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের জনন হেতু, পরস্পর মিথুন সংবদ্ধ ও পরস্পর পরস্পরে বর্ত্তমান"। প্রথম তিন তিনটী সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ ভেদে তিনভাব, শেষগুলিতে দুই দুই ভাব। মিথুন সংবদ্ধ দৃষ্টান্ত দিতেছেন যথা, স্ত্রী পুরুষ। যথা উক্ত হইয়াছে "রজঃ সত্ত্বকে লইয়া মিথুন; সত্ত্ব রজঃকে লইয়া মিথুন আর তম, সত্ত্ব ও রজ উভয়কে লইয়া মিথুন"। প্রীতি হইতেছে সুখ বা আনন্দ। প্রকাশার্থ, হইতেছে প্রকাশসমর্থ, উভয়টি

সত্বগুণ। অপ্রীতি ও প্রবৃত্তি হইয়াছে রজোগুণ। বিষাদ বা মোহ এবং নিয়ম বা স্থিতিশীলতা হইতেছে তমোগুণ। আর আনন্দ বা প্রকাশ করা যদ্যপি বেদবেদান্তাদিতে আত্মার গুণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে পুরুষসূক্তে যে আছে, প্রাণরূপ প্রজাপতিরা যজ্ঞ পুরুষের আরাধনা করিয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন, এস্থলে কপিল দেব ও ঠিক সেই কথা বলিতেছেন। আরাধনা বা সাধনা করিতে হইলে যেরূপ পরস্পরে অভিভূত, আশ্রিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় মিথুনভাবে সংবদ্ধ ইত্যাদি হইতে হয়, এস্থলেও নির্গুণ পুরুষ ও অব্যক্ত প্রকৃতি বা অজা ও লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা ( রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ ) অজা প্রকৃতি (শ্বেতাশ্বতর ৪অ।৫। ) নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া প্রকৃতি পুরুষরূপ সচেতন ( স্ত্রীপুরুষের দৃষ্টান্ত ভাষ্যে আছে ) দুইভাগ হইয়া অথচ একত্রে থাকিয়া সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ তিনভাব প্রাপ্ত হইলেন। বা ঊর্দ্ধ ত্রিপাৎ, পুরুষের কারণ ভাব হইল অর্থাৎ অব্যক্তের রজোগুণ বা ক্রিয়া প্রধান প্রাণরূপ প্রজাপতিরা সত্ত্বপ্রধান পুরুষের সহিত মিথুন সংবদ্ধ থাকিয়া তমঃ বা পঞ্চতন্মাত্ররূপ সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ ক্রিয়াপ্রধান প্রকৃতি বা চন্দ্রমা শক্তি সত্ত্বপ্রধান পুরুষ বা সূর্য্যনারায়ণের সংযোগে ভূলোক প্রসবকারী স্থূল অগ্নি উৎপন্ন হইল। এই কারণেই পরের শ্লোকে ইঙ্গিতে স্থূল অগ্নির লক্ষণস্বরূপ প্রদীপের দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন।

পঞ্চদশ শ্লোকে লিঙ্গ যে লক্ষণাক্রান্ত, অব্যক্তও সেই লক্ষণাক্রান্ত, অথচ কিজন্য অব্যক্তের উপলব্ধি হয় না এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কারণের মধ্যে। "কারণ-কার্য্যবিভাগাৎ" "অবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্য"

অর্থাৎ কারণ কার্য্যের বিভাগহেতু, বিশ্বরূপের অবিভাগহেতু। দৃষ্টান্ত দিতেছেন—যথা ঘট ; দধি, মধু. জল, দুগ্ধ ধারণ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তাহার কারণ যে মৃৎপিণ্ড, এই সমস্ত ধারণে সমর্থ নহে। এই প্রকার মহদাদি লিঙ্গ দেখিয়া অনুমান করা যায়, কারণ কার্য্যরূপে বিভক্ত হইলে সেই বিভাগগুলি ব্যক্তরূপে পরিণত হয়। অপরটি সম্বন্ধে বলিতেছেন—বিশ্ব শব্দে জগৎ তাহার রূপ ব্যক্তি ( অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক পৃথক রূপে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে ), বিশ্বরূপের ভাবকে বৈশ্বরূপ বলে, তাহার অবিভাগ হেতু প্রধান আছেন, এবং সেই হেতু ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের পরস্পর বিভাগ নাই, ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত। পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই সকল পঞ্চমহাভূত প্রলয়কালে সৃষ্টির ক্রমানুসারে অবিভাগকে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত তন্মাত্রে প্রবেশ করে,তন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে,অহংকার বুদ্ধিতে, বুদ্ধি প্রধানে। এই প্রকার ত্রিলোক প্রলয়কালে প্রকৃতিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ অবিভাগকে প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু দুগ্ধও দধির ন্যায় ব্যক্ত ও অব্যক্তের অবিভাগ হেতু অব্যক্তই কারণ।

পরের শ্লোকে পাই যে, "রুদ্রের মস্তকে তিনটী স্রোত পতিত হইয়া একটী মাত্র স্রোতে পরিণত হইয়া গঙ্গারূপে প্রবাহিত হইতেছে এই প্রকার ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত এক ব্যক্তকে উৎপন্ন করিতেছে, সেইরূপ অব্যক্ত গুণ সমুদয় হইতে মহদাদি উৎপন্ন হইতেছে। অতএব ত্রিগুণ হইতেও ও তাহার সমবায় ( নিত্য সম্বন্ধ ) হইতে ব্যক্তরূপ জগৎ প্রকাশ পাইতেছে।" ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, কতকগুলি, সূত্র সমষ্টি হইতে যেমন একটী বস্ত্র ( ভাষ্যে তন্তবঃ সমুদিতাঃ পটং জনয়ন্তি শব্দগুলি আছে ) প্রস্তুত হয়। পুনশ্চ

পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সমবায় পরিণাম বলিতেছেন। "যখন প্রধান হইতে ব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, তখন একরূপই হওয়া উচিত। হয় না যে, ইহা দোষের নয়, কারণ পরিণাম হেতু ভিন্ন গুণের আধার বৈলক্ষণ্যবশতঃ সলিল যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ এক প্রধান হইতে সমুৎপন্ন ত্রিভুবন একরূপ হয় না।"

পুনশ্চ ২২শের শ্লোকের ভাষ্যে পাই যে "এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যাহা ত্রৈলোক্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই তত্ত্বকে যিনি জানিতে পারেন তাঁহার মুক্তি হয়।"

উপরোক্ত তিনটী শ্লোকের ভাষ্যের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বৈদিক মার্গ নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে যে দার্শনিক আবরণ আছে, তাহা মোচন করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কি কারণে জগতে অশেষ প্রকার মতভেদ দাঁড়াইয়াছে।

পাঠক পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে ঘট ও পটের কথা স্মরণ করিবেন। ঘট শব্দে পিণ্ডাণ্ড ও পট শব্দে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়। অবৈদিক সাধক সম্প্রদায়াদিতেও এইরূপ অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘট যেরূপ তৈলাদি ধারণে সক্ষম হয় সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড হইতে উৎপন্ন জীবমাত্রেই বহুরূপশক্তির কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আর্দ্র মৃত্তিকাতে ঘটশক্তি নিহিত আছে কিন্তু কুলালচক্রের ক্রিয়া ও কুম্ভকারের বুদ্ধি প্রয়োগ ব্যতীত ঘট প্রস্তুত হয় না। সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাত্মিকা অব্যক্ত হইতে সমস্ত জীব হইয়াছে। রুদ্রের মস্তকে তিনটী ধারা ইত্যাদি। প্রথমভাগ সমন্বয়ে আমরা দেখাইয়াছি যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও ত্রিশূলধারী রুদ্র এ তিন দেবতাকেই সবিতৃদেবেতে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে; এজন্য এবং অন্যান্য কারণে

রুদ্র সূর্য্যনারায়ণেরই নামমাত্র ইহা সিদ্ধ। ইহাঁর মস্তকে যে তিনটী জ্যোতির স্রোত, বা শ্রেণী আছে তাহাও বলা হইয়াছে। সেই তিন স্রোতেরই ব্যক্ত প্রকাশ ভাব জ্যোতিরূপ জ্ঞানগঙ্গা যাহা হইতে ত্রিভুবন হইয়াছে। আর তন্তু সকল সমুদিত হইয়া যেরূপ বস্ত্র হয়, সেইরূপ বহু জ্যোতি সূত্রের সমষ্টি এক জ্যোতি হইতেই জগৎ-পট উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তিন হইতে বা বহু তন্তু হইতে এক এবং এক হইতে বহু উৎপন্ন হয়।

এক্ষণে পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে, ভাষ্যকার কেন বলিতেছেন যে, বিশ্বরূপের অবিভাগ হেতু এবং পরেই বলিতেছেন যে বিশ্ব শব্দে জগং তাহার রূপ ব্যক্তি ইত্যাদি। আবার একবার বলিতেছেন যে "ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের পরস্পর বিভাগ নাই"। পুনশ্চ বলিতেছেন যে, "ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত পৃথিবী, জল ইত্যাদি পঞ্চমহাভূত তন্মাত্রে প্রবেশ করে ইত্যাদি। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে বিশ্বজগৎত্রিভুবনত্রিলোক। তাহা হইলে ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত এবং ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত বলিলে আমরা কি বুঝিব? পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ স্থূল ভূতকে যদ্যপি ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি বলা যায় তাহা হইলে সমগ্র পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী হইল এক লোক বা ভুবন। এবং চন্দ্রমা হইলেন দ্বিতীয় লোক, সূর্য্যনারায়ণ হইলেন তৃতীয় লোক এবং ইহারাই সপ্তপদার্থ বা সপ্তলোক আর যদি ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত বলা হয় তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী হইলেন পৃথিবী বা ক্ষিতি; চন্দ্রমা হইলেন অপ, সূর্য্যনারায়ণ হইলেন তেজ এবং যে মরুৎ Gases তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন তিনি হইলেন চতুর্থ ভূত, ও সৌর-

জগৎ ব্যাপিয়া যে আকাশ আছেন তিনি হইলেন পঞ্চম ভূত। এবং এই পঞ্চ ভূতের অন্তর্গত হইল ত্রিলোক, পরে চন্দ্রমার ন্যায় সূর্য্যনারায়ণকে বেষ্টন করিয়া এবং চন্দ্রমা যেরূপ পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়াছেন সেইরূপে সূর্য্যনারায়ণ হইতে যে সকল গ্রহ নির্গত হইয়াছেন তাঁহারা হইলেন চন্দ্রমার স্থানীয় দ্বিতীয় লোক বা ষষ্ঠ পদার্থ। আর যে সূর্য্যনারায়ণের শক্তিতে আমাদের সমগ্র সৌরজগৎ ভ্রমণ করিতেছেন তিনি হইলেন তৃতীয় লোক বা সপ্তম পদার্থ। অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ হইলেন ১ম লোক, তাঁহা হইতে নিঃসৃত সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহগুলি হইল ২য় লোক আর ঐ সূর্য্যনারায়ণ হইলেন ৩য় লোক এইরূপে অসীম বিশ্বরূপের মধ্যে, আমাদিগের প্রভু মাতাপিতা সূর্য্যনারায়ণকে যত্তপি পৃথিবী বা ক্ষিতি বলা হয় এবং গ্রহ উপগ্রহগুলিকে অপ বলা যায় তাহা হইলে সেই পিতামহ সূর্য্যনারায়ণ হইলেন তেজ, মরুৎ ও ব্যোম স্থানীয়। এবং সমস্ত গুলি আর এক ত্রিলোকের অন্তর্গত হইল।

উপরোক্ত রূপে বেদাদিতে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" বলিয়া "পাদোস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাৎ অস্যামৃতং দিবি" বলা হইয়াছে এবং "ত্রিপাৎ উর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহভবৎ পুনঃ" বলা হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যকার কপিলদেব যে বলিয়াছেন "এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ইত্যাদি" তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাদিগের সাধনেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহা সেই বৈদিক মার্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়। গ্রন্থের শেষভাগ ৬৬ শ্লোকে প্রকৃতির সহিত পূর্ণভাবে উপাসনার আবশ্যকতা ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন।

পাঠক এক্ষণে শান্তচিত্তে বুঝিয়া দেখুন যে এই সকল আবরণের কারণ ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় শাস্ত্র, বিজ্ঞানও দর্শনাদিতে চিৎ ও জড়ের গ্রন্থি ভেদ করিতে না পারিয়া চেতনাকে কেবল মাত্র নিরাকারে স্থাপন করিয়াছেন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ভেদে চেতনার তিন অবস্থা এবং স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে জগত ও তিন প্রকার এবং সাধন লভ্য তুরীয় অবস্থা ধরিয়া শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডুক্য উপনিষদে নিরাকারেই পূর্ণভাব স্থাপন করিয়া চতুষ্পাদ পুরুষ স্থির করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চেতনা বা পুরুষ নিরাকার ও সাকার।

১৭ শ্লোকে পুরুষ শব্দের প্রতিবাক্য ভাষাতে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।

আরও আমরা এই কথাটী পাই, "সেই আত্মা মণিসমূহ গ্রন্থিত সূত্রবৎ এক কিম্বা প্রত্যেক শরীরে অধিষ্ঠাতারূপে বহু?" এই জন্য ১৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে, "জন্ম, মরণ, করণ (ইন্দ্রিয়) সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নিয়ম হেতু অযুগপৎ প্রবৃত্তি হেতু আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রধানপুরুষ নির্গুণ বিবেকী ভোক্তা ইত্যাদি গুণসমূহের বিপর্য্যয় হইতে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কর্ত্তৃত্ব হেতু পুরুষের সাক্ষিত্ব সিদ্ধ।" ১৯ শ্লোকে আরও বলিতেছেন যে "গুণসমূহেরই কর্ত্তারূপে প্রবৃত্তি; সাক্ষীর প্রবৃত্তিও নাই নিবৃত্তিও নাই ইত্যাদি। কিন্তু পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও আমি ধর্ম্ম করিব, অধর্ম্ম করিব না এইরূপ ইচ্ছার সত্তাহেতু কর্ত্তা হইলেন।" এই দোষ খণ্ডনহেতু বলিতেছেন যে "পুরুষের সংযোগ হেতু মহদাদি

(১) এইজন্য আচার্য্যগণের মধ্যে মত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অচেতন লিঙ্গ চেতনবিশিষ্টের ন্যায় বোধ হয় আর গুণেরই কর্তৃত্ব আছে বলিয়া উদাসীনকে কর্ত্তার ন্যায় বোধ হয়।*

পাঠক এক্ষণে কঠোপনিষদের নচিকেতার নাম পরিবর্ত্তনের কথাটী স্মরণ করিবেন। যেরূপ এক অগ্নিরই নচিকেতা বা ত্রিনাচিকেতা ও বৈশ্বানর প্রভৃতি নাম হইয়াছিল, সেইরূপ সাংখ্যোক্ত জ্ঞ বা চেতনার পুরুষ, আত্মা, প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে প্রকৃত ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিব। দশম শ্লোকে এই পুরুষ বা জ্ঞকে সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। এখানে নির্গুণ ভোক্তা সাক্ষী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। পাঠক এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন—যে কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃত্ব বস্তু সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ, তাহা ভোক্তা বা সাক্ষী বা বহু কিরূপে হইবে?

জন্ম মরণাদি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নিয়ম থাকাহেতু বহু বলা হইয়াছে। এখানে ব্যষ্টিভাব বা জীবভাব ও ঈশ্বরভাব দুই ভাব বলিয়াছেন। সেই পুরুষই নির্গুণভাবে অকর্ত্তা ও সগুণভাবে কর্ত্তা।

আবার সেই আত্মাকে পূর্ব্বপক্ষ ছলে মণিসমূহে গ্রথিতসূত্রের ন্যায় বলা হইয়াছে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ইচ্ছা থাকা হেতু কর্ত্তা বলা হইয়াছে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে জ্যোতি বা সূর্য্যচন্দ্রকে ও জীবকে লক্ষ্য করিয়া সেই বস্তুর বা পুরুষের কথা বলিতেছেন।

অর্থাৎ বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষকে যে কখনও নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী কখন ত্রিপাৎ কখন জীবরূপ বলা হইয়াছে সাংখ্যকারও সেই সব বলিতেছেন তবে এখনও নিরাকার ভাব ছাড়েন নাই।

বিংশ শ্লোকে যে বলিতেছেন পুরুষ চৈতন্যকারক অতএব মহদাদি লিঙ্গ সেই চৈতন্যাভাসে সংযুক্ত হইয়া চেতনের ন্যায়

প্রকাশ পায়, তাহাও ভানমাত্র, কেন না অহংবুদ্ধি তু জ্ঞান বা চেতনামূলক। সুতরাং যদিচ পঙ্গ্বন্ধবৎ প্রকৃতির সংযোগ অপেক্ষা করে তথাপি পুরুষকেই কর্ত্তা বলা যুক্তিযুক্ত। শ্রুতি সকলও এইরূপ বলেন।

নির্গুণ পুরুষ বাস্তবিকই অকর্ত্তা। প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইবার পর চেতনের ন্যায় কর্ত্তারূপে প্রকাশ পান। পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে চেতনের বা বোধাবোধের প্রধান গুণ প্রকাশ করা। স্থূল জগৎ ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থা, সমস্তই ইহার নিকট প্রকাশিত হন। প্রধানের সত্ত্বগুণ ও প্রকাশার্থ ( ১১ শ্লোক ) সুতরাং প্রধান ও পুরুষ একই বস্তু, তবে ইহার দুইটী ভাব নিরাকার ও সাকার বা নির্গুণ ও সগুণ। অহঙ্কার যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইয়াছে তাহা এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে নির্গুণে বা অনন্তে অহংভাব নাই, অহংভাব বলিতে গেলেই সীমা limitation উপাধি সংযোগ আবশ্যক। নিরুপাধিক চৈতন্য কল্পনাতীত।

পরের শ্লোকে বলিতেছেন—পুরুষের দর্শনার্থ, কৈবল্যার্থ তথা প্রধান পুরুষের সংযোগ পঙ্গু ও অন্ধবৎ উভয়ের সংযোগ; তাহা হইতে সৃষ্টি। অর্থাৎ পুরুষের প্রধানের সহিত সংযোগ দর্শনার্থ; পুরুষ মহদাদি ভূত পর্য্যন্ত কার্য্যরূপ প্রকৃতিকে দর্শন করেন ইত্যাদি। এই যে দর্শনার্থ বলিতেছেন তাহা কি কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা বা বোধশক্তির দ্বারা নির্গুণ সাক্ষী পুরুষ নিরাকার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বোধগম্য করেন? না। পুরুষ মহদাদি ভূত পর্য্যন্ত ( কার্য্যরূপ ) প্রকৃতিকে দর্শন করেন বলিতেছেন। কিন্তু ( কার্য্যরূপ ) প্রকৃতিকে দর্শন করিতে হইলে স্থূল চক্ষুর

আবশ্যক ও জ্যোতির (সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির) আবশ্যক। সুতরাং ইঙ্গিতে ইহাই বলিতেছেন যে পুরুষের সংযোগে যে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির জন্ম হইয়াছে, তাহারাই ভগবানের চক্ষুস্বরূপ ও তাহাদের সাধনেই কৈবল্য হয়। ইহাই শ্রুতিসম্মত, হয় ত এই কারণে প্রকৃতির প্রাধান্য দেখাইয়াছেন।

পঙ্গ্বন্ধবৎ দৃষ্টান্তটী পরিষ্কার করা উচিত। পঙ্গু ও অন্ধ কোন কোন বিষয়ে ঐক্য এবং কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য তাহা দেখা যাউক। উভয়েরই চেতনা আছে উভয়েরই প্রাণশক্তি আছে, উভয়েরই পাঞ্চভৌতিক দেহ আছে। একটির কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ চক্ষু আছে, অপরটীর নাই আর একটীর চলনশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি নাই, অপরটীর আছে। অর্থাৎ একটীতে চেতনার সমস্ত কার্য্য পূর্ণভাবে হইতেছে, অপরটীতে চেতনার কার্য্য কতক পরিমাণে কম হইতেছে কিন্তু ক্রিয়াশক্তি অধিক। বাহিরেও সূর্য্যনারায়ণ বুদ্ধিপ্রধান হওয়ায় চৈতন্যের কার্য্য পূর্ণভাবে হয় এবং চন্দ্রমা মন ও প্রাণ স্থানীয় হওয়ায় সে কার্য্য কিছু কম বা মলিনরূপে হয়, কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে ইহারই ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অধিক ফল হয়। সূর্য্যনারায়ণের শক্তি কম প্রয়োগ হয়।

২২ শ্লোকে স্পষ্ট বলিতেছেন যে প্রকৃতি হইতে মহান, মহান হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোড়শগণ, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। এই ষোড়শগণের পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। কিন্তু ভাষ্যে পাইতেছি যে ব্রহ্ম অব্যক্ত, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ একপর্য্যায়ের। এবং মহান, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি এক পর্য্যায়ের এবং মহান হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার ভূতাদি, বৈকৃত, তৈজস (একাদশ ইন্দ্রিয়) অভিমান

এক পর্য্যায়ের। পরে বলিয়াছেন এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যাহা ত্রৈলোক্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে সেই তত্ত্বকে যিনি ( অর্থাৎ সকল আশ্রমের মনুষ্যই ) জানিতে পারেন তাঁহার মুক্তি হয়। আর ৩১ শ্লোকের ভাষ্যে আছে যে, বুদ্ধি অহঙ্কারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া আপন বৃত্তি প্রতিপালন করে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বুদ্ধিতত্ত্বে বা জ্ঞানে অহংভাব প্রস্ফুটিত আছে। সুতরাং সসীম ব্যক্তরূপ বুদ্ধির সহিত অহংভাব উৎপন্ন হয়।

২৩ শ্লোকে অষ্ট প্রকার বুদ্ধির কথায় বলিতেছেন যে "সাত্ত্বিক বুদ্ধি; ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। আর ইহার বিপরীত চারি প্রকার তামস বুদ্ধি; অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য।

ধর্ম্মের অন্তর্গত ২৫ শ্লোকে আমরা পাই যে, তামস অহঙ্কারকে পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা ভূতাদি, সংজ্ঞা দিয়াছেন; সেই অহঙ্কার হইতে ভূতাদি পঞ্চ- তন্মাত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভূতাদি, আদি বহুলতম। তৈজস হইতে উভয়ই, সাত্ত্বিক ও তামস প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যখন রজঃ দ্বারা সত্ত্ব ও তম অভিভূত হয়, তখন সেই অহঙ্কারই তৈজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; কেন না সাত্ত্বিক অহঙ্কার নিষ্ক্রিয়, ভূতাদি তামস অহঙ্কারও নিষ্ক্রিয়; তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া তন্মাত্র সকলকে উৎপন্ন করে, সেই নিমিত্ত তৈজস হইতে উভয়ই উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে ২২ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত শ্লোকের সহিত পুরুষ সূক্তের 'যজ্ঞেন যজ্ঞম্ ইত্যাদির সহিত মিল করিলে আমরা পাই যে, সূক্ষ্মশক্তি অহংভাবযুক্ত তৈজস প্রাণ ও উভয়াত্মক মন, বুদ্ধির বা জ্ঞানের ( যাহা নির্গুণ ব্রহ্মের গুণ ) সংযোগে স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পুরুষসূক্তেও মনযুক্ত প্রাণরূপ প্রজাপতি-দিগের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং নির্গুণ পুরুষের সগুণ

ভাবটি, পূর্ণভাবযুক্ত যজ্ঞ-পুরুষের আরাধনা করায়, উৎপন্ন হইল বা স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

২৭ শ্লোকে পাই, মন উভয়াত্মক (অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক) ইহা সংকল্পক এবং সাধর্ম্ম্য হেতু ইন্দ্রিয় এবং গুণপরিণাম বিশেষ হেতু, ইন্দ্রিয়গণের নানাত্ব। বাহ্য ভেদও তদ্রূপ। পরে ভাষ্যে পাই যে, এই সকল নানাত্ব ঈশ্বরেরও কৃত নহে, প্রধানেরও কৃত নহে এবং পুরুষেরও কৃত নহে; যেহেতু প্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কার অচেতন এবং পুরুষ অকর্ত্তা; সাংখ্যমতে স্বভাব নামে একটী কারণ আছে। সুতরাং স্বভাব হইতে গুণের পরিণাম বা নানাত্ব হয়।

পাঠক বুঝিয়া দেখুন যে এই স্বভাব কাহার? সাংখ্যমতে পুরুষ যদ্যপি অকর্ত্তা, নির্গুণ ইত্যাদি হইলেন, তাহা হইলে অব্যক্ত প্রকৃতিরই স্বভাব বা নিজ ভাব হইতেই নানাত্ব হয় বলিতে হইবে। অব্যক্তের অপর নাম ভাষ্য মতে ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা কারণ-ভাব। সুতরাং অন্যরূপ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল ভাণ মাত্র।

এতাবৎ প্রাণের কথা না বলিয়া ২৯ শ্লোকে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে সামান্য করণবৃত্তি বলিতেছেন। অর্থাৎ প্রাণের স্পন্দন (স্ফুরণ) ক্রিয়াই ত্রয়োদশবিধ (দশ ইন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) সামান্য বৃত্তিপ্রযুক্ত, প্রাণই করণদিগের জীবনীশক্তি; প্রাণই (দেহ) পিঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালন অর্থাৎ চলন-শক্তি বা গতি-শক্তি সম্পাদন করে। ইহাদিগের ঊর্দ্ধ ও অধোগমন প্রভৃতি পঞ্চরূপ ক্রিয়া আছে বলিয়াছেন আর পূর্ব্বের শ্লোকে পঞ্চ বলিয়া ইন্দ্রিয়-গুলির কার্য্য বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চ প্রাণকে তত্ত্বের

মধ্যে ধরা হয় নাই। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকে কর্ম্ম বলিয়া ভিন্ন পদার্থরূপে ধরিয়াছেন। উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ হইতেছে উর্দ্ধগতি প্রাণ ও অধোগতি অপান। ব্যান হইতেছে সর্ব্বতোগামী গতি। সমং একাকারং। অর্থাৎ ভুক্ত অন্নকে রস ও মল রূপে একাকারে পরিণত করে এবং আকুঞ্চিত করে। সেই হেতু সমান। উদান হইতেছে প্রসারণ। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আমরা আবরণ ভেদ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সূর্য্যনারায়ণ বা পশুকেরই কর্ম্ম বা কূর্ম্ম-রূপ, পঞ্চ বায়ু ইহাদিগকেই বলে। বেদ মতে প্রাণরূপ প্রজাপতি দেবতা বলিয়া ইহাদিগকেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য-কারিকার ২২ হইতে ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, প্রথমভাগের ৫২ ৫৫ পৃষ্ঠায় "সপ্তাস্যাসন্" ও "যজ্ঞেন যজ্ঞম্" মন্ত্র দুইটির সহিত সম্পূর্ণ মিল আছে। আর ৫১ শ্লোকে তর্ক, শব্দ, অধ্যয়ন ইত্যাদির অন্তর্গত বেদাদি অধ্যয়ন হইতে পঞ্চবিংশতির তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মোক্ষ হয় এই কথাটা আছে। আমরাও সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত মিল করিয়া পুনশ্চ দেখিতেছি। অব্যক্ত ব্রহ্মেরই বিকার, মহান বা বুদ্ধির চারিটী সত্ত্বিক ভাব, ধর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। ব্রহ্মসুত কপিল এই চারিটী সাত্ত্বিক ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রেরক সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা সবিতৃদেব।

অভিমান বা অহঙ্কার একটি ভিন্নতত্ত্ব বা পদার্থ নহে। তৈজস বা রজঃ বা ক্রিয়াশক্তি বা প্রাণতত্ত্ব, সত্ত্ব ও তমঃ উভয়কেই উর্দ্ধগতি ধর্ম্মাদি ও অধোগতি অধর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত করে। তন্মাত্ররূপে প্রথম ধর্ম্ম সকল উৎপন্ন করে। মন সংকল্পক ত উভয়াত্মক অর্থৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের সহিত মিলিত হইলে সাধর্ম্ম্য হেতু বুদ্ধীন্দ্রিয় ও

ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বৎ হয় অর্থাৎ প্রাণের সহিত ইহাদিগকে উৎপন্ন করে এবং নানাত্ব কল্পনা করে। সাত্ত্বিক ও বৈকৃত অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তামস অহংকারকে পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা "ভূতাদি" সংজ্ঞা দিয়াছেন—সেই ভূতাদি হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সময় তমসাচ্ছন্ন ছিল বা অব্যক্ত ভাব ছিল, তাহা হইতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব ও পঞ্চতন্মাত্র হইল। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, কারণ ভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ তিন অবস্থাই হইল। ইহা মায়াশক্তিযুক্ত ঈশ্বরের তটস্থ ভাব। এই সৃষ্টিকার্য্য যে যুগপৎ (এককালীন) ও ক্রমশঃ এবং মহদাদি ভেদে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনরূপ অন্তঃকরণ ত্রিবিধ এবং ইহাদিগের ব্যাপ্তি ইচ্ছা আছে। এবং বুদ্ধি. অহঙ্কারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পুরুষার্থের নিমিত্ত আপন বৃত্তি প্রতিপাদন করে, ইহা পরের শ্লোকদ্বয়ে বলিয়াছেন। পরিণামবাদী সাংখ্যের সৃষ্টিকার্য্য যুগপৎ হওয়া কখনও যুক্তির কথা নহে কিন্তু বাস্তবপক্ষে পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ (ঈশ্বরেচ্ছায়) যে ভিন্ন নহে, ইহা সাংখ্যকার বিলক্ষণ জানিতেন। আরম্ভ ও পরিণাম একত্রেই হইয়া থাকে। অহঙ্কার প্রধান প্রাণরূপ প্রজাপতিরাই নির্গুণ সগুণ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া স্থূল সৃষ্টি করিলেন।

কিরূপে হয় তাহা পরের কয়েক শ্লোকে বলিতেছেন। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনকে, দ্বারী (অর্থাৎ চেতনাবিশিষ্ট) বলিয়াছেন। দশ ইন্দ্রিয়কে দ্বারস্বরূপ বলিতেছেন। ৩৫। ইহারা প্রদীপের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন ও গুণবিশেষ (গুণ হইতে উৎপন্ন) হইয়া পুরুষের সমস্ত অর্থকে প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করে। ৩৬।

যেহেতু বুদ্ধি পুরুষের সর্ব্বপ্রত্যুপভোগ সম্পাদন করে সেই বুদ্ধি আবার প্রধান ও পুরুষের সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশেষ করিয়া দেয় অর্থাৎ নানাত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেয়। ৩৭।

তন্মাত্র সকল অবিশেষ বিষয়। সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। ইহাদিগকে বিশেষ বিষয় কহা যায় এবং ইহারাই শান্ত ঘোর ও মূঢ়। ৩৮। সূক্ষ্ম শরীর, মাতৃপিতৃজ শরীর ও মহাভূত সকল এই তিনটী বিশেষ বিষয়। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম নিয়ত বর্ত্তমান থাকে এবং মাতৃপিতৃজ ক্ষয়শীল। ৩৯।

৩৫ শ্লোকে দ্বারী শব্দ প্রয়োগ করায় চেতনাবিশিষ্ট বলিতেছেন। এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে দ্বারস্বরূপ বলায় স্থূল জগৎ বাহ্য বিষয় হইতে মধ্যদেশবর্ত্তী ইহা বলিতেছেন।

প্রদীপের দৃষ্টান্ত আনিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল অগ্নি পঞ্চ স্থূল মহাভূতের মধ্যমস্থানীয়। ইনিই স্থূল পদার্থ সমস্তকে সূক্ষ্মভাবে লইয়া যান। সৃষ্টিকালে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমাশক্তির সংযোগে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই পাঞ্চভৌতিক পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই প্রদীপেও পঞ্চভূত আছে। বর্ত্তিকা হইল পৃথিবী; তৈল জল; শিখা অগ্নি; বায়ু সংযোগ না হইলে প্রদীপ জ্বলে না। এবং আকাশ বা অবকাশ না থাকিলে শিখা কোথায় স্থিত হইবে। ৩৬ শ্লোকে প্রদীপের গুণাগুণ বলিতেছেন, প্রদীপ যেরূপ বাহ্যবিষয় সকল পুরুষের বুদ্ধিতে অর্পণ করে, সেইরূপ মনও বুদ্ধিরূপ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের জ্যোতির দ্বারা (অর্থাৎ জ্যোতিঃ সাধন করিলে) সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ প্রকাশিত হয়। এবং প্রদীপের ও চেতনা আছে। বর্ত্তিকা তৈল ও শিখা এই তিনের সংযোগে যেরূপ স্থূলপদার্থ প্রকাশ হয়, সেইরূপ মন,

বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সংযোগে ত্রৈকালিক সূক্ষ্ম ও কারণ বিষয় সকল প্রকাশিত বা প্রত্যক্ষ হয়।

৩৭ শ্লোকে বুদ্ধি প্রধান পুরুষের সূক্ষ্ম প্রভেদ অর্থাৎ নানাত্ব প্রতিপাদন করে। অব্যক্ত প্রকৃতি বা ব্রহ্ম এবং নির্গুণ পুরুষ-একই কথা, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে; যাহা-সাধনে লাভ হয়। জ্যোতিঃ সেই পুরুষের মহান্‌রূপ, ইহা অপেক্ষা মহত্তর বা বৃহৎ রূপ আর নাই। ইহাতেই নানাত্ব বা বিভেদ হয় অর্থাৎ বর্ণ বা জাতি হয় ( Colour Genus and species ) আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত ইত্যাদি হয়, কেন না তন্মাত্র-রূপে ইনি অবিশেষ। এই মহান্‌ বা বুদ্ধি বা জ্যোতি সর্ব্বপ্রকার প্রত্যুপভোগ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বা মূঢ়, ঘোর ও শান্ত তিন ভাবই সৃষ্টি করেন ও উপভোগ করেন। এই তিন তিন ভাব, জ্যোতিঃ বা তেজও আকাশাদি সপ্ত পদার্থেই আছে বলিতে ছেন। পুরুষসূক্তের ত্রিসপ্তের সহিত মিল আছে।

৩৭ শ্লোকে সেই বুদ্ধি আবার প্রধান পুরুষের সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশেষ করিয়া দেয়" ইত্যাদি বলিয়া ৩৯ শ্লোকে সূক্ষ্মশরীরের কথা ও স্থূলশরীর বা পঞ্চ স্থূলভূতের কথা স্পষ্ট বলিতেছেন। এবং পিণ্ডাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব স্থাপন করিতেছেন। কারণ, সৃষ্টির কথা ও পঞ্চমহাভূতের কথা বলিতে বলিতে ক্ষয়শীল মাতৃপিতৃজ শরীরের কথা বলিবেন কেন। স্থূল.সূক্ষ্ম শরীর দুইয়েরই উপাদান এক অর্থাৎ জ্যোতিঃ। আর্য্যাবর্ত্তবাসী সকল সম্প্রদায়েই দেহান্ত হইলে ৺ দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হওয়া বলেন। আর ঈশ্বরের সম্বন্ধেও জ্যোতি সূক্ষ্মশরীর, পঞ্চমহাভূত স্থূলশরীর॥ তন্মাত্ররূপী কারণ শরীরও জ্যোতির অন্তর্গত।

ভাষ্যেতেও আছে যে, এই নিয়ত সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্মকর্ম্মবশতঃ ইন্দ্রাদি লোকে সংসরণ করে। ইন্দ্রাদি বলিতে—ইন্দ্র বা চন্দ্রমা, ইনি হইলেন কর্ম্ম ও অন্যটী সূর্য্যনারায়ণ হইলেন ধর্ম্ম। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও কর্ম্মের তারতম্যবশতঃ ৺ প্রাপ্তির তারতম্য হয়। বাকী পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়।

এই সূক্ষ্ম শরীর কিরূপে সংসরণ করে তাহা বলিতেছেন। পূর্ব্বোৎপন্ন, অসক্ত, নিয়ত, মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সংসরণ করে। নিরুপভোগ, ভাবের দ্বারা অধিবাসিত, লিঙ্গ। ৪০। এই কারিকা-টীতে অনেক কথা আছে। পূর্ব্বোৎপন্ন অর্থাৎ জগৎ যখন উৎপন্ন হয় নাই, স্বভাবের আদি সর্গে অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ সময়ে সূক্ষ্ম শরীর ( প্রাণরূপে ) উৎপন্ন হইয়াছিল। অসক্ত অর্থাৎ অসংযুক্ত, সূক্ষ্মত্ব হেতু পশ্বাদি দেব মনুষ্য যোনিতেও আবদ্ধ নহে, এবং পর্ব্বতাদি যোনিতেও অপ্রতিহতরূপে সংসরণ করে, অর্থাৎ সমস্ত যোনিতে ভ্রমণক্ষম। ইহা Ether ভিন্ন আর কিছুই নহে॥ নিয়ত অর্থাৎ নিত্য। যাবৎ জ্ঞান উৎপন্ন না হয় তাবৎ সংসরণ করে। "যজ্ঞেন যজ্ঞম্" মন্ত্রের ইহারাই (Ethers) প্রথম ধর্ম্ম বা জগৎকে ইহারাই ধারণ করিয়া আছেন। ২৪ শ্লোকের ভূতাদি বা :আদি বহুলতম মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত অর্থাৎ বুদ্ধি অহংকার মন ও পঞ্চ তন্মাত্র পর্য্যন্ত—

"শূলগ্রহপিপীলিকাবৎ ত্রীনপি লোকান্ সংসরতি।"

অর্থাৎ শূলদণ্ডে তিন তিন ষট্পদ বিশিষ্ট পিপীলিকার ন্যায় বা ত্রিশূলধারী মহাদেবের গাত্রে পিপীলিকাবৎ ত্রিভুবনে সংসরণ করে। শূল বলিতে শূলদণ্ড বা Magnet বা অণ্ড অথবা ত্রিশূলধারী মহাদেব। এই সৌরজগৎ অথবা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই মহাদেব বা মহে-

শ্বর বা পরমেশ্বরের গাত্র বা অষ্টমূর্ত্তি। ইহাতেই তিনলোক অবস্থিত এবং প্রত্যেক লোকেতেই তিনটী, বা positive ও negative ভেদে, ছয়টী করিয়া vibrations দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে সাংখ্য প্রবচনসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষুও ৬।৬৪।৬৬ সূত্রের ভাষ্যে অহংকারোপাধিক ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন ও অহংবিশিষ্ট রুদ্র সংহার করেন এবং মহৎতত্ত্বকে বিষ্ণুর স্থানীয় বলিয়া গিয়াছেন। অন্যত্র আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুতে বুদ্ধির বা মহৎ তত্ত্বের দেবতা ব্রহ্মা ও রুদ্রকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের কুর্ম্ম বা আত্মার কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সহিত যোগ করিয়া পাঠক দেখিবেন। নিরুপভোগ অর্থাৎ ভোগরহিত কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম শরীর বাহ্যোপচয়ের সহিত অর্থাৎ মাতৃ-পিতৃজনিত শরীরের সহায়ে ক্রিয়াধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া বিষয়াদি ভোগে সমর্থ হয়। ভাবের দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্মাদির দ্বারা উপরঞ্জিত। অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধোগমনাদির দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্ম ও কারণ ভাব অর্থাৎ জ্যোতিই কিঞ্চিৎ স্থূলভাবে পরিণত হইয়া ক্ষণকালের জন্য মূর্ত্তি বা লীলা বিগ্রহ ধারণ করিতে পারে; স্থায়ী হইতে পারে না। ৪১।

পুরুষার্থ হেতু নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গের দ্বারা প্রকৃতির বিভুত্বযোগ হইতেই লিঙ্গ শরীরের, নটের ন্যায় কার্য্যকরণের ব্যবস্থা সম্পাদিত হয়। ৪২।

সাধক-সম্প্রদায়দিগের জন্য এই শ্লোকটি নিতান্ত আবশ্য-কীয়। পুরুষার্থ সাধনকরণার্থ প্রধানের প্রবৃত্তি দুই প্রকার, যথা শব্দাদি উপলব্ধি এবং গুণ ও পুরুষের অন্তর অর্থাৎ ভেদ উপ-লব্ধি। শব্দাদি উপলব্ধি এবং গন্ধাদিভোগ ব্রহ্মলোকেতেও হইয়া

থাকে; কিন্তু গুণ ও পুরুষের ভেদ উপলব্ধি হইলে মোক্ষ হয়; তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে পুরুষার্থ হেতু এই সূক্ষ্ম শরীরের প্রবৃত্তি; একারণ সাংখ্যকারিকার মধ্যে বার বার চারিবার শেষ কথাটী বলিয়াছেন। নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গের দ্বারা—নিমিত্ত = ধর্ম্মাদি; নৈমিত্তিক অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধোগমনাদি। পরে ৪৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মাদির দ্বারা উর্দ্ধগমন এবং অধর্ম্মাদির দ্বারা অধোগমন আর জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয় ইত্যাদি।

নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ দুইটীর অবতারণা করিয়া ও ধর্ম্ম শব্দকে দুই অর্থে ব্যবহার করিয়া দর্শনোচিত আবরণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ধর্ম্মাদিই যদ্যপি পুরুষার্থের নিমিত্ত হইল, তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ লাভ হয় বলেন কেন? এবং ধর্ম্মাদির দ্বারা উর্দ্ধগমনাদি হয় বলেন কেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে একবার ধর্ম্মশব্দ নিমিত্ত বা প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে ( ৪২ ) ব্যবহৃত হইয়াছে ও অন্যবার ( ৪৪ শ্লোকে ) ধারণ করা বা শক্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক উভয় প্রসঙ্গের দ্বারা পুরুষার্থ হয় বলিয়া পূর্ণভাবে উপাসনা আবশ্যক বলিয়াছেন। কেবল উর্দ্ধগমনশীল নৈমিত্তিক প্রাণাদির দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্র সাধনরূপ শব্দব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম ( The great Breath or one Life) রূপব্রহ্ম, রসব্রহ্ম, ও গন্ধব্রহ্মরূপ লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, মোক্ষ লাভ হয় না। কিন্তু নিমিত্ত নৈমিত্তিক উভয় প্রসঙ্গের দ্বারা নটের ন্যায় বলাতে বুঝায়—যেরূপ চেতনাবিশিষ্ট নট, পটের অভ্যন্তর হইতে একবার দেবতা, একবার মনুষ্য ও একবার বানর গর্দ্দভাদিরূপ অর্থাৎ পশুযোনির সঙ্ সাজেন, সেইরূপ জ্যোতিঃ পটের অভ্যন্তরে যাইতে হইবে তবে মোক্ষলাভ হইবে। সেই

জ্যোতিঃ পট হইতেই মনুষ্য ও পশ্বাদি সমস্ত জাতিই নির্গত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি ভাব সকল যে কি বস্তু এইবার আরও স্পষ্ট রূপে ইঙ্গিত করিতেছেন। সেই গুলিকেই তিন প্রকার বলিতে-ছেন; যথা সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক এবং বৈকৃতিক। ধর্ম্মাদি করণা-শ্রয়ি, কললাদি কার্য্যাশ্রয়ি। সাংসিদ্ধিক যথা প্রকৃতির আদি সর্গে অর্থাৎ প্রকৃতির আদি প্রকটাবস্থায় ভগবান কপিলদেবের সহিত চারিটি ভাব ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রাকৃতিক অর্থাৎ ব্রহ্মার চারিটি পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। বৈকৃত যথা গুরুর মূর্ত্তিকে নিমিত্ত করিয়া জ্ঞান প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি।

প্রকৃতির আদি প্রকটাবস্থায় ইত্যাদি বলায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কোন মনুষ্য দেহধারী কপিলের কথা নহে; কপিলশব্দ নিশ্চয়ই আদি দেব বা আদিত্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ ভাবকে বুঝাইতেছে। আবার সেই প্রকৃতিশব্দ পুত্র ও কলত্রাদির দ্বারা নির্দ্দেশ করায় চারিটী সূক্ষ্ম ভাব বা চতুষ্পাদ পুরুষের কথা বলিতে-ছেন। এই পুত্রচতুষ্টয়ই ব্রহ্মার সপ্ত পুত্র ( সপ্ত পদার্থ ) রূপে পূর্ব্বে (১ শ্লোকভাষ্যে ) কথিত হইয়াছে। সনাতন অর্থাৎ আদি বা আদিত্য;সনক হইল বিষ্ণুসখা চন্দ্রমাশক্তি এবং সনন্দন হইল জনলোক বাসী (ভূতাকাশবাসী) স্থূল পৃথিবী; সনৎকুমার হইল আদি কুমার বা মনুষ্য। সাংখ্যদর্শনেও যে কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ আছে তাহাও এই সপ্ত। কপিল যদ্যপি সূর্য্যনারায়ণের নাম হইল, তাহা হইলে আসুরি হইলেন তাঁহা হইতে জ্যোতি প্রাপ্ত চন্দ্রমা, চন্দ্রমার এক নাম অসুর তাহা প্রথমভাগে

৯৬ পৃঃ আছে। পঞ্চশিখ হইল পঞ্চ জ্যোতি বা পঞ্চাগ্নি বা পঞ্চভূত।

প্রকৃতির আদি সর্গে অর্থাৎ আদি প্রকটাবস্থায় ভগবান্ কপিল দেবের সহিত চারিটি ভাব, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহারা কারণ ভাব, কেন না আদি সর্গ বলিতেছেন। প্রাকৃতিক অর্থাৎ ব্রহ্মার চারিটি পুত্র, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার ইহাঁরা প্রাকৃতিক বলায় কার্য্যভাব বা সূক্ষ্মভাব বুঝাইতেছে।

বৈকৃতিক ভাবের কথায় বলিতেছেন গুরুর মূর্ত্তিকে নিমিত্ত করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্তি হয় এবং জ্ঞান হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে ধর্ম্ম ধর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ গুরুমূর্ত্তি নিমিত্ত করিয়া ইত্যাদি বলিলেন কেন? কললাদি অর্থাৎ মাতৃপিতৃজ শোণিত ও শুক্রসংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বুদ্‌বুদ মাংসপেশী ইত্যাদি এ কথাই বা বলিয়াছেন কেন? সার কথা এই যে, সাংখ্যকার কপিলনামে ঋষি থাকিলেও যেরূপ কপিলশব্দে সূর্য্যনারায়ণকে বুঝায় এবং পিণ্ডাণ্ডের কলল ও বহির্ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল পৃথিব্যাদি হইল প্রাকৃতিক ভাব, সেইরূপ গুরুমূর্ত্তি ইত্যাদি বলিতেও মনুষ্যরূপী গুরু ও জ্যোতিরূপী পরমগুরুকে বুঝিতে হইবে। ইহাই বৈকৃতিক ভাব। গুরুশব্দের প্রকৃত অর্থ "গু শব্দ স্ত্ব অন্ধকার রুকারস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকার বিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে।" গুশব্দের অর্থ অন্ধকার রুশব্দের অর্থ আলোক যিনি অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞান রূপ আলোক দেন; তিনি গুরু, ইহা জ্যোতিরই ধর্ম্ম। জ্যোতিই সাংসিদ্ধিক বা আদি ভাব, চৈতন্য হইতে বিকৃত সূক্ষ্মভাব। এবং মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন

হইল প্রাকৃতিক বা স্থূলভাব। সুতরাং বৈকৃতভাব যদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, তাহা কেবল জ্যোতিকেই বুঝাইতেছে. গুরুর স্থূলমূর্ত্তি নহে। মনুষ্যরূপী গুরু হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, গুরুর বাক্‌শক্তি ও জ্যোতি দ্বারা; স্থূলমূর্ত্তি তাহার হেতু নহে। এই জ্যোতিঃ পুরুষই সবিতৃ-দেব পাতঞ্জলদর্শনে "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" ইনি প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাদির ও গুরু. কারণ তিনি কাল পরিচ্ছেদ্য নহেন, অনাদি বলিয়াছেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে যে আদি বুদ্ধ বলা হইয়াছে তাহা ইঁহাকেই বুঝায়। ইনিই প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অজ্ঞানকে বা কর্ম্মকে নাশ করিয়া মুক্তি দেন। এই অজ্ঞান দ্বারাই জীব বদ্ধ হয়েন ও জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়েন, তাহা পরের শ্লোকে ( ৪৪ ) বলিতেছেন।

জ্ঞান ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম বৈরাগ্যাদির দ্বারা ঊর্দ্ধগমনাদি হয়, মোক্ষ হয় না।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই শ্লোকটীর ভাষ্যে বলিতেছেন, মোক্ষলাভ হইলে পুরুষকে "পরমাত্মা উচ্যতে"। ক্রমশঃ জ্ঞ শব্দের পরিবর্ত্তে আত্মা, পুরুষ, পরমাত্মা প্রভৃতি সকল প্রকার বৈদিক শব্দগুলিই প্রয়োগ করিতেছেন। প্রকৃতির অপর নাম যে ব্রহ্ম, তাহাও বলিয়াছেন। সুতরাং অব্যক্ত ও জ্ঞর যে ভেদ তাহা কেবল দার্শনিক আবরণ ও ভাণমাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, অব্যক্ত সগুণ ব্রহ্ম ও জ্ঞ নির্গুণ ব্রহ্ম। যদিচ পঞ্চোপাসক-দিগের মধ্যে ধ্যানের সময়ে শিবদুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় কল্পনা করিবার ব্যবস্থা আছে অথবা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সাবিত্রী উপাসনার কালীন এই সকল পৌরাণিক মূর্ত্তি সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু শাস্ত্রাদিতে এই-

রূপ আবরণ থাকিবার কারণ এবং শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ বিবর্ত্তবাদীরা জগৎকে জড় বলার কারণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ রূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা জ্যোতিকে অপ্ ও তেজ বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে কেবলমাত্র মনুষ্যসদৃশ উপ-রোক্ত দেবতামূর্ত্তি সকলই ধ্যান করিবার প্রথা চলিত হইয়াছে। আর সন্ত প্রভৃতি অন্যান্য সাধক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে সদ্‌গুরুর ধ্যান বিশেষতঃ রাধাস্বামি সম্প্রদায়ে মনুষ্যরূপী গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান করিবার প্রথা চলিত হইয়াছে। এবং ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যেও সবিতৃদেবকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ জগৎপ্রসবিতা বলায় প্রকৃত আদিগুরুর মূর্ত্তি যে জ্যোতিঃ তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন।

৫১ শ্লোকে অষ্টসিদ্ধির কথা বলিয়াছেন, যথা—তর্ক, শব্দ (শ্রবণ), অধ্যয়ন, ত্রিবিধ দুঃখ বিঘাত, সুহৃৎ প্রাপ্তি ও দান (বিবেক ও জ্ঞানের শুদ্ধি) অষ্টসিদ্ধি (বা ২৩ শ্লোকের ঐশ্বর্য্য) অন্যান্য শাস্ত্রে অণিমা, মহিমা, লঘিমা ইত্যাদিরূপে কথিত হয় এবং শাস্ত্রান্তরে তার, সুতার, তারতার ইত্যাদিরূপে কথিত হয়, তাহাও ভাষ্যকার বলিতেছেন; কিন্তু সাংখ্যকর্ত্তা যেরূপে নামকরণ করিয়াছেন, তাহার আবরণ মোচন করিলে বুঝা যায় যে, ইহারা এবং ৪৭ ৪৯।৫০ শ্লোকের ১১ ইন্দ্রিয়াভিঘাত (সূক্ষ্ম ও স্থূল) ও ১৭ বুদ্ধ্যভিঘাত, সাত্বিক অষ্ট সিদ্ধি এবং নয় রাজসতুষ্টি :—প্রকৃতি,সগুণ কি নির্গুণ কেবল মাত্র জানা, ত্রিদণ্ড কমণ্ডলুগ্রহণমাত্র=উপাদান—অহঙ্কার, কাল=সূর্য্যনারায়ণ, ভাগ্য=চন্দ্রমা এবং পঞ্চ বাহ্যবিষয় হইতে উপরতি; সেই বৈদিক অষ্ট পদার্থেরই বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ করা। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের তর্ক বা বিচার বা ভেদজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় ইহাই তর্কাখ্য

৬ ষ্ঠ সিদ্ধি : শব্দ অর্থাৎ শ্রবণ জ্ঞান হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হয় এবং ইহা হইতে মোক্ষ হয়, তজ্জন্য ইহাকে শব্দাখ্যা দ্বিতীয় সিদ্ধি বলা হয়। বেদাদি অধ্যয়ন হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং মোক্ষ হয় ইহা তৃতীয় সিদ্ধি।

আধ্যাত্মিক ( আত্মা সম্বন্ধীয় ৫০ ) আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নাশের নিমিত্ত গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশ হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ইহাই চতুর্থ সিদ্ধি। ইহাই দুঃখত্রয় ভেদে তিন প্রকার ধরিলে ছয় প্রকার সিদ্ধি হয়।

উপরোক্ত বিবরণে বেদাদি শব্দ প্রয়োগ থাকায় আমরা সাঙ্গ বা ষড়ঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন বলিতে পারি। তাহার মধ্যেই অর্থাৎ সাঙ্গ ও সরহস্য অধ্যয়নের মধ্যেই শব্দজ্ঞান বা স্বর এবং বিচার উভয়টিই আছে। তথাপি যে পদ্ধতিতে স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে তর্ক জ্ঞানপ্রধান কারণভাবকে বুঝাইতেছে, শব্দ সূক্ষ্মভাবকে এবং অধ্যয়ন স্থূলভাবকে বুঝাইতেছে। আর আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখত্রয়েও স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তিনটী ভাব আছে। সুতরাং এই দুঃখত্রয় নাশের জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অর্থাৎ সেই বৈদিক অষ্ট পদার্থের সাধন করিতে হইবে। সাংখ্যের মত কিছুমাত্র ভিন্ন নহে ইহাই ইঙ্গিতে বলিতেছেন। আরও দেখুন যে, যে বেদাদির নিন্দা পূর্ব্বে করিয়াছেন সেই বেদাদি অধ্যয়ন করিলেই মোক্ষ হয় বলিতেছেন। কিরূপ গুরুর নিকট যাইতে হইবে তাহা, সুহৃৎ প্রাপ্তি ও দান ( ৭ম ও ৮ম সিদ্ধি ) শব্দের দ্বারা আবরণ করিয়া বলিতেছেন। সুহৃৎ শব্দে বন্ধু যিনি প্রাণ ও মন হরণ করেন এবং অর্পণ করেন। সুতরাং ৭ম পদার্থ জ্যোতি পুরুষের কথাই বলিতে-

ছেন বুঝিতে হইবে, যিনি সমস্ত জগৎকে হরণ করেন ও পালন করেন। এই সুহৃৎ শব্দ ও সখা শব্দ শাস্ত্রাদিতে এইভাবে বহু প্রয়োগ আছে। দান—যিনি ( ৮ম জীব ) কোন মহাত্মাকে আশ্রয়, ঔষধি, ত্রিদণ্ড ও অন্নাদি দান করেন ও জ্ঞানপ্রাপ্তে মুক্ত হন।

৫২ শ্লোকে বলিতেছেন যে—ভাব বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না, লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের নিবৃত্ত হয় না, সেই হেতু লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য এই দ্বিবিধ সর্গের প্রবৃত্তি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার অর্থাৎ অদৃষ্ট বশাৎ উত্তরোত্তর দেহ প্রাপ্তি হেতু ভাব অর্থাৎ প্রত্যয় সর্গ বিনা লিঙ্গ ও তন্মাত্র সর্গ অবস্থিত করিতে পারে না। লিঙ্গ ও তন্মাত্র সর্গ বিনা, ভাবের নিষ্পত্তি হয় না; স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্তির কারণ ধর্ম্মাদি এবং তাহারা উভয়ই অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ( ভাবসর্গ ) ও সূক্ষ্ম দেহ ( লিঙ্গ সর্গ ) ইহারা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি হেতু পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়; ব্যক্তিগত পরস্পর অনপেক্ষিত্ব হেতু ও তজ্জাতীয়াপেক্ষিত্ব হইলেও দোষের কারণ নহে, সেই হেতু ভাবাখ্য ও লিঙ্গাখ্য দ্বিবিধ সর্গেরই প্রবৃত্তি। লিঙ্গ শব্দের অর্থ ১০ শ্লোকে এইরূপ করিয়াছেন—যাহা পরে পরে অব্যক্তে লীন হয় অর্থাৎ প্রলয় কালে পঞ্চ মহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয়। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, অহংকারে লীন হয়, অহং-কার বুদ্ধিতে লীন হয়; বুদ্ধি প্রধানে লীন হয়, এই হেতু লিঙ্গ। এ স্থানে লিঙ্গ ও তন্মাত্র সর্গ পৃথক বলিতেছেন।

ভাবশব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ( ৪০ ) যাহাদিগের উৰ্দ্ধ ও অধোগতি আছে। কিন্তু ৪৩ শ্লোকে ভাব তিন প্রকার বলিয়াছেন। সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই বুঝা যায় যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ দুই ভাব

এবং সাংসিদ্ধিক প্রভৃতি তিন ভাব একই কথা অর্থাৎ ন্যায়োক্ত উৎক্ষেপণ ও অধঃক্ষেপণ এবং আকুঞ্চন ও প্রসারণ এবং গতি দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ বা প্রাণরূপ প্রজাপতিদিগের দ্বারা তন্মাত্র সর্গ লিঙ্গ ( সূক্ষ্ম ) সর্গ, ও স্থূল সৃষ্টি হইল। সেই বৈদিক কথা।

৫৩। অষ্ট প্রকার দৈবযোনি, তির্য্যক্‌যোনি পঞ্চবিধ, মনুষ্য-যোনি একবিধ, সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সর্গ।

এই চতুর্দ্দশ ভূত বা যোনি বা লোক সম্বন্ধে অনেকের পরিষ্কার বোধ নাই। ইহা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা উচিত।

দৈবযোনি অষ্ট প্রকার, যথা—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। তির্য্যক্‌যোনি পঞ্চবিধ—পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর ভূত সকল। মনুষ্যযোনি এক প্রকার। ত্রিলোকেতেই ত্রিগুণ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে কোথায় কোন গুণ অধিক তাহা পরের শ্লোকে বলিতেছেন। ঊর্দ্ধে সত্ত্বগুণের আধিক্য অধঃসর্গে তমোগুণের আধিক্য; মধ্যে রজোগুণের আধিক্য; ইহাই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত।

কিন্তু সান্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত বলিতে বা ত্রিলোক বলিতে পৃথিবী, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই সকল লোক বা যোনি এই তিন পদার্থ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ৪৪ শ্লোকে পাইয়াছি যে ধর্ম্মাদির দ্বারা ঊর্দ্ধ অষ্ট স্থান ( পিশাচ লোক হইতে ব্রহ্মলোক ) প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়। সুতরাং মুক্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এক নহে। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে গেলে জ্ঞানের দ্বারা বা বরেণ্যম্ ভর্গের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

তাহা হইলে দৈব অষ্ট স্থান বা লোকের মধ্যে ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য

বলিতে সূর্য্যনারায়ণ যে "ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ ক্রিয়া-শীল ভর্গ ও যে ভর্গ অন্নাদি দেন সেই প্রজাপতিরূপ ভর্গকে ধরিতে হইবে। সৌম্য বা চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক ও গন্ধর্ব্বলোক চন্দ্রমার তিন জ্যোতিকে ধরিতে হইবে। এবং যাক্ষ, রাক্ষস বা পৈশাচ তিন যোনি বা লোককে পার্থিব ধরিতে হইবে কেননা প্রত্যেক লোকে-তেই ত্রিগুণ আছে। বর্ত্তিকা ও তৈলযুক্ত অগ্নিশিখার যে তিন ভাগ, তাহাও বিজ্ঞানমূলক। এই শিখায় পঞ্চভূতই আছে।

তির্য্যক্‌যোনি পঞ্চ প্রকার বলিতেছেন এবং স্থাবরাদি ভূত সকল তাহার অন্তর্গত বলিতেছেন। কিন্তু সাধারণত তির্য্যক্‌যোনি বলিতে পশু, পক্ষী, সরীসৃপাদি বুঝায়, স্থাবর নহে এবং যোনি বিভাগ করিতে হইলে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ এই চারিটী হইয়া পড়ে। কিন্তু উদ্ভিদকে আদৌ ধরেন নাই। স্থাবর ভূত সকল বলিতে স্থূল পঞ্চ ভূতকেই বুঝায়, কিন্তু পঞ্চ না ধরিয়া একটী যোনি বা ভূত বলিয়াছেন এবং পশু ও মৃগ উভয়ই জরায়ুজ সুতরাং এক যোনি ধরা উচিত ছিল। তাহা হইলে ত্রয়োদশ হইয়া পড়ে। আর উদ্ভিজ্জ যোনিও বলা উচিত ছিল, কেননা জীব যদ্যপি অধর্ম্ম বশতঃ অহল্যাদির ন্যায় পাষাণ হইতে পারে এবং ভরতও নহুষের ন্যায় মৃগ সরীসৃপাদি হইতে পারে তাহা হইলে নলকূবর ও মণিগ্রীবাদির ন্যায় বৃক্ষাদি বা মৎস্য যোনিও প্রাপ্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ বৃক্ষাদির সহিত বন্ধুতা পাতান এবং তাহাদিগকে রোগ শোক মৃত্যুতে সেই সেইরূপ হওয়ার কথা চলিত আছে। সুতরাং তির্য্যক্‌যোনিকে পঞ্চ বলিয়া 'সংক্ষেপে' স্থাবরাদিকে এক যোনি বলিবার কারণ আছে।

অর্থাৎ ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে স্থাবর বা স্থূল পঞ্চ ভূতেই এক

পৃথিবী এবং চন্দ্রমা ও সূর্য্য নারায়ণ এই সপ্ত বৈদিক পদার্থেরই ঊর্দ্ধ ও অধঃ ভেদে চতুর্দ্দশ লোক বা ভুবন ইহাই বুঝিতে হইবে। অথবা দৈব অষ্ট, স্থাবরাদি পঞ্চ ও মনুষ্য এক এই চতুর্দ্দশ।

৫৬। ইহাই (এইবার পরিসমাপ্ত ও নির্দ্দেশ করিতেছেন)। প্রকৃতির কৃত মহদাদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতি সর্গ, প্রতি পুরুষের বিমোক্ষের নিমিত্ত, স্বার্থের ন্যায়, পরার্থ আরম্ভ।

স্বার্থের ন্যায়—স্বার্থের নিমিত্ত নহে। শব্দাদি বিষয়োপলব্ধি কেবল পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে ত্রিলোকেতে পুরুষের সহিত শব্দাদি বিষয়ের যোজনা হয় তাহা কেবল পুরুষের মোক্ষহেতু। এ স্থলে একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে প্রধান অচেতন, পুরুষ চেতন, অতএব ত্রিলোকেতে পুরুষের সহিত শব্দাদি বিষয় যোজনা করিয়া অন্তে ঐ পুরুষের মোক্ষ সাধনা করা আমার কর্ত্তব্য. এই প্রকার যে চেতনবৎ প্রবৃত্তি, অচেতন প্রধানের কি প্রকারে সম্ভব হয়? সত্য, কিন্তু ইহলোকে অচেতন পদার্থেরও প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ই উপলব্ধি হয়; সেই হেতু বলিতেছেন যে, যেরূপ বৎসের বর্দ্ধন নিমিত্ত অচেতন ক্ষীরের প্রবৃত্তি, পুরুষের নিমিত্ত প্রধানেরও সেইরূপ প্রবৃত্তি অর্থাৎ গাভীর ভক্ষিত তৃণ এবং জল দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া বৎসের বৃদ্ধি সাধন করে, তৎপরে বৎস পুষ্ট হইলে, যে প্রকার দুগ্ধের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মোক্ষ সাধন করিয়া প্রধানের নিবৃত্তি হয়। অচেতনের এইরূপ প্রবৃত্তি।

বৎসের বৃদ্ধি সাধন করা যে চেতনের কার্য্য তাহা স্পষ্ট বলিতেছেন; কিন্তু সেই বৃদ্ধি সাধন অচেতন ক্ষীরের দ্বারা হইয়া থাকে এবং সেই ক্ষীর আবার অচেতন স্থূল তৃণাদির পরিণাম। পাঠক,

শান্তচিত্তে বুঝিয়া দেখুন যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কি। ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেছেন যে অচেতন স্থূল জগৎ হইতে উৎপন্ন তৃণাদি ও তাহার সার, প্রাণ বা Essence যে দুগ্ধ, যাহার বর্দ্ধন করিবার শক্তি আছে এবং তৃণাদিরও যে গাভীকে বর্দ্ধন করিবার শক্তি আছে এ উভয়ই চেতন। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন ভাবই চেতনা। এই কথাই যে গ্রন্থকর্ত্তা ইঙ্গিতে বলিতেছেন তাহা পরের শ্লোকে "ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য যেমন লোক ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, আরও নর্ত্তকী যেরূপ রঙ্গভূমিতে রঙ্গ-দর্শকদিগকে রঙ্গ দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবর্ত্তিত হয়, প্রকৃতি সেইরূপ আপনাকে পুরুষের নিকট প্রকাশ করিয়া নিবর্ত্তিত হন" ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ হয়, যে যেরূপ লোকের কোন ইচ্ছার উদয়ে গমনাগমনাদির দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া নিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা চঞ্চল মনের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য আইসে কিন্তু নর্ত্তকীর গীত বাদ্যাদি সহিত অভিনয়ে, মনঃসংযম বা বুদ্ধির কার্য্য অপেক্ষা করে। সুতরাং স্থূল তৃণ ও দুগ্ধরূপ তাহার প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি সকলটিই চেতন এই কথাই আবরণের দ্বারা ইঙ্গিতে বলিতেছেন। সগুণ চেতনা বা প্রকৃতিভাব শরীর বিশিষ্ট গীতাভিনয়যুক্ত ও শৃঙ্গারাদি রস এবং রতি হাস্যাদি ভাবযুক্ত নর্ত্তকীর দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। আরও ইঙ্গিত করিলেন যে, ক্রিয়া বা গতি বা প্রাণ-শক্তির সাধনায় মন ইন্দ্রিয়াদির স্পন্দন নিবারণ হয়, কিন্তু বুদ্ধিবিশিষ্ট নর্ত্তকীর ন্যায় পূর্ণ ভাবে উপাসনার দ্বারা পুরুষার্থ সাধন হইলে সকল স্পন্দন বা Vibrations হইতে প্রকৃতি নিবর্ত্তিত হন।

"ইত্যেষ পরার্থ আরম্ভঃ" অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত সর্গই বা পরিণামই, পরার্থ আরম্ভঃ বা পুরুষার্থ আরম্ভ বাপা চক্রের আদ্য ক্রিয়া।

যেমন ওদন-কামী, ওদন-পাকে প্রবৃত্ত হয় এবং ওদন সিদ্ধ হইলে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক পুরুষকে মোচন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া যে পুরুষকে মোচন করিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হন। : ইহার দ্বারা চেতনময় ঈশ্বরেরই সৃষ্টি এই কথা ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত ও নির্দ্দেশ করিতেছেন।

উপকারিণী গুণবতী নানাবিধ উপায় দ্বারা নির্গুণ অনুপকারী নিত্য পুরুষের অর্থ নিষ্প্রয়োজনে সাধন করেন। ৬০।

পরের শ্লোকের ভাষ্যে পুরুষ শব্দের পরিবর্ত্তে নির্গুণ ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিতেছেন এবং পুরুষ ও ঈশ্বর, উভয়টি হইতেই সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া, গুণ বিশেষ প্রকৃতিই যোগ্য কারণ বলিতেছেন। কিন্তু অপরে স্বভাবকে কারণ বলিয়া থাকেন এ কথাটীর প্রতিবাদ করিতেছেন না। তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে যে নির্গুণ পুরুষ বা নির্গুণ ঈশ্বরেরই বা অব্যক্ত ব্রহ্মেরই স্বভাব বা নিজ শক্তির দ্বারাই সগুণ প্রজার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু ২৭ শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন "ইহ সাংখ্যানাং স্বভাবো নাম কশ্চিৎ কারণমস্তি।" সাংখ্যমতে স্বভাব নামে একটি কারণ আছে, সুতরাং এই কথা বলিতে হইবে যে সাংখ্যকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতিও পুরুষ একই বস্তুর দুই ভাব। পরে পুনরায় আবার কালকে আনিয়া বলিতেছেন। কেহ কালকে জগতের কারণ বলিয়া থাকেন। কালই পঞ্চভূত, কালই জগৎকে সংহার করেন জগতের সুষুপ্তি অবস্থায় কালই জাগ্রত থাকেন। অতএব কালই দুরতিক্রম। কাল শব্দ যে অনন্ত ও সান্ত দুই ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা আমরা দ্বিতীয় ভাগ ৪৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। এ স্থলেও তাই। যখন কালই পঞ্চভূত বা কাল ব্যক্তের অন্তর্গত বলিয়াছেন তখন সূর্য্যনারায়ণের

পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন এবং যখন কালই জগতের সুষুপ্তিতে জাগ্রত থাকেন বলিয়াছেন, তখন অনন্ত অর্থে বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রধান বা প্রকৃতি, খণ্ড কালের কারণ এবং তাহার জগৎ সৃষ্টিরূপ স্বভাব, সেই প্রকৃতিতেই লীন থাকে।

প্রকৃতি সপ্তপ্রকার রূপের দ্বারা আপনা কর্ত্তৃক আপনি বদ্ধ হয়েন, এক রূপের দ্বারা তিনি পুরুষার্থ নিমিত্ত আপনাকে বিমোচন করেন। ৬৩। যে সপ্তপ্রকার রূপের দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে বদ্ধ করেন, সেই সপ্তপ্রকার রূপ যথা—ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য। ইহাদিগের দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে বদ্ধ করেন। পুরুষার্থ নিমিত্ত সেই প্রকৃতি আপনাকে একরূপের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা বিমোচন করেন।

প্রকৃতির সপ্তরূপের মধ্যে জ্ঞানকে না ধরিয়াও বলিতেছেন যে একরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয়। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে অষ্ট রূপ হইল। কারণ ৪৩ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক ও তদ্বিপরীত তামস এই দ্বিবিধ রূপান্তর্গত অষ্টপ্রকার ভাব—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তদ্বিপরীত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। আর ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য কপিলদেব বা সূর্য্যনারায়ণের সহিত উৎপন্ন ইহা আমরা পাইয়াছি। ধর্ম্মাদির উর্দ্ধগতি, অধর্ম্মাদির অধোগতি ইহাও জানি; সুতরাং জ্ঞানরূপ বা চেতনারূপ পুরুষের, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই তিন এবং অজ্ঞানরূপী বা অচেতন প্রকৃতির তিনটী রূপ, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ৫২ শ্লোকে পাইয়াছি যে, সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্মাধর্ম্ম সংযুক্ত ও তন্মাত্রক ও ত্রিবিধকরণ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ৩৩ শ্লোকে) বিশিষ্ট হইয়া তিন প্রকার বন্ধের দ্বারা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বন্ধ, বৈকারিক

বন্ধ ও দাক্ষিণিক বন্ধ অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তকারী, কামনা দ্বারা অপহৃত-মনাগণের বন্ধ দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে আপনি বদ্ধ করেন। এবং ৫২ শ্লোকে বলিয়াছেন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহপ্রাপ্তির কারণ ধর্ম্মাদি এবং তাহারা উভয়ই অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ভাবসর্গ বা প্রত্যয়সর্গ ও সূক্ষ্ম-দেহ ( লিঙ্গসর্গ ) ইহারা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিহেতু পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়। সুতরাং দুই অর্থে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বলিবার কারণ এই যে জ্ঞান যখন অহঙ্কারমূলক বা আমি আমার ইত্যাকাররূপে পিণ্ডাণ্ডে প্রকাশ পায় তখন প্রকৃতির রূপ এবং তখন জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অষ্ট হইল। কিন্তু এ জ্ঞানে মুক্তি হয় না। তত্ত্বাভ্যাস বশতঃ ( ১ ) আমি হই না, আমার না, আমি না এইপ্রকারে অভিমানাভাব যে অপরিশেষ ( অসীম ) এবং অবিপর্য্যায় হেতু ( অসংশয় হেতু ) যে শুদ্ধ কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই মুক্তির কারণ ইহা পরের শ্লোকে বলিয়াছেন ( ৬৪ ) এবং তদ্দ্বারা পুরুষ দ্রষ্টার ন্যায় অবস্থিত ও সুস্থভাবে প্রয়োজনসিদ্ধি বশতঃ সপ্তরূপ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছেন যে নিবৃত্তি-প্রসবা ( যে প্রকৃতির বুদ্ধি অহঙ্কারাদিরূপ কার্য্য নিবৃত্তি হইয়াছে ) প্রকৃতি, তাহাকে দর্শন করেন।

উপরোক্ত বিচার হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্ম্মাদি ও অধর্ম্মাদি একবার দ্বিবিধ রূপ, একবার তন্মাত্রক ও ত্রিবিধকরণ বিশিষ্ট ; যাহারা তিন প্রকার বন্ধের হেতু হয় আর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কারণ আবার চার চার অষ্টপ্রকার ভাব। আর ৬৩ শ্লোকে সপ্তপ্রকার রূপ বলিতেছেন। এবং ইহাদিগকেই ছয় বলিয়াও বলা যাইতে পারে। ৬৯ শ্লোকে আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইকে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় অর্থাৎ তিন বলিয়াছেন।

৬৬ শ্লোকে বলিতেছেন যে কিরূপে পুরুষ আমা ( প্রকৃতি )

কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া উপেক্ষা করেন ও প্রকৃতি আমি দৃষ্ট হইয়াছি বলিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু উভয়ের সংযোগ সত্ত্বেও সৃষ্টির আর প্রয়োজন হয় না। ৬৬।

দৃষ্টান্ত দিতেছেন রঙ্গস্থিত এক অর্থাৎ কেবল শুদ্ধপুরুষ নর্ত্তকীবৎ প্রকৃতির কার্য্যাদি দর্শনান্তে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেন; প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টবিধায় নিবৃত্ত হয়েন। প্রকৃতি ত্রিলোকেরও একমাত্র প্রধান কারণ বিধায় দ্বিতীয়া আর প্রকৃতি নাই। জাতিভেদ প্রযুক্ত প্রকৃতিপুরুষের নিবৃত্তিতে রূপের ধ্বংস হইলেও ব্যাপকত্ব হেতু উভয়ের সংযোগ আছে। সংযোগ ব্যতিরেকে সৃষ্টির সম্ভব কোথায়? সর্ব্বগতত্ব হেতু প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সত্ত্বেও সৃষ্টির দ্বিবিধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ বিধায় ( দ্বিবিধ যথা—শব্দাদি বিষয়োপলব্ধি ও গুণ পুরুষের ভেদোপলব্ধি ) উভয়ের সংযোগেও পুনঃ সৃষ্টির আর প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ মুক্তি হেতু পুরুষের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। যথা ঋণ গ্রহণ নিমিত্ত উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের যে অর্থসম্বন্ধ তাহা ঋণ পরিশোধান্তে উভয়ের সংযোগ সত্ত্বেও ধ্বংস হয়, সেইরূপ প্রকৃতিপুরুষের সৃষ্টির প্রয়োজনের অভাব হয়। সৃষ্টিরূপ রঙ্গশালায় শুদ্ধ পুরুষকে এবং জীবকে প্রকৃতি ও নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিয়া ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে, চেতনার পূর্ণভাব হইতেছে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভাববিশিষ্ট নর্ত্তকী। এবং পরে বলিতেছেন যে প্রকৃতির অংশ হইতেই দৃশ্যমান ত্রিলোক উৎপন্ন হয়। ইহাও সর্ব্বগত ও ব্যাপক; এবং জাতিভেদ বা Genus and Species রূপ ভিন্নত্ব ধ্বংস হয় ও একত্ব বা Homogenity হয় অথচ দ্বিবিধ রূপই বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ তন্মাত্রাদির পূর্ব্ব ভাব-রূপ প্রধান ও চেতনরূপ পুরুষ। এবং ঈশ্বর ও মুক্ত

পুরুষেতেই ইহাদিগের ভেদ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সংযোগ সত্ত্বেও যে সৃষ্টি হয় না; ইহার দৃষ্টান্তটি বিশদ করা আবশ্যক। ঋণম্—"পুনর্দেয়ত্বেন স্বীকৃত্য যৎগৃহীতং"যাহা প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া লওয়া যায় তাহাকে ঋণ বলে। অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট পরিশোধ করিব বলিয়া ঋণ করে। পরিশোধ হইলে পর সে সম্বন্ধ ধ্বংস হয়। অক্ষর পুরুষেরও সেইরূপ উত্তম ও অধম দুইভাব আছে যাহাকে পুরুষ ও প্রকৃতি বলা যায়। প্রাণরূপ প্রজাপতিরা বা ঈশ্বরের কর্ম্ম বা ক্রিয়া, পুরুষোত্তম যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া অর্থাৎ তাঁহারই নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া তন্মাত্র রূপ স্থূলসৃষ্টি আরম্ভ করেন। প্রলয়কালে সেই প্রজাপতিরাই তাঁহাকে প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিয়া অর্থাৎ মহদাদি যখন অব্যক্তে লীন হয় তখন নির্গুণ পুরুষ ও অব্যক্ত প্রকৃতির সংযোগ সত্ত্বেও, সৃষ্টি হয় না।

ইহার পর বলিতেছেন যে, যদি পুরুষের জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মোক্ষ হয়, তবে আমার কেন হয় না? সেই হেতু বলিয়াছেন, সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি হেতু ধর্ম্মাদি অকারণ প্রাপ্ত হইলেও সংস্কার বশতঃ ভ্রমণকারী চক্রের ন্যায় ধৃতশরীর অবস্থিতি করে। ৬৭। যদিও সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান হয়, তথাপি যোগীর ধৃতশরীর অর্থাৎ প্রাপ্ত বর্ত্তমান শরীর পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। কি প্রকারে অবস্থিতি করে? না ভ্রমণশীল চক্রের ন্যায়। যথা কুলাল, ঘুর্ণায়মান চক্রেতে আরোপিত মৃৎপিণ্ডের দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, ঐ ঘট প্রস্তুত হইলেও পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ উক্ত চক্র কিছুকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে থাকে সেইরূপ সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ধর্ম্মাদি অকারণ প্রাপ্ত অর্থাৎ ভ্রমবর্জ্জিত হইলেও বন্ধনভূত যে সত্ত্বরূপ, গীতার পরা

প্রকৃতি "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" ধর্ম্মাদি সম্যগ জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয়। তত্রাপি বর্ত্তমান শরীর কিছুকাল অবস্থিতি করে। অনাগত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান শরীরে বিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, তাহাও জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হয়; সংস্কার ক্ষয়ে অর্থাৎ শরীরপাতে ঐকান্তিক ( অবশ্য ) ও আত্যন্তিক ( নিত্য ) কৈবল্য ( মোক্ষ ) হয়। একারণে 'আমার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—আর একটি কথা—জ্ঞানীশব্দও যোগীশব্দ এক অর্থে :ব্যবহার করিয়াছেন।

এতাবৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা হইতে আমরা দেখাইয়াছি এবং উপরোক্ত বিচারে আরও প্রতীয়মান হইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্র নিরীশ্বরবাদ নহে। সাংখ্যদর্শনেও যে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "নেশ্বরা-ধীনা প্রমাণাভাবাৎ" প্রভৃতি আছে তাহাও ঐরূপ আবরণে আবৃত। সাংখ্যকারিকা হইতেই আমরা দেখাইয়াছি যে ঈশ্বর পক্ষে ও মুক্তপুরুষ পক্ষে দুই অর্থই হয়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ডস্থ ঈশ্বর ও অন্য ঈশ্বর বা মুক্তাত্মা দুই ভাবই আছে। পরমাত্মা ( ৪০ ) শব্দ যেখানে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে নিত্য ঈশ্বর বা অব্যয় ঈশ্বর বুঝাইয়াছে।

গ্রন্থসমাপ্তিতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যে প্রকৃত প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক সপ্তপদার্থ ও জীবকে লইয়া অষ্ট তাহাই আবরণ ও রূপকের দ্বারা বলিতেছেন। কপিল আসুরিকে এ বিদ্যা শিক্ষা দেন। চন্দ্রমার এক নাম অসুর। সূর্য্যনারায়ণ পুরুষ হইতে চন্দ্রমা রূপ প্রকৃ-তির উৎপত্তি এবং দুই হইতেই পঞ্চশিখ বা পঞ্চাগ্নি বা পঞ্চমহাভূত হইল। পঞ্চমহাভূত হইবার পর বহুধা প্রচার হইল অর্থাৎ আদি মনুষ্যের সৃষ্টি হইল এবং তাঁহারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান বা বেদ প্রেরণা দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমশঃ Tree of knowledge আস্বাদন

করায় বা Reasoning faculty বৃদ্ধি পাওয়ায় Intuitive faculty বা প্রেরণাশক্তির ক্ষীণভাব হওয়ায়, Adam ও Eveএর Fall হইল।

সাংখ্যকারিকার ভাষ্যাদির মধ্যে এপর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি তাহা হইতেই আমরা এই সমন্বয়ে উপস্থিত হইলাম যে—

| | |
|---|---|
| ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান যাহার নামান্তর ব্রহ্ম তাহাই নিরাকার সগুণব্রহ্মস্থানীয় | প্রলয়ের মায়াবীজ |
| মহৎ ( বুদ্ধি ) অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরস্থানীয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত কারণ ভাব | সূর্য্যনারায়ণ বা বুদ্ধি। |
| মন ও পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই একাদশ হইল সূক্ষ্মভাব | চন্দ্রমা বা মন। |
| পঞ্চ মহাভূত যাহার ব্যষ্টি, সৌরজগতের স্থূলভাব | পঞ্চভূত |
| জ্ঞ = নির্গুণ, বদ্ধ ; আত্মা বা পুরুষ। জীবচৈতন্য বা | জীব |
| জ্ঞ = পরমাত্মা, তখন গীতার "মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম" বা অব্যক্তসহ নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম বা বর্ত্তমান সাকার | পূর্ণব্রহ্ম। |

ইহারাই শক্তি, গুণও জীবসহ শিবের অষ্টমূর্ত্তি বা জীবসহ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট অপরা প্রকৃতি। পক্ষান্তরে প্রধান, বা ন্যায় মতে মন, মহান্, অহঙ্কার, বামন বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাদিগকেও অষ্ট প্রকৃতি বলা হয়।

অতএব সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কোন কোন বস্তুর নাম এবং ৪৩ ও ৫১ শ্লোকের দ্বারায় ইহাদের সাধন কিরূপ এবং ৫৬ শ্লোক দ্বারা পরিণাম বাদ ও সৃষ্টিবাদ বা আরম্ভবাদ উভয়টিই যে এক কথা ইহা সিদ্ধ হইল।

অতঃপর বেদ পুরাণাদি হইতে আরও কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সাংখ্যের প্রকৃত রূপ দেখাইব। কোন কোন পণ্ডিতেরা

ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্তকে সাংখ্য শাস্ত্রের মূল বলিয়া বলেন। আদিত্য বা সূর্য্যই এই ঋকৃটির প্রধান দেবতা ইহাতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য বা তিন লোক, পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও আকাশ ইহাদের কথাই অধিকাংশ স্থলে আছে।

আমরা R, C, Dutt মহাশয়ের ঋগ্বেদ সংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে কয়েকটী মন্ত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

১০। সকলের সেবনীয় জগৎপালক হোতার ( আদিত্যের ) মধ্যম ভ্রাতা ( বায়ু ) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। উহাঁর তৃতীয় ভ্রাতা আহুতি ধারণ করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্ত পুত্রবিশিষ্ট বিশ্-পতিকে ( আদিত্য ) দেখিলাম।

১১। একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণ করতঃ উন্নত হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি নাই। দ্যুলোকের পৃষ্ঠ দেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সে কথা সকলের নিকট পৌঁছে না, কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথা আছে।

১২। পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষী কহে ( অর্থাৎ বৃষ্টি কর্ত্তা সূর্য্য ) অপর কেহ কেহ ছয় অরবিশিষ্ট, এবং সপ্ত চক্র বিশিষ্ট ( রথে ) দ্যোতমান ( আদিত্যকে ) অর্পিত কহে, তখন তিনি ( দ্যুলোকের ) অপর অর্দ্ধে অবস্থিত।

সায়ণাচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রটীর সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

৩৬। সপ্তরশ্মি অর্দ্ধ ( বৎসর ) গর্ভ ধারণ করিয়া অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপাদন করিয়া এবং ভুবনে রেত স্বরূপ হইয়া ( অর্থাৎ বৃষ্টি প্রদান দ্বারা জগতের সারভূত হইয়া বিষ্ণুর অর্থাৎ আদিত্যের কার্য্যে

৩৮। নিত্য অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থিতি বশতঃ অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া কথন উর্দ্ধদেশে গমন করে। উহারা সর্ব্বদাই একত্রে অবস্থিতি করে। ইহলোকে সর্ব্বত্র একত্রে গমন করে। পরলোকেও সর্ব্বত্র একত্রে গমন করে। লোকে ইহাদিগের এক টিকে চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না। এস্থলে সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন দেহত্রয় ব্যতিরেকে আত্মাকে কেহ জানিতে পারে না।

৪৮। দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র, ও তিন নাভি ইত্যাদি।

৫০। এই মন্ত্রটী পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ" সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রটীর দুই তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন।

অধিকাংশ বৈদিক ঋকের যে এক প্রকার অর্থের অধিক অর্থ হয় তাহা প্রথম ভাগেই আমরা দেখাইয়াছি। ইহার মধ্যে আমরা এক্ষণে প্রবেশ না করিয়া আমরা কেবল এই কথা বলি যে, যদ্যপি ১৬৪ সূক্তই সাংখ্য শাস্ত্রের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিন বস্তুরই ভাগ বিভাগ লইয়া সাংখ্য শাস্ত্র। ইহাদের নিত্য ও অনিত্য দুই ভাব(অব্যক্ত ও ব্যক্ত)একত্রে থাকে. আদিত্যের তিন মাতা ও তিন পিতা অর্থাৎ positive ও negative ভেদে স্থূল, সূক্ষ্ম,কারণ—তিন ভাব আছে। দ্যুলোকের পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদির দ্বারা বুঝিতে হইবে যে,সূর্য্যনারায়ণে তন্মাত্ররূপে স্থিত অনাহত ধ্বনি চন্দ্রমা শক্তিতে বা ভূলোকে সংযোগ হইলে আহত ধ্বনি হয়। আদিত্যের ঊর্দ্ধ ও অধভাগ আছে। পঞ্চপাদ হইতেছে পঞ্চ প্রাণ ও ষড় অর হইতেছে ষট্ পদার্থ, সপ্তরশ্মি হইতেছে সপ্ত পদার্থ, দ্বাদশ আকৃতি হইতেছে দ্বাদশ পরিধি বা রাশি। তিন নাভি হইতেছে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী। বাক্ বা শব্দ চারি প্রকার, উহার মধ্যে তিনটী গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না. চতুর্থ প্রকার

বাক্ মনুষ্য কহিয়া থাকেন। ইহার সম্বন্ধেও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা আছে ( R, C, Dutt )। সমন্বয়ের ৩৫-৪২পৃষ্ঠায় শব্দ বা বেদ কাহাকে বলে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি আর "যজ্ঞেন যজ্ঞম্" মন্ত্রটীর দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে সাধারণতঃ সাংখ্যকে যে পরিণামবাদ বলিয়া জানা আছে তাহা সত্য নহে। ইহা বৈদিক সৃষ্টিবাদ বা আরম্ভবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উপনিষদাদিতে ও আছে যে সূর্য্যেরই অনেকরূপ পাদ বা জ্যোতি।

প্রশ্নোপনিষদে ৮ম হইতে ১১শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ হরি সূর্য্যই এক জ্যোতি, শত জ্যোতি ও সহস্র জ্যোতিবিশিষ্ট ; সংবৎসরাত্মক প্রজাপতির দেবযান ও পিতৃযান দুই পথ। আর ঋগ্বেদোক্ত ১২শ মন্ত্রটীর উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতরে অনেক কথা আছে। প্রকৃতিপুরুষাত্মক পরমেশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া, পরে আছে, যে অনন্ত আকাশ এই ব্রহ্মচক্রের শেষ সীমা। ঐ ব্রহ্ম চক্র সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই গুণের দ্বারা আবৃত। পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন এই ষোড়শ পদার্থ চক্রের প্রান্তভাগ। পরে আবার ষড়্‌বিধ অষ্টক বলিতেছেন।

১। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ এবং মন ও বুদ্ধি অহংকার এই প্রকৃত্যষ্টক। ২। ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই ধাত্বষ্টক। ৩। অণিমাদি, ঐশ্বর্য্যাষ্টক। ৪। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এই ভাবাষ্টক। ৫। ব্রহ্মা, প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ এবং পিশাচ এই দেবাষ্টক। সুতরাং দেব ও পিতৃ হইল সাংখ্যের চন্দ্রমা লোক ও

দেবরা জয় ইন্দ্রলোক। ৬। দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, মনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই গুণাষ্টক।

স্বর্গ, পুত্র, ও অন্নাদির কামনা, ব্রহ্ম চক্রের পাশ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও জ্ঞান তিনটী উক্ত চক্রে। মার্গ এবং পাপ ও পুণ্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইত্যাদি দুইটী ব্রহ্মচক্রের নেমি।

অদ্বিতীয় অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম বস্তুকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে কখনও দুইভাগ, কখনও তিনভাগ. কখনও পাঁচ ভাগ, কখনও আট ভাগ করিতেছেন।

এক্ষণে সার সিদ্ধান্ত এই যে সাংখ্যের স্থূল, সূক্ষ্ম, বা লিঙ্গ ও কারণ শরীর এবং বেদ বেদান্তের পঞ্চকোষের কথা যাহা উক্ত হইয়া থাকে উভয়ের একত্ব শাস্ত্রসম্মত। এ বিষয়ে আরও পরিস্ফুট রূপে বলিতে হইলে বলিতে হয়, যে সাংখ্যের স্থূল, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ ও কারণ শরীর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে বলিয়াছেন। পৃথিবীর সহিত এই সৌর জগতের সূর্য্য চন্দ্র এবং ব্রহ্মাণ্ডের যেমন দ্বিবিধ সম্বন্ধ, ব্যষ্টি জীবের সহিত সান্ত ও অনন্ত জ্যোতির সহিত ও সেইরূপ দ্বিবিধ সম্বন্ধ। সূর্য্য চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ এবং অনন্ত জগতের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ। মহত্তত্ত্ববিকার = অহংকারের তামস গুণ তন্মাত্র; এবং সেই তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। রাজস গুণ হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও সাত্ত্বিক গুণ হইতে মন সমুদ্ভূত হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতের স্থূল পরিণাম পৃথিবী, তাহার ব্যষ্টি পরিণাম জীবের অন্নময় শরীর। সাংখ্যমতে জীবের স্থূল শরীর ও বেদান্তের অন্নময় কোষ এক। সাংখ্যের সূক্ষ্ম শরীর অহংকার সহিত অষ্টাদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরই, বেদান্তের পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি। এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরই প্রাণময়, মনোময়

ও বিজ্ঞানময় কোষ। এবং সাংখ্যের কারণ শরীর ও বেদান্তের আনন্দময় কোষ এক বস্তু। ইন্দ্রিয়, মন, সান্ত সৌর জগতে চন্দ্রমা অর্থাৎ চন্দ্রমা জ্যোতির প্রকাশভাব। হ্রাস বৃদ্ধিশালী চন্দ্রমা জ্যোতি যেরূপ, সংকল্প বিকল্পাত্মক মনও সেইরূপ অল্প প্রকাশশাল। সূর্য্য জ্যোতি যেরূপ স্থির ও সর্ব্বপ্রকাশাত্মক বুদ্ধি ও সেইরূপ ব্যবসায়াত্মক ও প্রকাশাত্মক ও একরূপ। এবং প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি সেই জন্য সৌর জগৎব্যাপী ও প্রকাশাত্মক।

আমাদের এই সৌর জগতে শক্তিভাব, মনোভাব, এবং বুদ্ধিভাব এ ত্রিবিধ ভাব আমরা পৃথক্‌রূপে অনুভব করি কিন্তু অনন্ত জ্যোতিতে যদিও তিন ভাব বর্ত্তমান কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এই তিন ভাবের ক্রিয়া আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। সেই জন্য প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময়রূপে এই সৌর জগতের এই তিন ভাব, অনন্ত জগতে একরূপ। সাংখ্যের লিঙ্গ শরীর ও সেই জন্য একটী মাত্র।

এক্ষণে পুরাণাদি হইতে কিছু প্রমাণ দিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব।—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যাদিগের জ্ঞান যোগ ও যোগীদিগের কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে সবিস্তার বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে এই দুইটীর সমন্বয় করিতেছেন এবং সাংখ্য ও যোগ পৃথক্ নহে বলিয়াছেন এবং প্রথমেই বলিয়াছেন যে, এই অব্যয় যোগ আদিত্যকে প্রথমে বলিয়াছি। সুতরাং সেই আদিত্য পুরুষের আরাধনা করিলেই আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞ বা যোগী হইতে পারিব। এস্থলে সূর্য্যনারায়ণের বহির্ম্মূর্ত্তিকে পৃথক ধরিয়াছেন বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে আদিত্য পুরুষের অপর নাম তাহার গীতাশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতে বহু প্রমাণ আছে। "সিদ্ধানাম্ কপিলো মুনিঃ" "আদিত্যানামহং বিষ্ণু" "জ্যোতিষাম্ রবিরংশুমান্" এই তিনটী বাক্যই

আছে। দশমাধ্যায়ে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।" বেদের "অর্দ্ধেন অর্দ্ধঃ" অর্থাৎ দুএর ভাগ লক্ষিত হয়। একাদশ অধ্যায়ে বৈদিক ত্রিপাদ ও চতুষ্পাদের ভাগ লক্ষিত হয়।

কিন্তু এই উপাসনা পূর্ণভাবে করিতে হইবে। ব্রহ্মই হবি, ব্রহ্মই অগ্নি, ব্রহ্মই আহুতি দিতেছেন, এইরূপে করিতে হইবে। ৪।২৪ গীতা

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পাই যে, ইনিই বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন সূর্য্য-মণ্ডলস্থ কপিল—যিনি এক্ষণে প্রকাশ্য ভাবে স্বর্গে অবস্থিতি করি-তেছেন। এই অংশটিতে সাংখ্যের পরিণাম বাদের কিছুমাত্র নাই। পুরুষ বা পরম পুরুষ নিজ শক্তি মায়ার দ্বারাই জ্ঞানযুক্ত অগ্নিরূপ দেহ ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্যনারায়ণই তন্মাত্র রূপ পঞ্চ শ্রেষ্ঠভূত এবং ইনিই তিন পদ্মবিশিষ্ট বা তিনরূপ সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এবং ইনিই জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা পৃথিবীর অজ্ঞান বিনাশ করিয়া থা-কেন। ইহা সম্পূর্ণ বৈদিক সৃষ্টিবাদ এবং সাংখ্যাচার্য্যদিগের সুসম্মত।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৪ হইতে ৩২ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই সাংখ্য শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। কর্দ্দম প্রব্রজ্যা (অর্থাৎ সন্নাসীর ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে ভ্রমণ) অধ্যায়ে কপিলের জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন যে, আমি সেই আদি পুরুষকে জানি, যিনি নিজ শক্তির দ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই মুনির (জ্ঞানীর) দেহ কপিল অর্থাৎ অগ্নিময় এবং পঞ্চভূতের শ্রেষ্ঠ। যিনি হিরণ্যকেশ পদ্মচক্ষু ও যাঁহার হস্তে পদ্মাঙ্কুরী ও পদে পদ্ম আছে এবং যিনি জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মরাশি নষ্ট করেন। এরূপ যে কৈটভ (দৈত্য) নাশক বিষ্ণু, তিনি তোমার এই মানবী গর্ভেতে প্রবেশ করিয়া, অবিদ্যা জনিত সংশয় নাশ করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। সিদ্ধগণের বা জ্ঞানবিশিষ্ট রশ্মি (বিদ্যাধর) গণের অধীশ্বর ইনিই;

ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত। সংসারে ইনিই তোমার কীর্ত্তি-বর্দ্ধন করতঃ কপিল নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুনশ্চ ভাগবতের ২৫ অধ্যায়ে শ্রীশৌনক বলিতেছেন।

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবান্ আত্মমায়য়া।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্ম প্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥

অর্থাৎ ভগবান নিজে জন্মরহিত, অচ্যুত হইয়াও নিজশক্তির দ্বারা নরগণকে জ্ঞান দিবার জন্য তত্ত্বসংখ্যাতা অর্থাৎ তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন, তিনিই কপিল বা সূর্য্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পুনশ্চ এই কাপিলেয় ভক্তিযোগ অধ্যায়েই শ্রীভগবানের উক্তি বলিয়া বায়ু, ( প্রাণ ) সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও মৃত্যু ( লয়কারী শক্তি ) আমার ভয়েই বিচরণ করে এবং জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত যোগীরা আমার পাদমূলে ( জ্যোতি বা রশ্মি ) প্রবেশ করে, বলিতেছেন। এস্থলে ত্রিলোকের কথা স্পষ্ট বলিতেছেন। পুনরায় ২৬ অধ্যায়ে শ্রীভগবান চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের বর্ণনা করিয়া পরে বলিতেছেন যে

"এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥"

অর্থাৎ আমি যে সগুণ ব্রহ্মতেই এই সকল সংখ্যা সন্নিবেশ করিয়াছি বলিয়াছি, তিনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসংখ্যক কাল। আরও বলিতেছেন যে,সেই কাললক্ষণযুক্ত ভগবান যিনি অন্তরে পুরুষরূপ এবং বাহিরে কালরূপ,তাঁহা হইতেই গুণসাম্য ও নির্ব্বিশেষ প্রকৃতির চেষ্টা হইয়া থাকে। "অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো,বহিঃ। সমন্বত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া।" ইহাতেও বুঝা যায় যে, সাংখ্যশাস্ত্র যে প্রকৃতির প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা সত্য নহে, আবরণ মাত্র। "কালার্ক ভক্ষিতং সাংখ্যং" এই পুরুষপ্রাধান্য ভাগবতের এক পুরাতন সংস্করণে পাওয়া

যায়। পুরুষের প্রাধান্যই ঠিক। আরও পৌরাণিক সঙ্কর্ষণাখ্য পুরুষকেই বৈদিক "সহস্রশীর্ষা" বলিয়াছেন। ২৯ অধ্যায়ে দেবহুতি প্রমুখাৎ বলিতেছেন "কালস্য ঈশ্বররূপস্য" অর্থাৎ সাংখ্যে কালকে যে ঈশ্বর হইতে পৃথক দেখাইবার ভাণ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে।

যস্যেয়ং বসুধাকৃৎস্নং বাসুদেবস্য ধীমতঃ।

মহিষী মাধবস্যেষ্টা স এক ভগবান্ প্রভুঃ।

কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাং।

ধীমান বাসুদেবই মাধব, সমস্ত বসুধাই তাহার মহিষী সেই ভগবান প্রভুই কাপিলরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা এই ধরাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

৩৩ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। "বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্"

অর্থাৎ বেদ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত যে বিষ্ণুরূপ কপিল তাঁহাকে বন্দনা করি। আর তিনি "ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্তয়ে সমাহিতঃ"। ইহা সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাইবে? তাহা হইলে ভগবান কপিল দেব একবার ব্রহ্মহৃত, একবার বিষ্ণু ও একবার মৃত্যু বা লয়কারিণী শক্তিকে বলিয়াছেন।

এক্ষণে এই সাংখ্য কর্ত্তা, সূর্য্যনারায়ণ কপিল দেবেতেই যে সকল সংখ্যক তত্ত্ব আছে তাহা আরও দেখান যাউক। কাপিলের ভক্তিযোগ নামক ২৯ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি স্বরূপ বলিতেছেন যে, পুরুষোত্তমে অহৈতুকী ভক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ এবং আমার সেবাতেই সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য একত্ব হয়। অনেকানেক কথার পর জীবের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব বিচার কালীন বলিতেছেন যে, স্পর্শবেদী, অপেক্ষা রসবেদী, তাহা হইতে

গন্ধবেদী তদপেক্ষা শব্দবেদী; আর রূপের ভেদ যাঁহারা জানেন তন্মধ্যে "বহুপদঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপদ"—আর একাদশ-স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ে আমরা পাই।

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্॥ ২১
এক দ্বি ত্রি চতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥

অর্থাৎ সাংখ্যযোগবিশারদ পণ্ডিতেরা অশেষরূপে দেখেন যে আমাতেই সর্ব্বশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমার একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ ও অপদ (নির্গুণ) প্রভৃতি পূর্ব্বসৃষ্ট বহু শরীর আছে তন্মধ্যে পুরুষশরীর আমার অত্যন্ত প্রিয়।—ধর্ম্মসমন্বয়ের পাঠককে আর কি বলিতে হইবে যে, পুরুষশরীর সূর্য্যনারায়ণেরই নাম? বা সহস্রশীর্ষা বিশ্বরূপের নাম। যদ্যপি ধর্ম্মসমন্বয়ের শত শত প্রমাণ সত্ত্বেও আধুনিক শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সভ্যগণের সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে, যে শ্রীমদ্ভাগবতে মনুষ্যরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অশেষ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই দ্বাদশস্কন্ধের একাদশ অধ্যায় দেখিতে বলি। ইহার নাম মহাপুরুষবর্ণন ও পৃথক পৃথক পূজার নিমিত্ত সূর্য্যব্যূহের আখ্যান এবং মার্কণ্ডেয় মর্ত্ত্য হইয়াও যাহা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই ক্রিয়াযোগেরই সাঙ্গোপাঙ্গ বর্ণনা।

অধীশ্বরগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সূর্য্যাত্মা হরির সেইসকল মূর্ত্তিব্যূহের নাম ও কর্ম্ম আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর। ২৫। সূত কহিলেন—

সর্ব্বদেহীর আত্মস্বরূপ বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন

লোকযাত্রা প্রবর্ত্তক এই সূর্য্য ( সর্ব্বলোকেতেই বর্ত্তমান আছেন ) ২৬। জগদাত্মা আদিকর্ত্তা নারায়ণ সূর্য্য একমাত্র হইয়াও লোক-দিগের সমুদয় বেদোক্ত ক্রিয়ার মূলরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপাধিবশতঃ বহুরূপে কীর্ত্তিত হয়েন। ২৭। সেই নারায়ণ সূর্য্য, মায়ার দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, মন্ত্র, দ্রব্য ও ফলরূপে কীর্ত্তিত হয়েন।২৮। এবার বোধ হয় আর প্রমাণ আবশ্যক হইবেক না। তবে যদ্যপি কেহ বলেন যে, আদিকর্ত্তা সূর্য্যনারায়ণেতে একপদ দ্বিপদ প্রভৃতি তত্ত্ব বা জ্যোতি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই। আমরা বলি সে কথাও ঠিক নহে। যাহা আদিতে ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। তাহাতেই সংখ্যা বা সাংখ্য (জ্ঞান) শাস্ত্রের সার্থকতা। নিম্নে তাহা স্থূল, সূক্ষ্ম কারণভাবে দেখান যাইতেছে।

সংখ্যা ১। এক নির্গুণ নিরাকার অব্যক্ত ( Amitabha, Unmanifested ) পূর্ণভাব জ্ঞ বা পুরুষ সৃষ্টির আদিতে ছিলেন এখনও তাহাই ; স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ লইয়া তিনি অখণ্ডাকারে পূর্ণ।

সংখ্যা ২। জ্ঞ ও অব্যক্ত বা পুরুষপ্রকৃতিস্বরূপ দুই পাদ সৃষ্টির প্রাক্কালে ছিলেন। ইহাঁরাই শিবশক্তি, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম, দৃশ্য ও অদৃশ্য Manifested ও Unmanifested, যাহা গীতার পরা ও অপরাপ্রকৃতি। সুখ ও দুঃখ, দেবাসুর, Positive ও Negative, ইত্যাদি রূপে পরে কথিত হন। এক্ষণে Luminous ও Non-luminous, বা আপোজ্যোতিরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান।

সংখ্যা ৩। এই নির্গুণভাব অনুস্যূত থাকিয়া প্রকৃতির সগুণ ভাবকে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ তম, জ্ঞান, ক্রিয়া, বল ; বা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ হইতে ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ বা অগ্নি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ রূপ তিন লোক

বা ত্রিপাৎ পুরুষ অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহারাই বৌদ্ধ-দিগের ত্রিরত্ন ও Christian দিগের Trinity ইত্যাদি।

সংখ্যা ৪ সাংখ্যের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য বা স্তু ৭ তিন গুণ। এই তিন গুণ ও জীবরূপ জ্যোতি লইয়া এই ত্রিপাৎ পুরুষই ক্রমশঃ জীব সহিত চতুষ্পাদ পুরুষরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কখনও তিনপাদ সগুণ ও একপাদ নির্গুণ বা একপাদ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও শেষ তুরীয় বলা হয়।

সংখ্যা ৫। ভগবান আদিত্যের কর্ম্ম বা কূর্ম্মরূপ পঞ্চ-পাদ বা পঞ্চ তন্মাত্র বা সাংখ্যের পঞ্চপ্রাণই ক্রমশঃ পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ ঋতুরূপে ও ত্রিলোকের পঞ্চ মহাভূতরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এখানেও নিরাকার প্রকৃতিপুরুষেরই পঞ্চভাগ Pentagon

সংখ্যা ৬। আদিত্যের তিন মাতা ও তিন পিতা বা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য; অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য অর্থাৎ জ্ঞানের বা পুরুষের তিন এবং প্রকৃতির তিন এই ছয় অরাবিশিষ্ট আদিত্য অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। দৈবী প্রকৃতি এবং মূল প্রকৃতি যুক্ত ষট্‌কোণ যন্ত্র বা Double Triangle, Solomon's Seal ইত্যাদি।

সংখ্যা। ৭। প্রকৃতির সপ্তরূপ, সপ্ত ব্যাহৃতি বা সপ্ত রশ্মি অগ্নির সপ্তজিহ্বা সপ্ত পরিধি ইত্যাদি যাহা দৃশ্যমান সপ্ত পদার্থরূপে প্রকাশ। যাহাকে Seven Angels before the throne of God, বা Septenary Division বলাই যুক্তিযুক্ত। এবং ক্রিয়া-শক্তি ও গুণ সহিত একবিংশ সমিধ।

সংখ্যা। ৮। সাংখ্যের অষ্টসিদ্ধি, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি

অষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রকৃতি, শিবের অষ্টমূর্ত্তি, অষ্টাক্ষরী মন্ত্র, সপ্ত পদার্থ ও জীব জ্যোতি লইয়া ইহারাই অষ্ট পদার্থরূপে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান।

সংখ্যা ৯। সাংখ্যের নব তুষ্টি ও জ্যোতিষের রাহু ও কেতু অর্থাৎ সাংখ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব Centripetal and Centrifugal forces লইয়া বর্ত্তমান সপ্তগ্রহ বা আদিত্যাদি নবগ্রহ, যাহা পূর্ণভাবে অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

সংখ্যা ১০। সাংখ্যের দশবিধ মহামোহ ( ৪৮ ) অর্থাৎ সুখ লক্ষণবিশিষ্ট দেবভোগ্য শব্দাদি পঞ্চ ও দুঃখ লক্ষণ বিশিষ্ট মনুষ্য ভোগ্য শব্দাদি। অন্যত্র দশদিক্ বা দিক্‌পাল প্রজাপতি যাঁহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ লইয়া অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এইরূপে একাদশ দ্বাদশ প্রভৃতি অন্যান্য বহু সংখ্যা আরও আছে। এক জ্যোতি পুরুষ সূর্য্যনারায়ণই অসংখ্য জ্যোতি বা স্থূল সূক্ষ্মাদি পদার্থরূপে বা সাংখ্যোক্ত ৩০ শ্লোকের "যুগপৎ ও ক্রম" পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্ট হইয়া অখণ্ডাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এসিয়াখণ্ডে চীন প্রভৃতি দেশে ও ইউরোপ খণ্ডে গ্রীস প্রভৃতি দেশে এই সাংখ্যশাস্ত্র বা সাংখ্যমাহাত্ম্য জানা ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা Pythagorian System of Numerals এর তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাঁরা যে অনেক বিষয়েই অদ্ভুতকর্ম্মা তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। পূর্ব্বকালের ঋষিরা যে সকল বিষয় অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা জানিতে পারিতেন, ইহাঁরা তন্মধ্যে অনেক বিষয়ই যন্ত্রাদির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন অনতিবিলম্বে যে ইহাঁরা সারতত্ত্বে উপনীত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু দার্শনিক যুগ বা Sutra Periodএর আব-

যুগের কারণ অনেকেই প্রকৃত সারভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। আমরা যথাবুদ্ধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হয় ত সব ঠিক হয় নাই। এ কথা আমরা প্রথম ভাগেও বলিয়াছি।

অতএব সুমতি পাঠক শান্তচিত্তে সীতা দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রসর হউন। অজ্ঞানরূপী রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া সতী সীতা সাবিত্রী দেবী জীর্ণ শীর্ণ কলেবরা হইয়াছেন। তবে আশা ভরসা এই যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া আবালবৃদ্ধ বনিতার বোধগম্য অতি সরল ভাষাতেই সার সত্য প্রচার করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রের শব্দ জালরূপ মহারণ্যে ভ্রমণ না করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের সার তন্নির্দিষ্ট বৈদিক পথের শরণ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন ইহাতেই ভারতের মঙ্গল হইবে। কারণ সংখ্যেরও "নির্গুণ নিত্যপুরুষ জ্ঞ" এবং সগুণ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যে অনিত্য ব্যক্ত ২৩টী তত্ত্ব সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী বা অগ্নিরূপ তিনজ্যোতি সান্ত ও অনন্ত স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ "দেহত্রয়" বিরাট হিরণ্যগর্ভও কারণ তাহাদিগকে "চিনিতে" পারিলে আত্মার নিত্যধামে যাওয়া হইবেক। ১২১ পৃ।

হে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ! আপনি কৃপা করিয়া শান্ত হউন ও নিজগুণে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জগৎকে শান্তি দিন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ
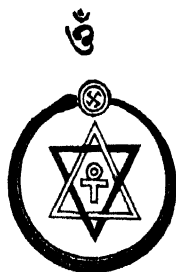
# পাতঞ্জলদর্শন।

সাংখ্যদর্শনে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" প্রভৃতি সূত্র থাকায় এবং সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন না করায় সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের মধ্যে নিরীশ্বরবাদ এবং পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বরবাদ। কিন্তু আমরা সাংখ্যকারিকায় ও তাহার ভাষ্য হইতেই দেখাইয়াছি যে 'জ্ঞ' শব্দের পরিবর্ত্তে পুরুষ, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি সকল শব্দগুলিই ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৩ শ্লোকের ভাষ্যে পিণ্ডাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড "ঘটোহয়ং পটোঽয়ং' এই দুইটী শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করনান্তর সাত্বিক বুদ্ধির অন্তর্গত ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যকে বলিয়াছেন। এবং ধর্ম্মের অন্তর্গত নিয়মের কথায় জৈমিনী ও পাতঞ্জল দর্শনোক্ত "স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান" গৌড়পাদ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূলেতে ঐশ্বর্য্য শব্দ থাকায় বুদ্ধির অন্তর্গত ঈশ্বরের ভাব ইহা কপিলদেব স্পষ্টই বলিয়া যাইতেছেন। তাহাহইলে প্রকৃতি বা 'সগুণ ব্রহ্মের' পরিণাম যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব তাহারই অন্তর্গত অহংকার বা ঈশ্বরভাব ও জীবভাব ইহাই বুঝিতে হইবে। পরিণাম বা ক্রমবিকাশ যে 'যুগপৎ ও আরম্ভ' অর্থাৎ বুদ্ধি অহংকার মন ও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য বা বহিঃসৃষ্টি যে এককালীন

হইয়া থাকে, অথচ ইহার ক্রম আছে তাহা ৩০ শ্লোকে "যুগপৎ চতুষ্টয়স্যতু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ" এবং 'দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে' ইত্যাদির দ্বারা ঈঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন এবং প্রকৃতিকৃত স্বর্গই যে ঈশ্বর সৃষ্টি তাহা ৫৬শ্লোকে স্পষ্টরূপে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনেও আমরা দেখিতে পাই যে নিত্য ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াও জীবন্মুক্ত পুরুষের যে ঈশ্বরত্ব হয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে একটা ভিন্ন নাম 'দয়া অর্থাৎ (জন্য ঈশ্বর) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিয়াছেন এবং ইঁহাকেই সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা বলিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে পাতঞ্জলের পুরুষবিশেষ ঈশ্বর জন্য। সংখ্যদর্শন ৩।৫৬ ৫৭ দেখুন॥ শ্রুতিতেও এইরূপ ঈশ্বরের উপাসনা আছে তাহাও ১।৯৫ সূত্রে বলিয়াছেন। অতএব আমরা বলিতে পারি যে মাধবাচার্য্য যে মুনিগণের মতকে বিভিন্ন বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের নিরীশ্বর ভাগ ও সেশ্বর ভাগ পৃথক্ করিয়াছেন, তাহা কেবল আবরণ মাত্র। তবে আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকে যে প্রকৃত কথা বিস্মৃত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ এই যে বৈদিকপণ্ডিতাগ্রগণ্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ও বর্ণ চতুষ্টয়ের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী উদারচেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় ও ষড়দর্শনের প্রকৃত সমন্বয়ের ভিত্তি, সপ্ত পদার্থের ভাব স্পষ্ট করিতে পারেন নাই। আবরণের কি মহিমা ও তাহার কি ফল পাঠক বুঝিয়া দেখুন। নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বর সাংখ্য হইতে পৃথক্ করিবার আর একটী কারণ আছে, তাহা হইল চিত্ত নিরোধের উপায়গুলি। যাহাতে চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগ লাভ হইয়া থাকে॥ নিরীশ্বর ভাগে যেন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের জ্ঞান ও প্রকৃতিপুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান হইলেই মুক্তিহয় বলিয়াছেন, আর পাতঞ্জল দর্শন মতে সেই জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ যোগ অভ্যাস

করিতে হয়। আমরা নিরীশ্বর ভাগে দেখাইয়াছি যে গুণ ও পুরু-ষের ভেদ উপলব্ধি হইলে মোক্ষ হয়, তাহার সাধন কিরূপ এবং পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, ঈশ্বর ও সপ্তপদার্থের নাম।

এক্ষণে পাতঞ্জলদর্শন হইতে আমরা উপরোক্ত দুইটী ভাবের আংশিক আলোচনার দ্বারা দেখাইতে ইচ্ছা করি যে সংখ্য ও পাতঞ্জল উভয়টীর মধ্যেই সেই সনাতন বৈদিক সাধন নিহিত আছে। সূত্রকার বেদব্যাস ও অন্যান্য আচার্য্যেরা যে অবৈদিক বলিয়া দুই মতের নিরাস করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শন ও ব্রহ্ম সূত্রের সূত্রগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় বশতঃ পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী দর্শন অপেক্ষা ইহাদিগের প্রকৃতভাব নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সুকঠিন ইহা পাঠকগণ মনে রাখিবেন। তবে আমাদিগের ভরসা এই যে পাতঞ্জল দর্শণের একটী প্রাচীন ও প্রামাণিক সুতরাং অমূল্য ভাষ্য প্রচলিত আছে। ইহা বেদব্যাস কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। মহাভারতকেও বেদব্যাস কৃত এবং পঞ্চম বেদ বলা হয়। তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু "পুণ্ডরীকাক্ষ বা পদ্মচক্ষু শ্রীকৃষ্ণ বিনা কে মহাভারত রচণা করিতে পারে" একথাটী আমরা জৈমিনী দর্শনে পাইয়াছি। এস্থলেও ভাষ্যকার পতঞ্জলিকে অনন্ত দেবের অবতার বলিয়াছেন। ইনি যোগ দর্শন এবং বৈদিক পাণিনি ব্যাকরণের ফণিভাষ্য বা মহাভাষ্য ও অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত "চরক-গ্রন্থ" রচনা করিয়াছেন। তাহলে আমরা বলিতে পারি যে যোগদর্শন কোন বেদ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা রচিত হয় নাই অতএব অবৈদিক নহে। আমরাও মূল এবং ভাষ্যাদির ইঙ্গিতগুলি হইতেই পাতঞ্জলদর্শনের বৈদিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিব। পতঞ্জলি যে কে তাহা নির্ণয় করিবার

জন্ম ভাষ্যকারের মঙ্গলাচরণের শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধার করা গেল।

"যস্ত্যক্ত্বারূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়, প্রক্ষীণ ক্লেশরাশির্বিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী। সর্ব্ব-জ্ঞান প্রসূতিঃ ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং দেবোঽহীশঃ সবোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ॥"

অর্থাৎ যিনি আদিরূপ ত্যাগ করিয়া জগতের অনেক উপকার করিতে সমর্থ হন। অবিদ্যাদি ক্লেশ সমূহ যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ। যিনি অনেক বদন ( সহস্র বদন ) যিনি বিষম বিষধর অথচ সুভোগী সুন্দর ফণাশালী, যিনি সকল প্রকার জ্ঞান প্রসব করেন, সর্প সমূহ যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা বিরাজমান, যিনি যোগশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ও স্বয়ং যোগী, যিনি শুভ্র নির্ম্মল মূর্ত্তি ও দ্যোতন-শীল বা দীপ্তিমান সর্পাদিগের অধিপতি সেই দেব তোমাদিগকে রক্ষা করুন। পাঠক। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়সর্প দমন স্মরণ করিবেন।

শিব পক্ষে আর একটী অর্থ হইতে পারে, ভাষ্য দেখুন। বিষম বিষধর অর্থাৎ নীলকণ্ঠ অনেক বক্ত্র অর্থাৎ পঞ্চমুখ, সুভোগী অর্থাৎ সুন্দর পালন রতঃ দেবো হি ঈশঃ অর্থাৎ সেই দেবতাই ঈশ্বর বা অহীস শিব আপনাদিগের মঙ্গল করুন।

সমন্বয়ের পাঠক একণে বুঝিয়া দেখুন যে শুভ্র নির্ম্মল মূর্ত্তি ( মূর্ত্তি শব্দ থাকায় স্থূলভাব বুঝায় ) ও দীপ্তিমান্ দেবতা জ্যোতিঃমূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাইবে? ইনিই সর্পাদিগের বা Undulatory Vibrations of light এর অধিপতি বা কর্ত্তা কি না? ইনিই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান দান করেন কি না? ইঁহা

কেই বা ইহার অনন্তরূপকেই অনেক বক্ত্র বা সহস্র শীর্ষা-পুরুষ বলে কি না ? ইঁনই রশ্মিপুঞ্জ সহিত জগতের মঙ্গলামঙ্গলের কর্ত্তা কি না ? ইনিই স্বয়ংযোগী, অর্থাৎ আদিরূপের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় আমরা পাই যে দ্বাদশ গোপ-বালক পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ (যাঁহার মুখ সকলেই দেখিতে পায়) নিকুঞ্জ-বনে যাইবার কালীন বলিতেছেন যে আমাকে ডাকিলেই শুনিতে পাইব। অর্থাৎ আমি Selfconscious এবং Superconscious. তাহা হইলে ইঁহার আদিরূপ কি ? না জ্যোতিঃ। ইঁহার অনন্তরূপ অথবা তন্মাত্র রূপ হইতেছে Ether, যাহাকে বেদে "প্রথমানি ধর্ম্মানি" জগৎরূপধারকানি বলে। ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে আদিরূপকে সর্প কলেবর বলিয়াছেন। ইহাও অসঙ্গত নহে, কারণ Etherএর Vibrations জন্যই Vibrations of light জন্মায়।

শাস্ত্রাদিতে অনন্তদেবকে সর্পাকৃতি করা হয়। এই সর্পের লাঙ্গুলনী মুখের ভিতরে দেওয়া হয়, তাহাতে অনন্ত বুঝাইবে, এবং মুখ ও লাঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে সৌর ব্রহ্মাণ্ডাদি নির্গত হইতেছে। এই সর্পাকৃতি অনন্তদেবের মধ্যস্থানে ঊর্দ্ধ মস্তক পুরুষের ত্রিকোণ, নিম্নমস্তক প্রকৃতির ত্রিকোণ এই উভয় ত্রিকোণে বিজড়িত করিয়া দেওয়া হয়, যাহা হইতে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডাদি বা পিণ্ডাণ্ডাদির উদ্ভব। তন্ত্রাদিতে ষট্‌কোনচক্র এবং Bibleএ Solomon's seal বলা হয়। উপরে দেখুন ; এই জ্যোতিঃস্বরূপ অনন্তদেবের বা সাক্ষ সূর্য্য-নারায়ণের আদিরূপে অবিদ্যাদি ক্ষীণ হইয়াছে। অর্থাৎ ইঁহার আদিরূপে প্রকৃতির সংযোগ সত্ত্বেও সৃষ্টিকার্য্য হয় না, সুতরাং মায়া বা অবিদ্যা ক্ষীণভাবে থাকে, আমরা দেখাইয়াছি।

শিব পক্ষে যে অর্থ হয় তাহাতে ঈশ্বর শব্দ ও শিব শব্দ এক পর্য্যায়ের হওয়ায় সূর্য্য নারায়ণের নামমাত্র বলিয়া সমন্বয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রমাণ করা হইয়াছে। ন্যায় ও সাংখ্যাদির ভাষ্যের প্রারম্ভে বা মঙ্গলাচরণে আমরা যেরূপ ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম এস্থলেও সেইরূপ পাওয়া গেল। সূত্রাদিতে ও ভাষ্যে এরূপ স্পষ্ট আভাস কম আছে। সুতরাং সত্য নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা কিছু কম হইবেক তথাপি আমরা যথাবুদ্ধি কতকগুলি সূত্রার্থদ্বারা সত্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। গ্রন্থকার দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। যোগ বলিতে আধুনিক শাস্ত্রাদিতে কর্ম্মযোগ বা রাজযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ তিনটীকেই বুঝায়। ভগবদ্গীতায় যোগ, সাংখ্য ও ভক্তি এই তিনকেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এ তিনকেই বলা হইয়াছে। অন্যত্র ২ হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, রাজযোগ, শিবরাজযোগ, রাজাধিরাজযোগ, ইত্যাদি শব্দদ্বারা উপরোক্ত তিনটী যোগেরই অন্তর্গত করা হইয়াছে। বেদাদিতে ইহাদের পার্থক্য প্রকাশ্যভাবে আছে। কিন্তু বিবেক বা বৈরাগ্যের উদয়েই এ তিনেরই ক্রমে ক্রমে অভ্যুদয় হইয়াছে।

কর্ম্ম বা সাধন বলিলে বৈদিক যাগাদি ও কূপ খননাদি ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ পরোপকারাদি এবং যোড়শোপচারে পূজা সকলগুলিই বুঝায়। বিবেকের উদয়েই পরমাত্মাকে বা অন্যরূপ ইষ্টদেবতাকে বা শক্তিকে পাইবার জন্য যে ইচ্ছা তাহাকেই প্রীতি বা ভক্তি বলে। বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিচার বা অনুসন্ধান আইসে তাহাই জ্ঞান। একমাত্র পরমাত্মাকে প্রাপ্তি ভিন্ন অন্যরূপ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া পূর্ণভাবে যজ্ঞাদি করিলেই সমাধিসিদ্ধি হয়।

দর্শনশাস্ত্রাদিতে মুক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখাইবার ভান করিয়াও একরূপ উপাসনার কথাই আছে। পাতঞ্জল দর্শনের যোগও পূর্ণভাবে বৈদিক উপাসনা। ইহাই আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দর্শন শাস্ত্রাদিতে মন বুদ্ধি ও চেতনার "সংজ্ঞা" লইয়া বড়ই গোলযোগ করিয়াছেন, বেদান্তে অন্তঃকরণকে চারিভাগ করিয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার বলা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রে মন বলা হইযাছে। সাংখ্যে মহৎতত্ব বা বুদ্ধি, মন ও অহংকার বলা হইয়াছে। পাতঞ্জলে কেবল চিত্ত শব্দই অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্যাখ্যায় পাই "চিত্তস্য অন্তঃকরণ সামান্যস্য" এই চিত্তকে ভাষ্যকার প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপ তিনগুণ বলিয়াছেন, এই তিনগুণ হইতে অর্থাৎ তাহাদের মিশ্রণের তারতম্যে অনিমাদি ঐশ্বর্য্য ; বিষয় স্থূলসূক্ষ্মশব্দস্পর্শাদি ; ধর্ম্মাদি অধর্ম্মাদি সকলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ত্রিগুণাত্মক চিত্তই রজোলেশ রূপ মল হইতে বিলুপ্ত হইয়া চিত্তস্বরূপে বা সত্ত্বস্ব রূপে অবস্থান করিয়া থাকে তখন সত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞান হয়, এই অবস্থায় ধর্ম্মমেঘ সমাধি (প্রকৃষ্ট শুক্ল ধর্ম্মকে যে প্রসব করে) হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিবেকখ্যাতির পরাকাষ্ঠা। এই চিত্ত সত্বগুণের পরিণাম। সেই সত্বগুণ হইতেছে চিৎশক্তির। যাহা অপরিণামিনী অপ্রতিসংক্রমা, দর্শিতবিষয়া, শুদ্ধা, ও অনন্তা এবং সত্বগুণাত্মিকা। দর্শিতবিষয়া কথাটী পুরুষের পক্ষেই প্রয়োগ হইতে পারে যাঁহাকে বিষয়াদি বা পরিণামাদি দেখান হইয়াছে। নির্গুণ পুরুষের অব্যক্ত প্রকৃতিই আপন রূপ বা পরিণামাদি আপনাকে বা সগুণ পুরুষকে দেখাইয়া সৃষ্টি হইতে নিবর্ত্তিত হন এবং ইহাদের সংযোগ থাকিলেও সৃষ্টি (প্রলয়কালে) হয় না।

সুতরাং চিতিশক্তি বা চিচ্ছক্তি বা পুরুষেরই অব্যক্ত প্রকৃতি বা সগুণ ব্রহ্ম যেন দর্শিতবিষয়া হইলেন। ত্রিগুণের মিলনে এই চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই পাঁচটী অবস্থা হয়। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগভূমি। একাগ্র অবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি হয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি হয়। একটীতে কোন না কোনরূপ ধ্যেয় বস্তুর বৃত্তি থাকে অপরটিতে কোন বৃত্তি থাকে না।

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং ॥ ৩॥

সমাধি হইল সমতাবস্থা—জীবাত্মা পরমাত্মনো। ব্রহ্মণোব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থাকে সমাধি বলে, জীবাত্মার ব্রহ্মে যে স্থিতি তাহাই সমাধি। চিত্তবৃত্তির সদা জ্ঞাতৃত্ব শক্তি বিদ্যমান আছে। সূর্য্যাংশুর মধ্যে যেমন তম নাই প্রকাশ ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ চিত্তবৃত্তি সূর্য্যাংশু স্থানীয় তাহাতে (জ্যোতি স্বরূপে) সদা জ্ঞান জ্যোতিঃ বিদ্যমান। সেইজন্য পঞ্চশিখ সূত্রে আছে "একমেব দর্শনম্। "খ্যাতিরেব দর্শনম্।" অর্থাৎ ব্যুত্থানকালে চিত্ত ও পুরুষ উভয়ের একরূপ দর্শন ও জ্ঞানপ্রকাশ হইয়া থাকে।

সর্ব্ববৃত্তির নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় পুরুষের চিতিশক্তির স্বরূপে বা নির্বিষয় চৈতন্যমাত্রে সাধকের স্থিতি হয়।

"বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।" ৪॥ দর্শিতবিষয় হেতু জাগ্রতাদি অন্যরূপ অবস্থায় সুখদুঃখ মূঢ়রূপ প্রমাণাদি বৃত্তির সারূপ্য হয় বা চিত্ত ও পুরুষের একরূপ বৃত্তি হয়। অর্থাৎ বৃত্তি বিশিষ্ট চিত্তের ছায়া স্বচ্ছপুরুষে বা আত্মাতে প্রতিফলিত হয়। সেই বৃত্তিসকল "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা

ক্লিষ্টাঃ।" ৫। অর্থাৎ বৃত্তিসকল পাঁচপ্রকার ইহাদিগকেই প্রকারান্তরে দুইভাগে বিভক্তকরা হয়। যথা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। ক্লিষ্টবৃত্তিকে প্রবৃত্তিমার্গ ও অক্লিষ্টবৃত্তি হইতেছে বিদ্যাদি। যাহা হইতে সাধকের চিত্ত ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা খ্যাতি হয়। ক্লিষ্ট বৃত্তিকে প্রবৃত্তিমার্গ ও অক্লিষ্টবৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গ বলা হয়। এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি হইতেছে। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, ও স্মৃতি॥ সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত-বা আগম। জৈমিনিতে প্রমাণ ষড়বিধ। বৈশেষিক মতে দুই প্রকার। ইহাদিগের ভাগবিভাগ ও নানারূপ। তবে সকল প্রমাণই এই ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্গত। কিন্তু ইহারা কেহই প্রমাণকে মনের বা মনবুদ্ধির বৃত্তির মধ্যে ধরেন নাই। পাতঞ্জলে ধরা হইয়াছে। ইহাও অসঙ্গত নহে, কারণ প্রমাণদ্বারা যে প্রমেয় সিদ্ধ হয় তাহা কিরূপ? না অন্তঃকরণেরই ক্রিয়াদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রমেয় পঞ্চবিষয়াদি বা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব গ্রহণ করা। তখন বিষয়াকারে পরিণত চিত্তকেই বৃত্তি বলা হয়। ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বিষয়াদির সংযোগে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুমান হইতেছে লক্ষণাদির দ্বারা অনুসন্ধান বা বিচার করা, যেরূপ ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা। বহ্নি দেখা হয় নাই। সুতরাং পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদিকে অপেক্ষা না করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অনুমান করা। আগম বা শ্রুতি হইতেছে আপ্তপুরুষের বাক্য; নিশ্চয় জ্ঞান বা স্থির জ্ঞান। সার কথা এই যে পঞ্চ বিষয় সম্বন্ধে যে সত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাই প্রমাণ। বিপর্য্যয় হইল মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ সত্যকে না জানিয়া যে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা। বিকল্প হইতেছে বস্তুশূন্য শব্দজ্ঞানানুপাতী যে জ্ঞান।

সংশয় বৃত্তি। নিদ্রা হইতেছে প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের অভাব। কেবল অহংভাব মাত্র থাকে। স্মৃতি হইতেছে অনুভূত বিষয়ের ধারণা বা স্মরণ। অর্থাৎ যে পঞ্চবিষয়াদি পূর্ব্বে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া। বেদান্তে যে অন্তঃকরণের চারি ভাগ করা হয়, সে সকল গুলিই ইহাদিগের মধ্যে আছে। "মনোবুদ্ধি অহংকার চিত্তমিন্দ্রিয় মান্তরং। সংশয়ো নিশ্চয়োগর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" অন্তরিন্দ্রিয় বা,মন,বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। সংশয়, নিশ্চয়, স্মৃতি এবং গর্ব্ব এই সকল ইহাদের বৃত্তি সংকল্প ও বিকল্প, অর্থাৎ সংশয়। বুদ্ধির কার্য্য হইতেছে স্থির করা বা নিশ্চয় জ্ঞান। মনের বৃত্তি সংশয়, চিত্তের বৃত্তি স্মরণ, অনুসন্ধানকরা। অহঙ্কার হইল অহং ভাব। জাগ্রতাবস্থায় ইহা স্থির বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত বিশেষরূপে থাকে, মনেতে বীজভাবে বা অবিশেষ ভাবে থাকে।

তর্ক সংগ্রহে মনকে, ( পাতঞ্জলের চিত্তকে) সুখদুঃখাদি উপলব্ধি সাধন ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। আর সর্ব্বব্যবহারহেতু বুদ্ধির্জ্ঞানং বলিয়া, "সা দ্বিবিধাস্মৃতিরনুভবশ্চ" আবার অনুভবকে যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ, আবার অনুভব চতুর্ব্বিধ এইরূপে বহুভাগ বিভাগ আছে। তর্কসংগ্রহ দ্রষ্টব্য। সুতরাং একই বস্তু অন্তঃকরণ বা চিত্ত বা মন বৃত্তিভেদে বহুভাগ বিভাগ করা হইয়াছে. আমরা পূর্ব্বেই ৪৭পৃষ্ঠায় বলিয়াছি যে মন বুদ্ধির বৃত্তি বহু সংখ্যক। কখনও ঊর্দ্ধগতি কখনও অধোগতি, সুখ ও দুঃখ বলিয়া দুই ভাগ, ত্রিগুণ বলিয়া তিন ভাগ. ধর্ম্মাদিরূপ চারিভাগ, অবিদ্যাদিরূপ পঞ্চভাগ, অণিমাদিরূপ ৮ ভাগ. অবিদ্যাদির বিপরীত বিদ্যা সহিত ১০ ভাগ, ইত্যাদিরূপে বহুভাগ করা হইয়াছে। এক্ষণে দর্শনকার যে ৫ম

সূত্রে বৃত্তিসমূহকে পঞ্চ প্রকারক বলিয়াছেন, তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে যে পঞ্চ বিষয়াকারে পরিণত চিত্তের বৃত্তি। এই পঞ্চ বিষয় হইতেছে পঞ্চ স্থূলসূক্ষ্ম কারনভূত। পঞ্চতত্ত্ব হইল, তাহাদের ক্রিয়ারূপ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও তাহাদের গুণরূপ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, পঞ্চতন্মাত্র। ইহারা কর্ম্মাশয় প্রচয়ে (উৎপত্তি) ক্ষেত্রীভূতা হইলে ক্লিষ্টা বা ক্লেশহেতু হয় (অর্থাৎ সাংসারিক চিত্তবৃত্তি) এবং ত্রিগুণের বিরোধী হইলে অক্লিষ্ট বা সুখদায়ক হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিমুখী হইলে Field of Vibrations এ পতিত হইলে দুঃখদায়ক হয় এবং Vibrations পবিত্র বা শান্ত হইলে সুখদায়ক হয়। অক্লিষ্ট সংস্কার দ্বারা ক্লিষ্টসংস্কার বিনষ্ট হয়। এই সকল বৃত্তি নিরোধের সাধারণতঃ অষ্ট প্রকার উপায় বলিয়াছেন। ১।

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাম্নিরোধঃ ১২ ॥ উভয়বাহিনী—চিত্তের বৃত্তি সকল অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ বা ঊর্দ্ধস্রোতঃ এবং অধঃস্রোতঃ। বিষয় বৈরাগ্যদ্বারা প্রবৃত্তি বা বহির্মুখ, প্রতিরুদ্ধ হয়। এবং অভ্যাস দ্বারা নিবৃত্তিমার্গ বা অন্তর্মুখ এবং পরিষ্কার হয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধ উভয়ের যোগে হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংযত করা যায়। মনঃ সংযত হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন দ্বারা যোগপ্রাপ্তি হয়। পরে বলিতেছেন—

তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। ১৩। অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে রাজস ও তামস বৃত্তিরহিত চিত্তের সাত্ত্বিক প্রবাহে স্থিতি তাহাই অভ্যাস। এই অভ্যাসকে সাধক তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যা বা জ্ঞান ও শ্রদ্ধার সহিত সম্যক প্রকারে সম্পাদন করিলে দৃঢ়ভূমি হয়। অর্থাৎ কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সহিত এই সাত্ত্বিক প্রবাহের বা প্রকাশ

রূপের উপাসনা করিলে ঐ ভাব স্থায়ী হইবে। ১৪। বৈরাগ্য বলিতেছেন যে প্রত্যক্ষ বিষয়াদি ও বেদোক্ত বিষয়াদিতে অননুরক্ত থাকার নাম বৈরাগ্য। অর্থাৎ স্বর্গাদি বা প্রকৃতিলয় রূপ মুক্তিতে আশক্তি না থাকা। ১৬।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্। এইরূপ গুণবিতৃষ্ণা হইলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবলা যায়। তাহা হইতে পুরুষখ্যাতি বা আত্মসাক্ষাৎকার হয় বা পরমপুরুষার্থ হয়। ১৬। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য হইতে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় তাহা হইতে সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত এই চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। পরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপায় ও স্বভাব বলিতেছেন।

"সংস্কারশেষোহন্যঃ বিরাম প্রত্যয়াভ্যাস পূর্ব্বঃ"। ১৮। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির বৈরাগ্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাসপূর্ব্বক সংস্কার শেষ হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এতাবৎ যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যের পক্ষে। এক্ষণে দেবতাদিগের সম্বন্ধে ও প্রকৃতিলীন দিগের কিরূপ সমাধি হয় তাহা বলিতেছেন।

"ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং। ॥১৯॥ ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ সংসারমূলক-প্রত্যয়। বিদেহ অর্থাৎ স্থূল দেহবিহীন, অর্থাৎ দেবতাগণ ও প্রকৃতি লীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে যেটা আত্মা নয় তাহাকে ( ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতিকে ) আত্মা বলিয়া উপাসনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু ইহা অজ্ঞানমূলক; পুনরাবর্ত্তন যাবৎ না হয় তাবৎকাল যেন কৈবল্য পদ ভোগ করেন, কিন্তু বাস্তবিক মুক্তি নহে। আর

"শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপূর্ব্বক ইতরেষাং। ২০। অর্থাৎ বিদেহ

লয় ও প্রকৃতিলয় ব্যতিরিক্ত জীবগণের যাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদের শ্রদ্ধাদি উপায়জন্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা বলিতেছেন চিত্তের সম্প্রসাদ। যোগিদিগের পক্ষে জননীর ন্যায় কল্যাণী এই শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য বা তেজঃ উৎপন্ন হয়। সেই বীর্য্যের স্মৃতি ও স্থিতি হহতে সমাধি বশতঃ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, যাহাদ্বারা বস্তুকে ( বা ঈশ্বরকে ) জানিতে পারে। পরে সেই বিষয় যোগীদিগের এইরূপ সমাধি লাভের নয় প্রকার উপায় বলিতেছেন। তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—মৃদুপায়, মধ্যোপায়, অধিমাত্রোপায়। এই তিনকেই আবার তিন তিন করিয়া নয় প্রকার করা হইয়াছে। মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ, তীব্রসংবেগ। এই তিনের মধ্যে তীব্রসংবেগ হইতে আসন্ন সমাধিলাভ হয় ও "সমাধিফল" হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত তীব্রসংবেগের মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র প্রভেদে সমাধিলাভের ও বিশেষ হইয়া থাকে। অভ্যাস এবং ত্রিগুণময় পঞ্চভূতের বৈরাগ্যাদির দ্বারা যেরূপ প্রকার সমাধি লাভ হইতে পারে তাহার সবিশেষ উপরোক্ত সূত্রগুলিতে বলিয়া ইদানীং দ্বিতীয় উপায় বলিতেছেন।

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা ।২৩॥ অর্থাৎ বক্ষ্যমাণস্বরূপ 'পুরুষবিশেষ' ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সমাধি ও ফললাভ হয়।

প্রনিধানাৎ অর্থ ভক্তিবিশেষাৎ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভাষ্যেও বিশেষ অবধারণাৎ কথা আছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রণালীকয়াচিত্তস্য বাহ্যবস্তুপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্য বিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষ অবধারণ প্রধানা বৃত্তি প্রত্যক্ষম্। দর্শনশাস্ত্রের ভূমিকায় দেখুন। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের পর ভক্তি যোগ।

ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ ২৪।

অর্থাৎ যাঁহার অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মনাই, জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ কর্ম্ম বিপাক নাই। এবং এই গুণ সকলের আশয় বা বাসনা নাই বা সংস্কার নাই, এমন যে কোন বিশেষ· পুরুষ তিনিই ঈশ্বর।

পুরুষ মাত্রে ক্লেশাদির যথার্থ সম্বন্ধ নিগুর্ণভাবে না থাকিলেও আরোপিত আছে। ঈশ্বরে আরোপ ভাবেও ক্লেশাদির সম্বন্ধ নাই। সময় বিশেষের নিমিত্তও নহে, চিরকালই নাই। যদিচ মুক্ত পুরুষেতে ঐ সকল ক্লেশাদির সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাহারা অনাদি কাল হইতে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই উপাধির অর্থাৎ প্রকৃষ্ট চিত্তের ধর্ম্ম; ঈশ্বর উপাধির বশীভূত নহেন, উপাধিই উহার বশীভূত; সাধারণ জীব উপাধিরই বশীভূত হইয়া থাকে। এইটুকু জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ (পঞ্চদশীতেও জীব, ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ ভেদআছে) ইনি সদা মুক্ত। ইনি হইতেছেন প্রকৃষ্ট সত্ত্বোপাদান বিশিষ্ট। ব্রহ্ম নহেন।

ঈশ্বরে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ আছে। ২৫ (স এষঃ)।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ২৬॥ তিনি পূর্ব্বোৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও গুরু। তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। কিন্তু ব্রহ্মাদি গুরুরাও জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকার কারণ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ভাষ্যে আছে "পূর্ব্বেহিগুরবঃকালেন অবচ্ছিদ্যন্তে" কিন্তু তিনি ব্রহ্মাদিরও গুরু শ্রুতিতে আছে, 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ।' অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। ২৭। প্রণবঃ প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তে

অনেন ইতি প্রণবঃ ওঁকারঃ তস্য ঈশ্বরস্য বাচকঃ বোধকঃ অভিধা-(শব্দশক্তি বা বিধিব্যাপারীভূতপদার্থ জৈমিনীয় স্বাধ্যায়)-বৃত্ত্যা তৎ প্রতিপাদকঃ। বাচ্যঃ ঈশ্বরঃ প্রণবস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্যবাচকত্বম্ অথ প্রদীপ প্রকাশবদবস্থিতিমিতি। স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতস্ত ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা অবস্থিত পিতাপুত্রয়ো সম্বন্ধঃ সঙ্কেতে নৈবিদ্যোততে অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্রঃ ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্য বাচক শক্ত্যপেক্ষ স্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তি নিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থ সম্বন্ধঃ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে।

অকার, উকার, মকার ও নাদবিন্দু এই সার্দ্ধত্রিমাত্রাত্মক ওঁকারের বাচ্য ঈশ্বর। এই বাচ্য বাচকতারূপ সম্বন্ধ, কি সঙ্কেত (এই শব্দ দ্বারা এই অর্থ বোধ হউক এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা) দ্বারা উৎপন্ন হয়, না প্রদীপ প্রকাশের ন্যায় স্বতঃই অবস্থিত থাকে? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা যাইতেছে, পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্বতঃ-সিদ্ধ, সঙ্কেত দ্বারা উহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র, যেমন পিতা ও পুত্র সম্বন্ধ বর্ত্তমানই থাকিয়া "এই ব্যক্তি ইহার পিতা" "এ উহার পুত্র", এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র, অন্যান্য (সূর্য্যাদি) সৃষ্টিতেও এইরূপ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা অর্থের বোধ চিরকাল হইয়া থাকে, সঙ্কেত দ্বারা তাহাই প্রকাশিত হয়। শব্দ জন্য অর্থের জ্ঞান নিয়তই হইয়া থাকে বলিয়া এই উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য ইহা শ্রুতিকারগণ স্বীকার করিয়াছেন। বেদমতে অ=বিরাট; উ= হিরণ্যগর্ভ, ম=কারণ বা প্রাজ্ঞ সমষ্টিভাবে। ব্যষ্টিতে সূর্য্য, চন্দ্র; অগ্নি তিন জ্যোতির কর্ত্তা। জৈমিনী মতে শব্দ নিত্য এবং স্তুতি উপা-সনার বিধি অগ্নিষ্টোম ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ। অর্থাৎ ঘট (পিণ্ডাণ্ড)ও

পট ( ব্রহ্মাণ্ড ) যেরূপ ঈশ্বর কর্তৃক সংকেত বা সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেই-রূপ। ভাষ্যকার পর সূত্রের প্রারম্ভে বলিয়াছেন ( বিজ্ঞাত বাচ্য বাচকত্বস্য যোগিনঃ )।

তজ্জপস্তদর্থভাবনং।২৮। অর্থাৎ যোগীরা ঈশ্বর ও প্রণবের বাচ্য বাচকতারূপ সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া বাচক প্রণবের ( ওঁকারের ) জপ ও বাচ্য পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। তাহাতে একাগ্রতা লাভ হয়। ভাষ্যে পাঠ, স্বাধ্যায়াৎ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ। স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে। অর্থাৎ বেদপাঠ ও প্রণবের উচ্চারণ দ্বারা যোগের অনুষ্ঠান ও যোগের অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার বেদার্থের মনন করিবে। এইরূপে স্বাধ্যায় ও যোগ সম্পত্তিতয়া পরমাত্মা অর্থাৎ অনন্তদেব প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মন্ত্রচেতনা অথবা জ্ঞানের চেতনা ইহাও দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়া-ভাবশ্চ।২৯। প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ চিন্তন দ্বারা জীবাত্মা সাক্ষাৎ-কার ও তার সঙ্গে অন্তরায়াভাব ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যবিরতি ভ্রান্তিদর্শণালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ। ৩০ এই নয়টী অন্তরায় তিরোহিত হয়, অর্থাৎ শারীরিক ব্যাধি, ধাতু ( বায়ু পিত্ত কফ ) রস ( আহারের পরিণাম ) ও করণের ( ইন্দ্রি-য়ের ) বৈষম্যভাব। স্ত্যান শব্দে চিত্তের কর্ম্মকারিতা শক্তির অভাব। সংশয়, প্রমাদ, আলস্য ( চিত্তের ও শরীরের ) ইত্যাদি সকল তিরোহিত হয়। পরের ২ সূত্রে বলিতেছেন, যে ত্রিবিধ দুঃখ, চিত্তের ক্ষোভ, শরীরের কম্পন ও শ্বাস প্রশ্বাস এইগুলি বিক্ষিপ্ত চিত্তের হইয়া থাকে। তাহা সমাহিত চিত্তের হয় না। এইগুলি নিবৃত্তির জন্য একতত্ব ( মৈত্রী করুণা ইত্যাদি গুলিন )

অভ্যাস করিবে অর্থাৎ ঈশ্বরে বা যে যে বিষয়ে আবশ্যক সেই সেই বিষয়ে চিত্তের পুনঃ ২ নিবেশন করিবে। পরের সূত্রে বলিতেছেন সুখীগণের প্রতি প্রেম, দুঃখিতে দয়া, ধার্ম্মিকে হর্ষ ও পাপীগণের প্রতি ঔদাসীন্য করিলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়। এক্ষণে চিত্ত বৃত্তিং নিরোধের তৃতীয় বিকল্প করিতেছেন। সমাধিলাভ বা সমাধি ফল লাভ হয় তাহা বলিতেছেন না।

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য। ৩৪ ॥

প্রাণস্য ( অধ্যাত্মিকবায়োঃ ) প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং ( নাসা-পুটেন ) বহির্নিসারণেন ধারণেন চ বা ( অপি ) মনসস্থৈর্য্যং সম্পা-দয়েৎ ইতি। অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের দ্বারা আধ্যাত্মিক বায়ু নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবে। ভাষ্যে পাই— কৌষ্ঠস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাৎ বমনং প্রচ্ছর্দ্দনং বা ধারণং প্রাণায়ামঃ তাভ্যাং বা মনসস্থিতিং সম্পাদয়েৎ। কোষ্ঠ শব্দের অর্থ গৃহমধ্য, বৈদ্যক মতে— আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্বাশয় মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদ্‌বুক্ক, ফুসফুস, এই সকলকে কোষ্ঠ বলে, এই সকল স্থানের বায়ু কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার দ্বারা বমন করা বা বহির্গত করা আর তাহার ধারণকে প্রাণায়াম বা প্রাণের সংযম বলে। ইহার দ্বারা মনের ( চিত্তের ) স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়। চতুর্থ বিকল্প পরের সূত্রটীতে ইন্দ্রিয়াদিকে সংযম করার কথা বলিতেছেন।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসস্থিতিনিবন্ধনী। ৩৫ ॥

তত্তৎ ইন্দ্রিয় স্থানে ধারণা করিলে অলৌকিক গন্ধাদির সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ হইলে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় সুতরাং চিত্তও স্থির হয়। এরূপ যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ নাসিকাগ্রে ধারণা করিলে দিব্যগন্ধ,

জিহ্বাগ্রে ধারণা করিলে দিব্যরস সংবিৎ, তালুতে রূপসংবিং, জিহ্বা মধ্যে স্পর্শ সংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দ সংবিৎ। পরে ভাষ্যে আছে, এতেন চন্দ্রাদিত্য গ্রহমণি প্রদীপ রত্নাদিযু প্রবৃত্তিরুৎপন্না বিষয় বত্যেব বেদিতব্যা। অর্থাৎ এই সকলের দ্বারা ও ( চক্ষুদ্বারা ) চন্দ্র, সূর্য্য, প্রদীপ, গ্রহ মণি, রত্নাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে ধারণ করিলে যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাকেও বিষয়বতী প্রবৃত্তি জানিবে। পরে বলিতেছেন যে যদিও শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্যোপদেশ হইতে এ সকল পদার্থ পরোক্ষভাবে জানা যায়, তত্রাপি ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ সঙ্গ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দৃঢ় জ্ঞান জন্মে। অব্যবস্থিত চিত্তবৃত্তি সমুদায় মধ্যে ও তত্তৎ গন্ধাদির সাক্ষাৎকার হইলে তত্তৎবিষয়ে বশীকার সংজ্ঞা অর্থাৎ দৃঢ় বৈরাগ্য জন্মিলে পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ হইলে যোগীর শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি ও সমাধির কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না। এই সূত্রের পরেই সূত্রের শেষ অংশটি "প্রবৃত্তিরুৎপন্না" ইত্যাদি অধিকার করিয়া স্বত্বপ্রধান পরং জ্যোতিরূপকে বলিলেন।

"বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী। ৩৬॥

সূত্রটী বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রকাশশীল চিত্ত সত্ত্ববিষয়ে ধারণা করিলে শোকরহিতও জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় উহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয় এইটী হইল পঞ্চম বিকল্প। ভাষ্যে আছে হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ, বুদ্ধিসত্ত্বংহি-ভাস্বরঃ প্রকাশময় আকাশকল্পং তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্য্যেন্দু গ্রহমণি প্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে। ষষ্ঠ বিকল্প হইতেছে, বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং। ৩৭। যাঁহারা বিষয়াভিলাষ শূন্য হইয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত 'স্থিরং ভবতি' বা 'স্থিতিপদং লভতে'। সপ্তম

বিকল্প হইতেছে, স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ৩৮। স্বপ্ন জ্ঞান ও নিদ্রা-জ্ঞানকে আলম্বন বা বিষয় করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়। নিদ্রা বা সুষুপ্তি দুই প্রকার অর্দ্ধ ও সমগ্র। এস্থলে অর্দ্ধ নিদ্রা বুঝিতে হইবে। অষ্টম বিকল্প হইতেছে যথাভিমত ধ্যানাৎ বা ।৩৯। অভিষ্ট যে কোন বিষয় ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। ইহার পরের সূত্রটী হইতেছে। পরমাণু পরম মহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ। ৪০। অস্য প্রাগুক্ত শ্রদ্ধাদ্যুপায় পরিশোধিত চেতসো যোগিনঃ) পরমাণু পরম মহত্ত্বান্তঃ (আপরমাণু আচ পরমমহৎ) বশীকারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) উপজায়তে পরমাণোঃ পরম মহৎ পর্য্যন্তং যং কমপি বিষয়ীকর্ত্তুমর্হতি ইতি ফলিতঃ অর্থঃ) অর্থাৎ ১৩ সূত্রের যত্ন বা শ্রদ্ধা এবং পূর্ব্বোক্ত ২০ সূত্রে শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি ও অষ্টাঙ্গাদি যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ যোগীগণের সূক্ষ্ম বিষয় পরমাণু পর্য্যন্তও স্থূলবিষয়ে পরম মহৎ পুরুষাদি পর্য্যন্ত স্বেচ্ছানুসারে সমাধি করিতে পারে। ইহার পরে যে কয়েকটী সূত্র আছে তাহাতে সমাধির ভেদাভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম না। ভাষ্য বলিয়াছেন যে প্রথম পাদে সমাহিত চিত্ত যোগীর যোগের কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে সাধন পাদে ব্যুত্থিত চিত্তেরও যোগ কিরূপে হয় তাহা বলা হইতেছে।

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরঃ প্রণিধানানি ক্রিয়া যোগঃ।১। সমাধিপাদে কেবল যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়া এক্ষণে ক্রিয়াযোগ বলিতেছেন। অর্থাৎ ব্যুত্থিত বা জাগরিত অবস্থায় যে সকল ক্রিয়া করিলে সমাহিত চিত্ত বা সমাধিস্থ হওয়া যায় তাহাই বলিতেছেন। চিত্তবৃত্তিনিরোধের অন্যান্য উপায় থাকিলেও তাহা হইতে

সমাধি ফল বা মুক্তিলাভ হয় না ইহাই দর্শনকারের উদ্দেশ্য। সাধন পাদকে সমাধিপাদের পূর্ব্বে দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রাদির প্রথানুসারে ঈশ্বরকে ও চিত্তকে কেবলমাত্র নিরাকার কারণভাবে স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। বেদব্যাস কৃত অমূল্য ভাষ্য চলিত থাকা সত্ত্বেও অধুনাকালের কৃতবিদ্য সভ্য জগৎ ইঙ্গিতগুলি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ জানিলেও প্রকৃত ভাব গোপন করেন। আমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান যে অল্প তাহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এক্ষণেও বলিতেছি। তথাপি যথাজ্ঞান ও যথা প্রেরণা সাধক সম্প্রদায়দিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এ সকল লিপিবদ্ধ করা গেল। দোষগুলি আমার নিজের অন্য কাহারও নহে। সাংখ্য কারিকায় জ্ঞ বা পুরুষ কাহাকে বলে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাউক। কারিকার ৬১ শ্লোকের পুরুষস্য শব্দের পরিবর্ত্তে গৌড়পাদাচার্য্য ঈশ্বরকে. নির্গুণ বলিয়া সগুণ প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক হইয়াছে বলিয়াছেন. কিন্তু ঐ আচার্য্য মহাশয় ২৩ শ্লোকে যাহাতে "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং" আছে. তাহার ভাষ্যে ধর্ম্মের অন্তর্গত যম নিয়মাদি বলিয়া সমস্ত নিয়ম পাতঞ্জলে অভিহিত হইয়াছে বলিয়াছেন। আর মূলে বুদ্ধিতত্ত্বেরই ভাব ঐশ্বর্য্য ইহাও আমরা পাইতেছি, ঐশ্বর্য্য, ঈশিত্ব প্রভৃতি ঈশান বা ঈশ্বরকেই (কহে) বুঝায় এবং তাহাতে এই সকল আছে তাহাও আমরা পাতঞ্জলের ভাষ্যে পাইয়াছি। সুতরাং পুরুষ বা ঈশ্বর সাংখ্য শাস্ত্রের মতে নির্গুণ ও সগুণ। আধুনিক শাস্ত্রাদিতেও

ও সমষ্টি ভেদে ঈশ্বর, অধীশ্বর, পরমেশ্বর বা সগুণ পুরুষ

অধিদৈব পুরুষ, ক্ষরপুরুষ ও উত্তম পুরুষ বা পরম পুরুষ ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু পাতঞ্জলে কি অর্থে পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে গেলে আমরা পাই যে ব্যষ্টি ঈশ্বর সম্বন্ধেই প্রয়োগ হইয়াছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদির দ্বারা যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় বলিয়াছেন ও তৎপরং পুরুষ খ্যাতেঃ (বা পরমপুরুষখ্যাতেঃ পাঠান্তরং) গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ বলিয়াছেন। এই দুইটী সূত্রের পুনরালোচনা আবশ্যক। পুরুষখ্যাতি বা আত্ম সাক্ষাৎকার বলিতে আমরা ব্যষ্টি আত্মা বা পরমাত্মা উভয়ই বলিতে পারি; গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্ পদের বিশেষণ করা যায়। আর পরম পুরুষ পাঠ ধরিলে গোল মিটিয়া যায়। গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ বলিতেও সাংখ্য মতে ত্রিগুণাত্মক সৌর জগতের ত্রিলোক বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণাত্মক ত্রিলোকটীও বুঝাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলিয়া যে চিত্তস্বরূপে বা সত্বস্বরূপে অবস্থান হয় বলিয়াছেন, তাহাকে ভাষ্যে অনন্ত বলিয়াছেন। তবে ২৪ সূত্রে পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ কে বলিবার পূর্ব্বে ভাষ্যে বলিয়াছেন অথ প্রধানপুরুষ ব্যতিরিক্ত কোহয় মীশ্বরোনামেতি। অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত অনন্ত নির্গুণ পুরুষ ও অনন্ত সগুণ প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত অথবা প্রধান পুরুষ বা পরম পুরুষ বা পরমাত্মা বা উত্তম পুরুষ ব্যতিরিক্ত অথবা অব্যক্ত ব্রহ্ম ও সাধারণ মনুষ্যাদি জীব বা পুরুষ ব্যতিরিক্ত কে এই বিশেষ পুরুষ যিনি ঈশ্বর। 'পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর' সূত্রে স্বামী বা রাজা যেরূপ জয় পরাজয়ে লিপ্ত হন ও মুক্ত পুরুষেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে লিপ্ত থাকেন সেরূপ নয় ইত্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্লিপ্ত অহং ভাবাপন্ন ব্যষ্টি ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও আদিগুরু ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা এবং পরম পুরুষ ও মহৎ পুরুষ বা বুদ্ধিতত্ত্বের বশীকার

পুরুষ (পৃথক্ ৪টী সূত্রে ) বলিয়াও সূত্রকারও নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ইনি অব্যয় বা অনন্ত ঈশ্বর নহেন। অহং ভাবাপন্ন ব্যষ্টি ঈশ্বর।

সাংখ্যমতে প্রধান বা "মহৎব্রহ্ম" অনন্ত। পুরুষ বা জ্ঞ হইল জীব বা আত্মা সুতরাং এই বিশেষ পুরুষ হইবেক, সান্ত সৌর ঈশ্বর। "সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল" ভাগবতের "প্রিয়পুরুষরূপ" "Solar Logos who is our goal." সূর্য্যান্তর্যামী পুরুষ। ঈশ। উপ। সহস্রশীর্ষা অনন্তদেব নহেন। পরে চারিটী সূত্রে ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যোগ অথবা সমাধি লাভ হইবে বলিয়াছেন। আরও বিশিষ্ট কারণ আছে। সমাধিপাদে ঈশ্বরকে ও চিত্তকে কারণভাবে স্থাপিত করিয়া, সাধনপাদেই তাঁহার সূক্ষ্মভাব ও স্থূলভাব বর্ণনা ও তাহার সাধন বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা এই বিকল্প করিবার পূর্ব্বে ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন সমাধি লাভের অন্যোঽপি কশ্চিৎ উপায়ো নবেতি তাহাও আবরণের সহিত কারণ ২০ সূত্রে সমাধি প্রজ্ঞা পূর্ব্বক ইতরেষাং যোগীগণের বলায় অভ্যাস যোগ অভিহিত হইয়াছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদির পর শ্রদ্ধাবীর্য্য ইত্যাদির অন্তর্গতই ঈশ্বর প্রণিধান। সুতরাং সমাধিলাভের যে দুইটী বিকল্প তাহাও সত্য নহে। অতএব সূত্রকার ও ভাষ্যকার মতে পাতঞ্জলের ঈশ্বর ব্যষ্টি সৌর ইহা স্থির। Raja Rajendra Lal Mitra was not right when in his abstract of the yoga ( P. III ) he represented this belief in one supreme God as the first and most important tenet of Patanjali's Philosophy.

বারবার চারিবার উল্লেখ করিবার কারণ এই যে ইহারই কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবাদি বলিবেন। সমাধিপাদের অন্তর্গত কতকগুলিন ইঙ্গিত সাধনপাদের ইঙ্গিতের সহত তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ক্লেশ কর্ম্মাদি সমাধিপাদের কারণভাবে অবিশেষরূপ হওয়ায় ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই ক্লেশকর্ম্মাদিকে সাধনপাদে ১০।১১ সূত্রে সূক্ষ্ম ও স্থূল বলিয়াছেন। সমাধিপাদে চিতিশক্তি, প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপ ও সত্বগুণাত্মিকা এবং ঈশ্বরেরও প্রকৃষ্ট সত্বোপাদান ইহা পাই। সাধনপাদে দৃশ্য স্বরূপের অন্তর্গত প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতিশীল ত্রিপাদই সত্ব রজ ও তম বিশিষ্ট প্রকাশজ্যোতিঃ ইহা ১৮ সূত্রে পাই। চিতিশক্তির বা ঈশ্বরের সত্বগুণই রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্য বিষয় প্রিয়ং ভবতি। অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি জ্ঞান প্রধান হইলে উর্দ্ধগতি, বৈরাগ্য ধর্ম্মও ঐশ্বর্য্য হয়। এবং অজ্ঞান প্রধান হইলে অবৈরাগ্য, অধর্ম্ম ও অনৈশ্বর্য্য হয়। ইহারা হইল সূক্ষ্মভাব। সুতরাং সাধন পাদের ১০ সূত্রে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, এই তিন গুণই ক্রমশঃ স্থূল বিষয়াদিরূপ ধারণ করে কিন্তু ঈশ্বরের বা কারণ ভাবের ঐশ্বর্য্য সাম্য ও অতিশয় রহিত বলিয়াছেন। কেন না অব্যক্ত সাম্যভাবে সৃষ্টি সম্ভব নহে এবং অতিশয় ভাব হইলে বিশৃঙ্খল হইবে। কিন্তু রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্যাদিতে সাম্যভাব ও অতিশয় ভাব উভয় আছে। অর্থাৎ সাম্যভাব থাকায় সৃষ্টি হইতেছে ও অতিশয় ভাব মধ্যে থাকায় সৃষ্টি নাশ হইতেছে। এইরূপ ইঙ্গিতগুলির দ্বারা বুঝা যায় যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পর যোগ হইতে ক্রিয়া যোগকে পৃথক্ করিয়াছেন। এই ক্রিয়াযোগের ১ম সূত্রের ভাষ্যে পাই "না যে তপস্বিনোঃ যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকর্ম্মক্লেশবাসনাচিত্রা,

প্রত্যুপস্থিত বিষয়জালা চ অশুদ্ধির্নান্তরেণ তপঃ সম্ভেদমাপদ্যতে ইতি তপস উপাদানং," অর্থাৎ অনাদি ক্লেশকর্ম্ম ও বাসনা দ্বারা চিত্রিত বিষয় জ্ঞান সংযুক্তা অশুদ্ধ এরূপ চিত্তকে অর্থাৎ চিত্তে যে রজ ও তমোগুণের সমুদ্রেক হয় তাহা তপস্যা ব্যতিরেকে যায় না। তপস্যার উপাদান ইহাই হইবে, "ঈশ্বর প্রনিধানং সর্ব্বক্রিয়ানাং পরমগুরাবর্পনং"। পরম গুরু যে সাংখ্য মতে জ্যোতির নাম এবং জাতিবর্ণ যে জ্যোতিতে আছে ইহা আমরা পূর্ব্বে ১০৪।৯৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। ভাষ্যকারও এস্থলে চিত্রাশব্দ ও জালা শব্দের দ্বারা জ্যোতির সুক্ষ্ম ভাবকে অর্থাৎ স্বংরূপ রেখা যথায় আছে তাহাকে (তপস্যার উপাদানকেই) লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ইহাই তপস্যার উপাদান। প্রণিধান শব্দে সমাধি বা প্রবেশ। তপস্বীকে এই জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বা জ্যোতি ধারণ করিয়া সমাধিস্থ হইতে হইবে। "এবং সমাহিত মতির্মামে-বাত্মানমাত্মনি। বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মনজ্যোতি-জোতিষি সংযুতম্"। ৪।১৫।১১। এই প্রকারে সংযতচেতা যোগী তেজস্বরূপ মহাভূতে দীপজ্যোতির একত্র সমাবেশের ন্যায়, পরমাত্মতত্ত্বে স্বকীয় আত্মস্বরূপের অভেদ সংস্থাপনে পরিচিন্তা করিবেন। ভাগবত। ইহাই দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন যে ( সং হি ক্রিয়াযোগঃ ) সমাধি ভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ। সেই ক্রিয়াযোগ হইতে সমাধি উৎপন্ন হয় আর অবিদ্যাদি ক্লেশকে নাশ করে। কারণ প্রথম সূত্রেও সূত্রকার যে দৃশ্যের অন্তর্গত প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি ( নিয়ম ) শীল যে বস্তু যাহা হইতে (পঞ্চ) ভূত ইন্দ্রিয়াদি হইয়াছে এবং যাহা হইতে ভোগ বা বিষয়ানুভব ও অপবর্গ বা মোক্ষ হয় বলিয়াছেন, তাহাও এই প্রাকৃতিক জ্যোতিকে লক্ষ্য

করিয়াই ইহা বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই ক্রিয়াযোগ শব্দ আদিত্য ব্যূহ অর্থাৎ আদিত্য শরীর বা মণ্ডলকেই লক্ষ্য করিয়া 'মণ্ডলং দেবযজনং' বলিয়াছেন। এই ক্রিয়াযোগ দ্বারাই মর্ত্ত্যেরা অমরত্ব পায় বা মোক্ষ পায়। সূর্য্যের একনাম সপ্তাশ্ব। শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় বটে "অশ্বেরত ঈশ্বরো বা অশ্ব। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগৎ সোঽশ্ব ঈশ্বরঃ।" (শতপথ ব্রাহ্মণ কা ১৩ অ ৩) কিন্তু অশ্ব শব্দের অর্থ অশ্বা কেতবো রশ্ময়ো বা ইতি নিরুক্ত। সুতরাং জ্যোতিঃ যে ঈশ্বরের এক রূপ বা সত্যরূপ ইহা সিদ্ধ হইল। এইরূপ ঈশ্বর প্রণিধানে "সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি" অর্থাৎ বুদ্ধিজ্যোতি ও পুরুষের ভেদখ্যাতি হয়, কারণ তাহাতে ত্রিগুণের অধিকার বিনষ্ট করিয়া সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার দ্বারা মুক্তি হয়।

স্বাধ্যায় শব্দে কি বুঝাইবে। স্বাধ্যায় শব্দে ও অধ্যয়নের সূক্ষ্ম ভাব বুঝাইবে। ভাষ্যে স্বাধ্যায় শব্দে পাই। "প্রণবাদি পবিত্রাণাং জপঃ মোক্ষ-শাস্ত্রাধ্যয়নং বা।" প্রণব বলিতে যাহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপ স্তব বা আরাধনা করা হয় অর্থাৎ ওঁকার এবং আদি শব্দ থাকায় গায়ত্রী ইত্যাদি। এই সকলের দ্বারা দেহ ও মন পবিত্র হয়। সেই কারণ ইহারা পবিত্র। মোক্ষশাস্ত্র বলিতে সাধারণত উপনিষদাদি বুঝায়। অর্থাৎ পরাবিদ্যাযয়াক্ষরমধিগম্যতে, আর অপরা বিদ্যা হইল বেদ বেদাঙ্গ। মুণ্ডকে কিন্তু ওঁকার পর ও অপর ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ইহা প্রশ্নোপনিষদেও আমরা পাইয়াছি! কিন্তু শতঞ্জলি ওঁকারকে ঈশ্বরের বাচক বলিয়াছেন। অর্থাৎ অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই বলিয়াছেন। এবং "তজ্জপঃ তদর্থভাবনং" বলিয়াছেন। প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ পুরুষবিশেষের চিন্তন করিবে কিন্তু স্বাধ্যায় শব্দে প্রণিধানাদি ক্রিয়াযোগ বলায় এবং ভাষ্যে ওঁকারকে পবিত্র

বলায় ওঁকারেরঃ সর্ব্বাঙ্গ বই ধরা হইয়াছে। শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ আছে "ওমিত্যক্ষর মুদ্গীথ মুপাসীত" অর্থাৎ ওঁ এই অক্ষর গান করিবে, উপাসনা করিবে। আরও গীতাতে আছে ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং।" অর্থাৎ এই অক্ষর ব্রহ্মবাচক যে ওঁকার তাহা উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বররূপী আমাকে চিন্তা করতঃ যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে তাহার ঊর্দ্ধগতি অর্চ্চিরাদি মার্গ বা সূর্য্যনারায়ণ গতি প্রাপ্তি হয়। মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই ওঁকার সম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে। ওঁকারকে চতুষ্পাদ-বিরাট্ পুরুষ বলিয়াছেন। ইদং সর্ব্বং অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলিয়াছেন, এবং এই তিন কালের অতীত যাহা কিছু তৎসমস্তই ওঁকার, বলিয়াছেন। ইনি সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট একোনবিংশতি মুখ অর্থাৎ এই সপ্তেরই ক্রিয়া ও গুণ বলা হইয়াছে। চতুষ্পাদ পুরুষের প্রথমপাদ হইল বৈশ্বানর,দ্বিতীয়পাদ হইল তৈজস, তৃতীয়পাদ হইল প্রাজ্ঞ ( ইহা Form sideএ ) যাহাকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি বলা যায়, চতুর্থ-পাদকে তুরীয় বলিয়া অপর তিন পাদকে জাগ্রৎ,স্বপ্ন ও সুষুপ্তির (Life sideএর) সহিত একত্ব দেখাইয়াছেন। ওঁকারের অ উ ম এই তিন অক্ষরকে তিনমাত্রা বলিয়া তুরীয়কে অমাত্র বলিয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে পুরুষ সূক্তের মহাপুরুষের সহিত সমান করিয়াছেন। কিন্তু শাঙ্করভাষ্যে সপ্তাঙ্গকে ও একোনবিংশতি মুখকে স্বাভাবিক সপ্তরূপ পদার্থ ও তাহাদের ক্রিয়া এবং গুণ স্পষ্টরূপে না বলিয়াও ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। চতুষ্পাদ পুরুষকে পূর্ণভাবে ওঁকারের সহিত সমান স্থান করিয়াও তিনপাদকে রজ্জু সর্পাদির দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ আনিয়া চতুষ্পাদ পুরুষকে কেবলমাত্র চৈতন্যাংশে ( Life sideএ ) স্থাপন

করিয়া তুরীয়ের যে "অচিন্ত্যং অব্যবহার্য্যং শান্তং শিবং অদ্বৈতম্" ভাবকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সুতরাং অনেকেই চতুর্ব্যূহের Form side ও Life sideএর অস্তিত্ব একত্রে বুঝেন না সেইজন্যই প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। এ সকল সত্বেও আমরা শঙ্করকে ধন্যবাদ দিতেছি যে তিনি এই প্রসঙ্গের উপযোগী সাধকের প্রয়োজনীয় কথাটি বিশেষ করিয়া দিয়াছেন, ওঁকারের যে তিনপাদ বা মাত্রা অ উ ম তন্মধ্যে উকারের উৎকর্ষ ও প্রাধান্য মূলের অনুযায়ী ভাবে তেও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়-পাদ তৈজস উকারের মূলে পাই। "দ্বিতীয়ামাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বা-দ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং"। ভাষ্যে পাই, উৎকর্ষাৎ, অকারা-দুৎকৃষ্ট ইব হ্যুকারস্তথা তৈজসোবিশ্বাৎ উভয়ত্বাদ্বা অকার মকারয়োর্ম্মধ্যস্থ উকার স্তথা বিশ্বপ্রাজ্ঞয়ো র্ম্মধ্যে তৈজসোঽত-উভয়ভাক্‌সামান্যাদ্বিদ্বৎফলমুচ্যতে। অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী হইল উকার এবং বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্ত্তী হইল তৈজস। সাংখ্যমতে তৈজস অহঙ্কারই সক্রিয়, ইহাই সাত্বিক ও তামসিক অহঙ্কারকে উৎপাদন ও উদ্দীপন করে। এইহেতু বলিয়াছেন সাধকের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। প্রাণই পিঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে। সুতরাং মন, বুদ্ধি ও দেহকে পবিত্র করে। সাধারণ অ, উ, ম, কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠদ্বয় পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু দীর্ঘপ্রণব নহে যে প্রণব উচ্চারণ করিলে দেহ ও মন পবিত্র হয় তাহা দীর্ঘ। পঞ্চদশীর দ্বৈতবিবেকে পাই "বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা। দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্যমনোরাজ্যং বিজীয়তে। জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ॥" দেহ পবিত্রের কথা ইনি বলেন নাই

কারণ শঙ্কর প্রবর্ত্তিত বিবর্ত্তবাদের পরাকাষ্ঠা এই সকল গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে। জগৎ জড় সুতরাং দেহজড়। পিণ্ডাণ্ডে এই দীর্ঘপ্রণব উচ্চারণ করিতে হইলে নাভিদেশ বক্ষস্থল ও মস্তক এই তিন স্থানকেই অধিকার করে সুতরাং সৃষ্টিশক্তি স্থিতিশক্তি ও লয়শক্তি। অকার, উকার, মকারে ওম্ বা ওঁ হয়, এই তিন-মাত্রা যুক্ত ওকারকেই আবার সার্দ্ধত্রিমাত্রা বলা যায়। অর্দ্ধ-মাত্রা হইল ঁ চন্দ্রবিন্দু। ইহার কারণ এই যে বৈশ্বানর অগ্নিরূপী পাঞ্চভৌতিক দেহকে যে নাদ বলা যায়। যে নাদদ্বারা ব্যক্তিত্ব লাভ হয়, তাহা নাভিদেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলে বক্ষস্থল ও মস্তক হইল কলা ও বিন্দু। আর যদ্যপি এই তিনপাদ বা মাত্রাযুক্ত দেহ মন ও বুদ্ধিকে নাদ বলা হয়, তাহা হইলে বহির্ব্রহ্মাণ্ডের বা সৌরজগতের উপরের ত্রিলোকের চন্দ্র সূর্য্যকে অধিকার করিয়া ঁ চন্দ্রবিন্দুর অর্থ করিতে হইবে, যাহা পিণ্ডেও আছে। উদর ও বক্ষঃস্থলের মধ্যে অধোমুখ যে অষ্টদল পদ্ম আছে, রেচক প্রাণায়াম দ্বারা উহাকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া উহাতে চিত্তের ধারণা করিবে। ঐ পদ্ম মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল অকার জাগরিত স্থান, তদুপরি চন্দ্রমণ্ডল, উকার স্বপ্ন স্থান। তদুপরি বহ্নিমণ্ডল মকার সুষুপ্তি স্থান, তদুপরি পরব্যোমাত্মক ব্রহ্মনাদ তুরীয় স্থান (চতুর্থ) অর্দ্ধমাত্র; পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চঞ্চু—পাতঞ্জলদর্শন ৭৮ পৃষ্ঠা।

অথবা এই তিনপাদ হইল গুহ্যদেশ পৃথিবী, লিঙ্গমূলে জলরূপ, নাভিতে অগ্নি ও বায়ুরূপ বলা যাইতে পারে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে যে চতুর্থ পাদ নিরাকার ধরা হইয়াছে তাহা বিশ্বরূপকে লক্ষ্য করি-য়াই। কারণ মকারকে সর্ব্বেশ্বর বলা হইয়াছে। এইরূপে বৈদিক মন্ত্র ও গায়ত্রী বিধিপূর্ব্বক উচ্চারণ করিলে দেহ ও মনঃ পবিত্র

হয়, সেই কারণ প্রণবাদি পবিত্রাণাং জপঃ বলিতে এস্থলে উচ্চারণ ও অর্থভাবনা বুঝিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যও এই ওঁকার অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলিয়াছেন।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ২৬ সূত্রে যে ওঁকারের সহিত ঈশ্বরের বাচ্য-বাচকতা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে প্রদীপ প্রকাশবৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা সূক্ষ্মভাব জ্যোতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এবং পিতাপুত্রের দৃষ্টান্তর দ্বারা স্থূলভাবেও লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং উভয় ভাবেই যে ঈশ্বরের সহিত শব্দের নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহাও বলা হইয়াছে। সর্গান্তরেষু বলায় স্পর্শরূপাদি কথিত হইয়াছে ও আদি সর্গ তন্মাত্র লক্ষিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্রা কারণভাবে ঈশ্বরেরই শরীর সেইরূপ সূক্ষ্মভাব জ্যোতিঃ ও স্থূলভাব পুত্রের পাঞ্চভৌতিক দেহ ও পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ গাঁথা হইয়া রহিয়াছে॥

আমরা পাতঞ্জল দর্শনে যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া এপর্য্যন্ত যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি, যদিও দার্শনিক টীকা ভাষ্যের সম্মান না করিয়াই এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, ভগবদ্ কৃপায় আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, বেদ তাহার অনুকূল। আমরা সেই কথার আরও পোষকতায় বেদ শাস্ত্র হইতে নিম্নে আরও চারিটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত।

যদা তে হর্য্যতা হরী বা বৃধা তে দিবে দিবে। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে। ঋ, অ ৬ অ, ১ ব, ৬ মং ৩।

সূর্য্যেণ সহ সর্ব্বেষাং লোকানামাকর্ষণমস্তীশ্বরেন সহ সূর্য্যাদি লোকানাং চেতি। সমস্ত লোক বা গ্রহগণের সহিত সূর্য্যের ও

সূর্য্যাদিলোকের সহিত পরমেশ্বরের আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। হে ইন্দ্র! অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান পরমেশ্বর, আপনার অনন্ত বল ও পরাক্রম (রূপ) গুণদ্বারা সমগ্র সংসারের ধারণ, আকর্ষণ ও পালন হইয়া থাকে। আপনার সমগ্র গুণ বা প্রকাশ সূর্য্যাদিলোককে ধারণ করিতেছে, অর্থাৎ আপনি নিজ পরাক্রমবলেই সূর্য্যাদি-লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তজ্জন্যই সমস্ত লোক বা গ্রহগণ আপনাপন কক্ষ ও যথাস্থান হইতে অপর কোন দিকে চলায়মান হইতে পারে না অর্থাৎ যথাসময়ে ও যথানিয়মে পরি-চালিত হইতেছে।

"আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ। হিরণ্য-যেন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। য, অ ৩৩ মং ৪৩ সবিতা পরমাত্মা সূর্য্যলোকো বা রজসা সর্ব্বৈ লোকৈঃ সহ ইত্যাদি। সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মা, বায়ু ও যে সূর্য্যলোক আছে, তাহা সমস্ত লোক বা গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত আকর্ষণ ধারণ গুণ দ্বারা বর্ত্তমান রহিয়াছে (অর্থাৎ সকল লোকের সহিত সূর্য্যাদির পরস্পরের আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান আছে। হিরণ্য শব্দে অত্যন্ত বল জ্ঞান ও তেজ বা জ্যোতি বুঝায়। রথেন অর্থাৎ আনন্দপূর্ব্বক ক্রীড়া করিবার যোগ্য অর্থাৎ যাহা জ্ঞান ও তেজযুক্ত।

"যস্য ভূমিঃ প্রমা অন্তরিক্ষমুতোদরম্। দিবং যশ্চক্রে মূর্দ্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ। যস্য সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্ণবঃ। অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ। অর্থাৎ পৃথিবী বা অগ্নি এবং চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি ইহারাই ব্রহ্মসাধনের প্রমা অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের পদার্থ।

এইরূপ অনেক ঋক্ যাহাতে প্রকাশাত্মক দেবশব্দ; জ্যোতি

শব্দ, অগ্নিশব্দ আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারা যায়। কিন্তু দর্শনে ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পুরুষ, ব্রহ্ম শব্দগুলিন পাই।

সাধকগণের নিকটে সানুনয় নিবেদন এই যে আমাদের পিণ্ড- দেহ রূপ Organism এর সহিত আমাদের সৌরজগতরূপ Or ganism এর সহিত মুখ্য সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সমগ্র জগতের আত্মা স্বরূপ সূর্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ সূর্য্যে অসীম শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়! এই সূর্য্য অনায়াসে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ২২।২৩ কোটি পৃথিবীকে পালন করিতে পারেন এবং যাঁহার শক্তিতে পৃথিবী দৈনিক গতিতে ঘণ্টায় এক হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বার্ষিক গতিতে মিনিটে হাজার মাইলের বেগে চালাইতেছেন। ইহা কল্পনারও অতীত। এই শক্তিমান সূর্য্যদেবের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া জীবলোক অবস্থিতি করিতেছে, ইহার শক্তির ক্রমবিকাশ লাভ করিলে জীবের সফলতা লাভ হয়। এই শক্তি কল্পনা আমরা করিতে পারি না, ইহার উপর অনন্তের কল্পনা করিব কিরূপে। আমাদের সহিত অনন্তের সম্বন্ধ থাকিলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৌরজগতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ট ও নিকট সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সাংখ্য পাতঞ্জলে নির্গুণ সগুণ অনন্তদেব মহেশ্বর ও ও সান্ত সগুণ সৌরজগতের ঈশ্বর পঞ্চমুখ শিব সকলগুলিই আছে। তবে পতঞ্জলির বিশেষত্ব হইল পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। ব্রহ্ম নহেন।

# বেদান্ত।

বেদান্ত বলিতে সাধারণতঃ পণ্ডিতমণ্ডলী বেদান্তের প্রস্থানত্রয় বুঝিয়া থাকেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। ইহাই প্রস্থানত্রয়, উপনিষৎগুলি শ্রুতি; গীতা, সনৎসুজাতীয় পর্ব্বাধ্যায় ও বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র স্মৃতি ও বেদান্ত-দর্শন বা উত্তর মীমাংসা ন্যায় নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ প্রস্থানে অভিজ্ঞ হইলে তাঁহাকে বৈদান্তিক আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষে যত আর্য্য প্রচারক, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মবাদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে এই বেদান্তকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রস্থানত্রয়ের উপরে কোন ভাষ্য বা টীকা না থাকিলে তাহাকে কোন সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হয় না। সেই জন্য দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য বিদ্যমান আছে। শংকরাচার্য্য অদ্বৈত, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত, মধ্বাচার্য্য বা আনন্দ-তীর্থাচার্য্য দ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈত=বাদ, নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত, বলদেব=অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ, অপ্যয়-দীক্ষিত শৈবভাষ্য প্রভৃতি বহু দার্শনিক আপনাপন মত প্রতিপাদন করিয়া এই বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং অদ্যাবধি সেই সেই সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহাদের ভাষ্যাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত গৌড়ীয় আচার্য্য সম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদ ভাষ্য বিশেষ প্রচলিত।

সম্প্রতি অন্যান্য ভাষ্যেরও অধ্যয়ন, অধ্যাপনা চলিত হইতেছে। শংকরের ভাষ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

এই বেদান্ত দর্শন মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত। বেদব্যাস পরাশর নন্দন। পাণিনি বলেন, পারাশর্য্য "ভিক্ষুসূত্র" বিরচন করেন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, "ভিক্ষুসূত্র" বেদান্ত সূত্রের অপর নাম। যাঁহারা পারাশর্য্য মত অনুশরণ করেন, তাঁহাদিগকে পারাশরিণ নামে অভিহিত করা হয়। পাণিনি ৪ অধ্যায় ৩ পাদ ১১০ সূত্র, পাণিনি ব্যাকরণ হইবার পূর্ব্বেও এই পারাশর্য্য বা বেদব্যাসের বেদান্ত-দর্শন বিশেষ প্রচলন ছিল এবং সে সময় এই সম্প্রদায় বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিলেন সেই জন্য বৈয়াকরণিক পাণিনিকে এই সূত্র রচনা করিতে হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহার প্রাচীনতা বিষয়ে আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না।

এই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? ব্রহ্ম, জীব, মায়া, (সংসার) জগৎ। ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে প্রত্যেক বাদীরাই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুকূল মত-গ্রহণ করিয়া উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই বিষয়ের সাধারণ-বাদীগণ যেস্থানে একমত আমরা সেই বিষয়ে কিঞ্চিদ্ আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয়পাদ ৪৩ সূত্র, "অংশ নানাব্যপদেশাৎ." জীব ঈশ্বরস্য অংশ ইব অংশঃ। (নতু স্বাভাবিকোংশঃ) জীব ঈশ্বরের অংশের ন্যায় অংশ। এই কথা অদ্বৈত বাদীগণের। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়গণ জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চর-

স্থিরমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। বৃহ ২০।১।২।

যেমন উর্ণনাভি নিজ শরীর হইতে তন্তু নির্ম্মাণ করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয় সেইরূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণ, লোক, দেবতা ও ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পরমাত্মা হইতে জীব উৎপন্ন, যেরূপ অগ্নি হইতে অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ জন্মিয়া থাকে।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ স্বরূপাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে, তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি। ১২ মুণ্ডক। যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে অগ্নিস্বরূপ সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ অক্ষর হইতে হে সোম্য! বিবিধ ভাব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে বিলীন হইয়া যায়।

জীব, সেই সুদীপ্ত পাবকের এক ক্ষুদ্র অংশ এবং জীবের গতি সেই সুদীপ্ত পাবক। পুনরায় সেই উৎপত্তি স্থানে প্রতি-গমন করে। ইহার পর আমরা মূল বেদান্ত সূত্র হইতে আমাদের বক্তব্য বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু সূত্রগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র-কায়। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইবার বড়ই সুবিধা। ভাষ্যাদি সহিত ব্রহ্মসূত্র বৃহৎ গ্রন্থ। আমরা অতি অল্পমাত্র অংশ হইতে বস্তু নির্ণয় করিয়া মুক্তি কাহাকে বলে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আমরা শঙ্করকেই অবলম্বন করিয়াছি। ব্রহ্মসূত্রে, ব্রহ্ম বস্তুকে নির্গুণ কূটস্থ অনন্ত ভাবেই বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। অথচ ব্রহ্ম তটস্থ লক্ষণে সগুণ কেন না "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ তিনি সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা। সেই ব্রহ্মকে আবার "যোনিশ্চ হি গীয়তে" অর্থাৎ উপাদান স্বরূপও বলা হইয়াছে। ১ অ ৪ পাদ শেষ সূত্র।

পরেই আছে যে "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ" ২। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির দ্বারা সমস্তই ব্যাখ্যা করা হইল। ইহার পূর্ব্বের সূত্রটী হইতেছে "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মই স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত করিয়াছেন। সৃষ্টির পরিণামকে বিবর্ত্ত বলা হয়। বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মান। "সতত্ত্বতো অন্যথা বৃত্তিবির্বর্ত্ত" ইত্যাদীরিতঃ।

পরিণামবাদী সাংখ্যকারিকার ও পরিসমাপ্তি কালে (৫৬ সূ) এই কথাটী আছে যে—ইত্যেব প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষ ভূত-পর্য্যন্তং প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ। সাংখ্য-দর্শনে" দ্রষ্টব্য "প্রতি পুরুষের বিমোক্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ এতাবতা যে প্রকৃতিকৃত বা প্রধান কৃত মহদাদিবিশেষ ভূত পর্য্যন্ত প্রতি পুরুষের বিমোক্ষের নিমিত্ত, স্বার্থের ন্যায় পরার্থণাম পরিণাম বাদ যাহা বলা হইল তাহাই পুরুষকৃত বা প্রধানকৃত আরম্ভবাদ বা সৃষ্টি।

ব্রহ্মসূত্রে পাইলাম যে ভগবানের একটী নির্গুণ কুটস্থ অবিকারী ভাব আর একটী সগুণ তটস্থ চেতনময় ভাব আছে। তাহলে এই চেতনময় সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবই জগৎরূপে বহু হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হন বলিতে হইবেক। অর্থাৎ এই জগৎ একাংশে আর ভগবানের স্বরূপ আর এক অংশ কুটস্থরূপে অবস্থিত। পুরুষ সূক্তের সহস্র-শীর্ষাঃ "পুরুষমেবেদম্ সর্ব্বং" (জগৎ) "সর্ব্বম্ খল্বিদং (জগৎ) ব্রহ্ম" এবং তিনিই আবার "অত্যাতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্" অর্থাৎ দশদিক অতিক্রম করিয়াও বাক্য মনের অগোচররূপে আছেন। গীতা শাস্ত্রেও ভগবান বলিয়াছেন "বিষ্টভ্যাহম্ ইদম কৃৎস্নম্ একাংশেন

স্থিতো জগৎ”। আর এক অংশ হইল কূটস্থ ত্রিগুণাতীত সাক্ষী স্বরূপ। ভগবদিচ্ছায় কিরূপে জগৎ হইল ? মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মায়া বিম্ব উপহিত চৈতন্য হইল তটস্থ ব্রহ্ম! অন্যান্য শাস্ত্রে যেমন “শ্বাস-প্রশ্বাস” “মুখ বায়ুভিঃ” দ্বারা ত্রিলোক উৎপন্ন হইয়াছে বলা আছে ব্রহ্মসূত্রে ২।অ ১পা “পটবচ্চ” এবং “যথা প্রাণাদি” সূত্রাদির দ্বারা দেখান্ হইয়াছে যে প্রাণ অপানাদি পবন হইতে ভিন্ন নহে। জগতের স্থূল পদার্থগুলি পঞ্চ ; সুতরাং প্রাণেরই রূপান্তর।

এ কথাটী এখন বৈজ্ঞানিকেরাও বুঝিয়াছেন। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ অথবা আকুঞ্চন ও প্রসারণ দুইরূপ শক্তি আছে। ত্রিগুণময়ী মায়ার আবার উর্দ্ধগতি প্রাণের সত্বভাব আছে। অধোগতি অপানের তমভাব আছে। রজঃ স্বয়ম্ সর্ব্বতোগামী। এই পঞ্চ প্রাণের ক্রিয়া, যে পরিমাণ আকাশ লইয়া হয় তাহাকে বিম্ব ৺ বলা যাইতে পারা যায়। সুতরাং এই কথাই দাঁড়ায় যে তটস্থ ব্রহ্মর ইচ্ছায় তাঁহারই প্রকৃতি বা মায়া শক্তির পরিণাম হইতে ত্রিগুণময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রিগুণ হইল সত্ব রজ ও তম বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ যাহা এ সৌর জগতে পৃথিবী চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ রূপ ধারণ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণের (২য় অঃ ১ম পা) এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের উল্লেখ করিয়া চন্দ্রমাকে স্থূলরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পৃথিবী দেবতা ও সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী দেবতার স্পষ্ট বহু কথা আছে। ২য় অধ্যায়ে ১ম “যথা প্রাণাদি” এবং ৪র্থে “তথা প্রাণা” সূত্রে দেখান হইয়াছে যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। আরও এই প্রাণ সপ্তরূপ পঞ্চরূপ ইত্যাদি আছে। তাহলে ইহাই বলিতে হইবে, যে

ব্রহ্মশক্তি প্রাণ ও মায়া বা প্রকৃতি দুই ভাবে কার্য্য করিয়া "আপোজ্যোতি" বা সূর্য্য ও চন্দ্র ; জীবের দক্ষিণাঙ্গ ও বামাঙ্গ হইয়াছে। তিন ভাবে কার্য্য করিয়া সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী বা মস্তক বক্ষস্থল ও নাভিদেশ। পঞ্চরূপ ক্রিয়ায় পঞ্চভূত বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং সপ্তরূপে ক্রিয়ায় সূর্য্য চন্দ্র পঞ্চভূত বা দেহ এবং মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে।

২।৩।১০।১১ বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি এবং ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি। সেইরূপ তেজ হইতে জলের উৎপত্তি এবং ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে বায়ু ও তেজকে ব্রহ্ম-রূপে ধরা হইয়াছে। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে সৌর জগতের চন্দ্রমা সূর্যানারায়ণ, একবার পঞ্চভূতের উপরে মন বুদ্ধি স্থানীয় হইতেছেন এবং আর একবার পঞ্চ মহাভূতের অপ ও তেজ স্থানীয় হইতেছেন তখন সমগ্র পৃথিবী হইল ক্ষিতি। উভয় ভাবই শ্রুতি সম্মত। কিন্তু আধুনিক শাস্ত্রাদিতে এবং ভাষ্যাদিতে সূর্য্যকে তেজ স্থানীয় ধরা হয় সুতরাং ইনি উপাস্য নহেন। এই কথা জ্ঞানযোগিরা বলিবেন। ২।৪ পা ১৪ সূত্রে কিন্তু আছে যে জীব চক্ষুতে অবস্থিতি করিলে তাহাকে দেখাইবার জন্য সূর্য্য চক্ষুতে গমন করে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই শরীরারম্ভক পঞ্চভূত বলিয়াছেন। এবং ১২ সূত্রে পুণ্যবানদিগের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। ১৭ সূত্রে জন্ম-মৃত্যু স্থান অর্থাৎ পৃথিবী পাপীদিগের দেবস্থান বিদ্যাবিশিষ্ট লোকের ; পিতৃস্থান কর্ম্মবিশিষ্ট লোকের, সুতরাং দেবস্থান বা দেবযান বলিতে সূর্য্যকেই ধরিতে হইবে। এবং পিতৃস্থান চন্দ্রমা। এইরূপে ত্রিলোক স্থাপন করা হইয়াছে।

৩।৩।২৩ সূত্রে ছান্দোগ্য-উপনিষদে "যে সূর্য্যের রূপ হয়, সেই চাক্ষুষ পুরুষের রূপ হয়, এই কথা আছে। ভাষ্যকার বলিতেছেন অতএব এই সাদৃশ্য কথন উভয়ের ভেদকে দেখায় যেহেতু ভেদ না হইলে সাদৃশ্য হইতে পারে না। উপনিষদে সেই কথা আছে। শঙ্কর "সাদৃশ্য কথন" বলিতেছেন। উপনিষদের ভাব এই যে বস্তুগত ভেদ নাই। কিন্তু শঙ্কর "সাদৃশ্য" কথন বলিয়া গুণগত রূপগত ভেদকে আনিতেছেন। ইহাদের মধ্যে গুণগত এবং আকারগত ভেদ যে আকাশ-পাতাল ইহা সকলের প্রত্যক্ষ, কিন্তু ইহাদের বস্তুগত একত্ব আছে ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। ৩।৪।২৬ সূত্রে "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" আছে। জ্ঞানের পূর্ব্বে চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বকর্ম্মের অপেক্ষা থাকে যেহেতু যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন বলিয়াছেন। যেমন গৃহ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের প্রয়োজন। সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে বিরাট পুরুষরূপ সূর্য্যজ্যোতি, চন্দ্রজ্যোতি অগ্নিজ্যোতির সহিত যজ্ঞ করা সকলেরই উচিৎ; তাহা হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইবেক। আর শঙ্কর "উপদেশ সাহস্রীর" প্রথমেই "সমাপয্যক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ দারাগ্ন্যাধান পূর্ব্বিকাঃ। ব্রহ্মবিদ্যামথেদানীং বক্তুং বেদ প্রচক্রমে॥" অর্থাৎ সংসার ও হোমাদি সমাপন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং এই চঞ্চল চিত্ত বা মন বা অন্তঃকরণ যে বাহিরে জ্যোতিরূপ তাহা শঙ্কর বিলক্ষণ জানিতেন।

৩।৩।৩১ সূ। নির্গুণ ও সগুণ উপাসনায় ভেদে একটীর দেবযানগতি নাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় অপরের দেবযানগতি হয় অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণে বিরাটভাবে কিম্বা হৃদয়াকাশে উপাসনার দ্বারা হয়। হৃদয় বলিতে বক্ষ এবং মনস্থান বুদ্ধিস্থানও বুঝায়।

শঙ্করও কঠ ২।৩ বল্লীতে "গুহায়াং হৃদয়ে, গুহায়াম্‌ বুদ্ধৌ" আত্মার স্থান বলিয়াছেন।

সগুণ উপাসনা বলিতে বিরাট উপাসনা ইহাও বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত কারণ এই সগুণ ব্রহ্ম। বেদান্ত সারাদিগ্রন্থে এবং আধুনিক সম্প্রদায়াদিতে "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" ঈশ্বরকে যেন অপ্রকট নিরাকারভাবে স্থাপন করাইয়াছে। বাস্তবিক নির্গুণ কিছু নাই, গুণাতীত বলা উচিৎ। যিনি সর্ব্বকারণের কারণ তাঁহার অপ্রকাশ বা অপ্রকট অবস্থা বলিলেই ভাল হয়। কেবল মাত্র নির্গুণে যে উপাসনা নাই ইহা স্বামী দয়ানন্দ ও পরমহংস শিবনারায়ণ দেখাইয়াছেন।

৩।৩।৬৫ সূত্রে। গুণ অর্থাৎ অঙ্গোপাসনার কথা সর্ব্বত্র বেদে সাধারণ্যে শ্রবণ হইতেছে। অতএব সমুদায় অঙ্গের উপাসনাতে অঙ্গীর উপাসনা সিদ্ধ হয়। কিন্তু অঙ্গ বলিতে স্থূলভাবকে বুঝায়, শক্তি ও গুণ বলিতে সূক্ষ্ম কারণ ভাবকে বুঝায়। পঞ্চ স্থূল ভূতের গুণভাব হইল শব্দ স্পর্শাদি। সেইরূপ জ্যোতির স্থূলভাব হইল অগ্নি বা শৈত্য। গুণভাব প্রকাশরূপ হইল চেতনা। অতএব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এক কথায় পূর্ণভাবে উপাসনাই কর্ত্তব্য ইহাই শঙ্করের মনের কথা। অতএব শঙ্কর জানিতেন যে জ্যোতিই চেতনা। ৩।৪।৮ এ কিন্তু বেদেতে কর্ম্মাঙ্গ পুরুষ হইতে জ্ঞানী অধিক হয়েন এমত দেখিতেছি অতএব জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়। এ স্থলে প্রধান বা শ্রেষ্ঠ সাধন হয় বাক্যটী উপযুক্ত। স্বতন্ত্র বলিতে পৃথক্‌বুঝায়। ২৭ সূ। জগৎ সগুণ ব্রহ্মের পরিণাম, পূর্ব্বে বলিয়াও "বিবেক" বাক্যের অর্থে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" একথা বলা ঠিক নহে। তবে এই অর্থ হইতে পারে যে

জগৎ, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র এই ভাবটী মিথ্যা। জগৎ ও ব্রহ্ম এক। যেরূপ মন্দ অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প ভ্রম হয়। সেইরূপ অজ্ঞানীই জগৎকে পৃথক মনে করে। ৩।৪।৫ সূ। সালোক্যাদি মুক্তি অস্বীকার করেন। কেন না জ্ঞানী ব্যক্তির এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে একপ্রকার মুক্তিই সম্ভব এই কথা বলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে সাধনের কথা বলিতেছেন। ৪।৪।১ আবৃত্তিরস-কৃদুপদেশাৎ। এই আত্মজ্ঞান সাধন পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। এই সূত্রে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ষড়জাদি স্বরসাক্ষাৎকারবৎ" অর্থাৎ সঙ্গীতাদি শিক্ষার জন্য যেরূপ সারিগামা সাধন করিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করন দ্বারা হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সাধন ও ক্রমাগত সাধনদ্বারা হইয়া থাকে। বেদে আদিত্য ও বরুণের উপাসনা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি শ্রবণাদির দ্বারা করা উচিত এই কথা আছে।

আদিত্য ও বরুণ হইতেছে জ্যোতি ও আপ, সূর্য্য ও চন্দ্র। ঈঙ্গিতে বলিতেছেন যে ইহাদের অর্থাৎ বিরাটের উপাসনাতেই ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রুতিতে"সূর্য্য আত্মা জগতঃ তস্থুষশ্চ" একথাও আছে। বেদে কহেন উদ্গীথ রূপে আদিত্যের উপাসনা করিবেক। অতএব আদিত্যে উদ্গীথ বোধ করা যুক্ত হয় এমৎ নহে॥ কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথে আদিত্য বুদ্ধি করা যুক্ত কিন্তু সূর্য্যেতে উদ্গীথ বোধ করা অযুক্ত হয়। যে হেতু ৪র্থ অ ৬। "মন্ত্রে সূর্য্যাদি" বোধ করিলে সিদ্ধ হয় এই কথাটি আছে। এক্ষণে বুঝা উচিৎ যে মন্ত্র বলিতে "মননা-ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"। বাহ্য মনন বা অন্তঃকরণে স্থাপন করিলে ত্রান হয়। উদ্গীথ বলিতে প্রণব। পতঞ্জলি মতে ঈশ্বরের বাচক। প্রণব নিরাকার ও সাকার কারণ

প্রশ্নোপনিষদে আছে যে ওঁকার পর ও অপর ব্রহ্ম। অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার জ্যোতি রূপ। আর যিনি ত্রিমাত্রা ওঁকার অর্থাৎ পূর্ণভাবে সাধন করেন তিনি দেবযান পথে তেজোময় সূর্য্যালোকে যান। শঙ্কর ওঁ কারকে নিরাকার ভাব পর ব্রহ্ম বলিয়া ধরিতেছেন। আর কর্ম্মাঙ্গ হইতে জ্ঞানকে বা ব্রহ্ম বিদ্যাকে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথে প্রণব উচ্চারণ এবং হবনের দ্বারা অগ্নি জ্যোতি সেবন করা উচিৎ। ছান্দোগ্যেতে ও আছে যে সূর্য্যের রূপ ও চাক্ষুষ পুরুষের রূপ এক অর্থাৎ বহির্মূর্ত্তিতে ভেদ থাকিলেও দুইই জ্যোতি পদার্থ। আর সূর্য্য যে জীব অন্তঃকরণে ধী বা বুদ্ধি এবং চন্দ্রমা মন তাহার প্রমাণ শ্রুতিতে বহু আছে সেই জন্য শঙ্কর ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে ধারণ করিতে হইবে। চাক্ষুষ পুরুষ বলিতে চক্ষু হইতে যে "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাম্ হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট" (শ্বেতাশ্বতর) অর্থাৎ বুদ্ধি স্থানে যে পুরুষ আছেন তিনিই চক্ষু দ্বারে অস্পষ্ট পরিমাণে প্রকাশ মান। "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র" হৃদয়স্থিত জ্যোতি পুরুষ নির্গত হইতেছেন। কারণ জীব, চক্ষুতে অবস্থিতি করিলে সূর্য্য চক্ষুতে গমন করেন ইহা ২।৪।১৪ সূত্রে বলিয়াছেন। সুতরাং চক্ষু দ্বারাই সূর্য্যকে ধারণ করিতে হইবে। এই হইল প্রকৃত কথা। পঞ্চাগ্নি বিদ্যার কথায় উপাসক দিগের তেজপথ ও সূর্য্য দ্বার ভেদ করা একই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ এ সৌরজগতে সপ্তম ধাম সত্যম্; ধীশক্তি দাতা সূর্য্য-নারায়ণকে তেজ বলিয়াছেন। এ কথা শ্রুতি সম্মত। যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া এ সৌর জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন তিনি তখন "সত্যম্" সমগ্র পৃথিবী ভূঃ, চন্দ্রমা ভুবঃ, সূর্য্য স্বঃ ইত্যাদি। পূর্ব্বকথিত পঞ্চ-ভূত ও পঞ্চ মহাভূতের ভেদ বুঝিলেই হইবে।

৪।৩।৩ সূত্রে, সূর্য্য দ্বার ভেদ করাকে তেজ পথ ও অর্চ্চিরাদি মার্গ বলিয়াছেন।

৫ম সূত্রে অর্চ্চিরাদির চৈতন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাধক পুরুষের মৃত্যুতে সূত্রে আছে যে বিদ্যুৎ লোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিনি বিদ্যুৎ লোকের ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া যান।

৯ম সূত্রে ব্রহ্মার প্রাপ্তির পর, ব্রহ্ম প্রাপ্তির সন্নিকট হয় এই নিমিত্ত কোথাও ব্রহ্মার প্রাপ্তিকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করিয়া কহিয়াছেন। ১০।১১ সূ। ব্রহ্ম লোক বিনাশ হইলে পর, ব্রহ্ম লোকের অধ্যক্ষ অর্থাৎ তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা তাঁহার সহিত পরব্রহ্মে লয়কে পায় "ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মনঃ, প্রবিশন্তি পরংপদং"। যে হেতু বেদেও স্মৃতিতে এইরূপ আছে। কর্ম্ম কাণ্ডের মীমাংসক জৈমিনি উপরোক্ত ভাবটী সাব্যস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাতন্ত্র্যবাদী শঙ্কর বলিতেছেন যে ব্যাসের তাৎপর্য্য হইতেছে যে বস্তুতঃ ব্রহ্মাকে প্রথমত প্রাপ্তব্য হয়েন। কেননা "যে যাহাকে শ্রদ্ধাকরে সে তাহাকেই পায় সুতরাং সূর্য্য ব্রহ্মা ক্রতু বা যজ্ঞ রূপ প্রতীকের বা অবয়বের বা মূর্ত্তির উপাসনা হইতে বাক্যে মনে ব্রহ্ম উপাসনা উত্তম হয়। বিরাট বলেন নাই। খণ্ড ভাবের কথা বলিয়াছেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে আমরা জীব-পক্ষে শরীর বাক্য ও মন এই তিন ভাব পাইয়াছি। জগৎ পক্ষে যজ্ঞাগ্নি বিদ্যুৎ লোক ও তদূর্দ্ধ ব্রহ্মলোক তেজ পথ বা সূর্য্য দ্বার যাহাকে চেতন অর্চিরাদি মার্গ বলা হইয়াছে এই তিন ভাব পাইয়াছি। এতদুভয়েতেই স্থূলভাব, শক্তিভাব ও চেতনা ভাব লক্ষিত হয়।

( স্থূলভাবে ) ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলিতে পার্থিব অগ্নি ( স্থূল সৃষ্টি ) চন্দ্রমা ও সূর্য্য অথবা সূর্য্যের অগ্নি, সৃষ্টি কর্ত্তা ভাব ব্রহ্মা ; পালন কর্ত্তা শক্তি ভাব বিষ্ণু এবং চেতনাভাব যোগারূঢ় ও লয় কর্ত্তা শিবকে বুঝায়। কালিকা পুরাণ। আর ইহার সমষ্টি ব্রহ্মা বলিতে অনন্ত জ্যোতির স্থূলভাব। বিষ্ণু বা শক্তি বলিতে তদন্তর্গত শক্তি এবং মহেশ্বর বা মহাদেব বলিতে পরমেশ্বরকে বুঝায়। পরমেশ্বরই সর্ব্বশক্তির দ্বারা অগননজ্যোতিষ্ক পদার্থ সূর্য্যাদিকে ধারণ করিয়া আছেন। ঋগ্বেদের অ৬ অ১ ব ৬ম তা আছে যে—

"যদাতে হর্য্যতা হরী বা বৃধাতে দিবে দিবে। আদিত্যে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে।" ভাষ্যে পাই সূর্য্যেন সহ সর্ব্বেষাম্ লোকানামা—কর্ষণমস্তি, পরমেশ্বরেণ সহ সূর্য্যাদি লোকানাম্ চেতি। অর্থাৎ সূর্য্যের সহিত লোক সকলের আকর্ষণ আছে এবং সূর্য্যাদি লোকের সহিত পরমেশ্বরের আকর্ষণ আছে। অর্থাৎ সূর্য্যদেব একবার আকর্ষিত হইতেছেন। আর একবার আকর্ষণ করিতেছেন।

পুরুষ সূক্তের একটী মন্ত্রে আছে, "পাদোস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যা মৃতম্ দিবি" অর্থাৎ সূর্য্যরূপ এক পাদ হইতে বিশ্ব আর সূর্য্যের তিন কোষ হইল অমৃত বা মোক্ষ॥

আরো পাই "ত্রিপাৎ ঊর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বং ব্যক্রামত সাশনানশনে অভি" ৺ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় এই ঋকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সূর্য্য, এতদীয় যে আত্মা তিনিই ত্রিপাদ পুরুষ। ইনি ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দ্যুলোকে প্রতিক্ষণই উদিত রহিয়াছেন। এই জন্য আর্য্যশাস্ত্রে সূর্য্য আত্মাকে গায়ত্রী বেদমাতা বলিয়া বহুল বর্ণনা

ও প্রধান উপাসনা বিহিত হইয়াছে। পুরুষ সূক্ত ৬ পৃষ্ঠা। এই ত্রিপাদের কথা ব্রহ্মসূত্রে অভয় ও অমৃত নামে বলিয়াছেন। কিন্তু ৩ অ। ৩। ৬৫। ৬৬ সূ। বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের (নির্গুণ) সহিত সূর্য্যাদির সত্তা থাকে নাই। অতএব সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করিবেক কিম্বা করিবেক না ও উভয়ের বিকল্প প্রাপ্তি হয়। (৪। ৩। ১৬) বলিতেছেন মুক্তিতে ব্রহ্ম উপাসনা হইতে বাক্যে ও উপাংশুরূপে এবং মনে মনে ব্রহ্ম উপাসনা উত্তম শ্রেষ্ঠ হয়। উভয় স্থলেই বিরাট কথাটি নাই। এবং শেষে মুক্তি কথাটী আনা ঠিক হয় নাই। অধুনা কিন্তু শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা মূর্ত্তি উপাসনা করিয়া থাকেন।

(৪। ৪। ১) পরমাত্মা প্রাপ্তিকে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্ম স্বরূপ হওয়া বলে। ২য় সূত্রে ছান্দোগ্যে পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইলে মুক্তি হয় এই কথাটী আছে। পরজ্যোতি শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য আত্মা, ইহা সাব্যস্থ করিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্ম পরজ্যোতি পরমাত্মা, আত্মা একই পর্য্যায়ের কথা হইল। ৫ সূত্রে আছে যে—স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া, মুক্ত সকল অবস্থিত করে।

৪। ৪। ৬ সূত্রটী হইতেছে "চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ" অর্থাৎ ঔডুলোমি বলেন যে আদিত্যের সহিত বা ব্রহ্মের সহিত জীবের চেতনা বা জ্ঞানের একাত্মতা আছে। কর্ম্ম কাণ্ডের মীমাংসক জৈমিনিও এই মত বলিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের ভাষা পরিচ্ছেদে আছে। "সর্ব্ব ব্যবহার'হেতু বুদ্ধি জ্ঞানম্ এবং জ্ঞানাধিকরণমাত্মা" "স দ্বিবিধঃ জীবাত্মা পরমাত্মাচ তত্র ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব।" যাজ্ঞ্যবল্ক্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে আদিত্যের অন্তর্গত যে উত্তম জ্যোতি তাহাই জীবরূপ।

এখানে আদিত্য শব্দে নিশ্চয়ই সূর্য্যদেবকে বুঝাইতেছে। আর ব্রহ্ম যে সান্ত ও অনন্ত জ্যোতি এবং তাহারই শ্রেষ্ঠ ভাব যে পর-জ্যোতি পরমাত্মা ইহাও বুঝা যায়। ১৬ সূত্রে পাই যে মুক্ত পুরুষ দিগের প্রকাশ রূপে সর্ব্বত্র অবস্থিতি হয়। সুতরাং ইহা হইতে এবং ন্যায় দর্শনের ভাষা পরিচ্ছেদে যাহা পাইয়াছি তাহা হইতে বুঝা যায় যে জীবের আত্মার প্রকাশরূপ ঈশ্বর প্রকাশরূপ ও পরমাত্মার প্রকাশরূপ একই বস্তু ৺জ্যোতি। তবে ঈশ্বরের এক অংশ কুটস্থ নির্ব্বিকার সৃষ্টি হইতে নির্লিপ্ত। তাহা-কেই নির্গুণ বলিয়াছেন কিন্তু নির্গুণের উপাসনা কিরূপে হই-হইবেক, নির্গুণ সৎ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ ভাব মাত্র। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ৺প্রকাশ ৺ শক্তি ও চন্দ্রবিন্দু স্বয়ং এই তিন ভাব স্পষ্ট রহিয়াছে। পতঞ্জলিতে ও প্রণবের বা চন্দ্রবিন্দু রূপী ঈশ্বরের প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি এই কথা আছে। মুক্ত পুরুষ যে এক হয়েন বা তিন হয়েন ( ১১ ) তাহার ভাব এই যে জ্যোতিরই অন্তর্ভাব, মধ্যভাব ও বহির্ভাবে স্থিতি।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে বহুপ্রকার মুক্তির কথা আছে। অন্যত্র জ্যোতির জ্যোতি অন্তর্জ্যোতি বহির্জ্যোতি বাক্যাদিও বহু আছে। বৈষ্ণব চূড়ামণি সিদ্ধান্ত বাচস্পতি শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহা-শয় "মুক্তি ও তাহার সাধন" বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে নিত্যধামে প্রাকৃত চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ পায় না "আরও বলিয়াছেন যে আত্ম স্বরূপ শ্রীভগবান দ্যোতনাত্মক স্বীয় পরব্যোমস্থপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ ভগবান প্রকাশাত্মক সে প্রকাশের, নিকট সূর্য্য চন্দ্রের প্রকাশ কিছু নহে। অপ্রকাশ বলিলেও বলা যায়। যেমন দিবাভাগে চন্দ্রমা সম্মুখে থাকিলেও সূর্য্যালোকে অভিভূত হওয়ায় তাহার জ্যোতি প্রকাশ পায় না সেইরূপ। সুতরাং পরম

কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর জ্যোতি স্বরূপ। চৈতন্য চরিতামৃতের আদি-লীলা ৭মে পাই "ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কন॥" সাধারণতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়েরা যে মুক্তিকে হেয় করেন ইহা তাঁহাদিগের অজ্ঞানতা ২। ভগবদারাধনায় ভক্তি আবশ্যকতা দেখাইবার জন্য। ৩। দেবযান গতি হইলেও ক্রমমুক্তির শেষাবস্থায় কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য ভগবদ ভক্তির বিশেষ আবশ্যকতা। এইজন্য ব্রজ দেবীরা অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ এবংনিত্য সিদ্ধ গোপীকারা ও কৃষ্ণ ভক্তিপরায়ণা ছিলেন এবং বিরহবস্থায় আপনাদিগেতে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি করিতেন। মহাপ্রভুও "মুই সেই মুই সেই" বলিতেন।

(ক) স্বামী দয়ানন্দ "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবা" মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে "দ্যুঃস্থানো প্রকাশময় পরমেশ্বর স্থানম্ স্থিত্যর্থং যস্য সঃ। যদ্বা সূর্য্যো প্রাণ স্থানাঃ বিজ্ঞানময়া কিরণা-স্তত্রৈব দেব সমূহো দেবগণা বর্ত্তন্তে" বলিয়াছেন। অর্থাৎ সূর্য্য কিরণকে চেতন বলিয়াছেন। "অদিতি দ্যৌঃ অদিতিরন্তরিক্ষং" মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন দিব শব্দ পরমেশ্বর, ও অন্য বস্তুকে অর্থাৎ সূর্য্যাদিকে বুঝায়।

"আকৃষ্ণেণ রজসা" মন্ত্রের ব্যাখ্যায়

"সবিতা পরমাত্মা সূর্য্যলোকো বা" বলিয়াছেন। আর ও বলিয়াছেন যে "স চ সূর্য্যদেবো দ্যোতনাত্মকো ভুবনানি সর্ব্বান্ লোকান্ ধারয়তি"। তাহলে সূর্য্যকে শক্তি বিশিষ্ট ও চেতনা বিশিষ্ট উভয়ই বলিয়াছেন।

(খ) নাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষম্ শির্ষ্ণো দ্যৌঃ মন্ত্রে বলিয়াছেন

শিরোবৎ উত্তম সামর্থ্যাৎ প্রকাশ ময়াৎ দ্যৌঃ সূর্য্যাদি লোকঃ প্রকাশাত্মকঃ সমবর্ত্তত সম্যাগুৎপন্নঃ সন বর্ত্ততে"। "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ চক্ষো! সূর্য্যা অজায়ত। মন্ত্রে বলিয়াছেন "মনন শীলাৎ সামর্থ্যাৎ চন্দ্রমা জাতঃ উৎপন্নোস্তি", ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য মতে চক্ষুই "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ স্থান," ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। চক্ষুর পরিমাণও অঙ্গুষ্ঠ মাত্র সুতরাং এক্ষণে আমরা এই কথা বলি যে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে জ্যোতিকে চেতন বলিয়াছেন। অধুনা কালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এবং সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে সহজে অনেকে বুঝিতে পারিবেন না।

এক্ষণে এই উভয় সম্প্রদায়ের পরিণাম বাদ ও বিবর্ত্তবাদের দুই একটী কথা বলিব। স্বামীজী "নাসদাসীন্নোস দাসীৎ" মন্ত্রে বলিয়াছেন যে "যদিদং সকলং জগৎ দৃশ্যতে তৎ পরমেশ্বরে নৈব সমগ্র রচয়িত্বা সংরক্ষ্য প্রলয়াবসরে:বিযোজ্য বিনাশ্যতে। মন্ত্রের "স্বধয়াতদেকং" বলিতে বুঝায় যে "প্রকৃতি সে এক রহা" আর তাঁহারই প্রকৃতি এ কথা আর্য্য সমাজের পণ্ডিতবর আর্য্যমুনি ও বলেন।

"ততো বিরাড় অজায়ত" মন্ত্রে আছে যে সদেহো ব্রহ্মাণ্ডাবয়ৈরেব বর্দ্ধতে নষ্টঃ সংস্তস্মিন্নেব প্রলীয়তে ইতি।

পরমেশ্বরস্তু সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো অতিরিচ্যতে অতিরিক্ত পৃথক ভূতোস্তি। সার কথা এই যে জ্যোতিরূপী বিরাট দেহ পরমেশ্বর হইতেই হইয়াছে অর্থাৎ তাহারই পরিণাম অথচ তিনি ইহার অতিরিক্ত ও আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা॥ এই শ্লোকটীর দ্বারা ত্রিলোকের সৃষ্টি কর্ত্তা ও তাহার অতিরিক্ত নিরস্ত কুহকং পরং সত্যং ভাব বলিয়া-

ছেন। অপি চ ভাগবৎ যে আন্তোপান্তই সাবিত্রী ব্যাখ্যা ইহাও আছে। চৈতন্য চরিতামৃতের ৭মে পাই। "অবিচিন্ত্য শক্তি যুক্ত শ্রীভগবান। ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম। "তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি। নানারত্ন রাশি হয় চিন্তা মণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে" ॥ যেমন চিন্তামনি মণি হইতে নানা রত্ন হয় কিন্তু মণি অবিকৃত থাকে। তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ প্রণবরূপ মহাবাক্য অথচ তিনি ইহার অতিরিক্ত।

একটী কথা সাধককে বলা উচিৎ। ঈশ্বর পরমাত্মা পরব্রহ্মকে যে জ্যোতির জ্যোতি কোটি সূর্য্যের জ্যোতি বলা হয় তাহাতে অনেকে মনে করেন সেটি এ জ্যোতি নহে। কিন্তু এই জ্যোতিরই অন্তর্ভাব, মধ্যভাব ও বহির্ভাব যে রহিয়াছে এবং একত্রেই আছে এটি তাহাদের বুঝা উচিৎ। এই জ্যোতিরই যে অন্তর্ভাব বা শ্রেষ্ঠভাব তাহা আমাদের সাধারণ দৃষ্টি শক্তির অতীত। যেমন মনরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিতে হিংস্র পেচকাদি দেখিতে পায় কিন্তু সূর্য্যালোকে দেখিতে পায় না। সাধারণ মনুষ্যও চক্ষুদ্বারে সূর্য্যালোকই বিশেষরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। পরজ্যোতি কিরূপে গ্রহণ করিবে? সূর্য্যের অভ্যুদয় এবং পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণে এই জ্যোতি চর্ম্মচক্ষে কতক পরিমাণে আমরা দেখিতে পাই। সে জন্যই এই দুইটি সময়ই হিন্দুদিগের বড় পবিত্র। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ হইলেও আমরা যদ্যপি সূর্য্যজ্যোতি গ্রহণের সাধন করি তাহা হইলে ক্রমশঃ পরজ্যোতি দেখিতে সমর্থ হইব। আত্ম জ্যোতির সহিত এই জ্যোতির একত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই ত্রিকালজ্ঞ, মুক্ত হইতে পারিব।

যমেশ্বরস্ত সর্ব্বেভ্য ভূতেভ্যো অতিরিচ্যতে অতিরিক্ত পৃথক্ ভূ:ভাস্তি। সার কথা এই যে জ্যোতিরূপী বিরাট দেহ পরমেশ্বর হইতেই হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারই পরিণাম অথচ তিনি ইহার অতিরিক্তও আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্ত যতোঽন্বয়াদিতরতো" "যত্র ত্রিসর্গোমৃষা" শ্লোকটীর দ্বারা ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাহার অতিরিক্ত" "নিরস্ত কুহকং পরং সত্যং" "ভাব বলিয়াছেন। অপি চ ভাগবৎ যে আদ্যোপান্তই সাবিত্রী ব্যাখ্যা— ইহাও আছে। চৈতন্ত চরিতামৃতের আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে পাই "অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান। ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম "তথাপি অচিন্ত্য শক্তো হয় অধিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্তধরি। নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে"॥ যেমন চিন্তামণি মণি হইতে নানারত্ন হয় কিন্তু মণি অবিকৃত থাকে। তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ প্রণবরূপ মহাবাক্য অথচ তিনি ইহার অতিরিক্ত।

একটী কথা সাধককে বলা উচিত। ঈশ্বর,পরমাত্মা, পরব্রহ্মকে যে জ্যোতির জ্যোতি, কোটী সূর্য্যের জ্যোতি বলা হয় তাহাতে অনেকে মনে করেন সেটী এ জ্যোতি নহে। কিন্তু এই জ্যোতিরই অন্তর্ভাব, মধ্যভাব ও বহিভাব যে রহিয়াছে.এবং একত্রেই আছে এটী তাহাদের বুঝা উচিৎ। এই জ্যোতিরই যে অন্তর্ভাব বা শ্রেষ্ঠভাব তাহা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিশক্তির অতীত। যেমন মনরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিতে হিংস্র পেচকাদি দেখিতে পায় কিন্তু সূর্য্যালোকে দেখিতে পায় না। সাধারণ মনুষ্য ও চক্ষুঃ পর-জ্যোতি কিরূপে গ্রহণ করিবে? সূর্য্যের অভ্যুদয়ে এবং পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণে এই জ্যোতি চর্ম্ম চক্ষে কতক পরিমাণে আমরা দেখিতে

পাই। সেজন্যই এই দুইটী সময়ই হিন্দুদিগের বড় পবিত্র। বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইলেও আমরা যদ্যপি সূর্য্য জ্যোতি গ্রহণের সাধন করি তাহা হইলে ক্রমশঃ পরজ্যোতি দেখিতে সমর্থ হইব। আত্ম-জ্যোতির সহিত এই জ্যোতির, একত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই ত্রিকালজ্ঞ মুক্ত হইতে পারিব।

জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়। জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। যেহেতু বিশ্ব সংসারকে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের পাদরূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। জ্যোতি অর্থে ব্রহ্ম বুঝাইলে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এবং ব্রহ্মশব্দে জ্যোতি বুঝিলে সকল সংশয় মিটিয়া যায়।

এই জ্যোতিই সৃষ্টির মধ্যে ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তুরীয় জ্যোতিই সকলের মূল তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই তিন জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাঁহাকে সেইজন্য জ্যোতির জ্যোতি বলিয়া থাকে যথা "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ যদ্ তদাত্মবিদোবিদুঃ ।৯। ন তত্র সূর্য্যো ভাতিন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" ১০।২।২ হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠকোষে বিরজ, নিষ্কল (পূর্ণ) শুভ্র যাঁহাকে আত্ম বিদ্‌গণ জ্যোতির জ্যোতি বলেন সেই ব্রহ্ম অবস্থান করেন। সেস্থানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্রতারক ও বিদ্যুৎ ও প্রকাশ পান না অগ্নির কথা আর কি বলিব? তিনি স্বয়ম্ প্রকাশরূপ তাঁহার প্রকাশেই সকল প্রকাশ পাইতেছে। সেই ব্রহ্মের প্রকাশরূপ দ্বারাই সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্ন্যাদি প্রকাশ পাইতেছে। মুণ্ডক

অবশেষে আমরা এই সমন্বয়ে আসিলাম যে মুক্তি বা স্বর্গ বহু-প্রকার আছে। সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির ত্রিগুণময় তিনটী কোষ আছে সুতরাং চন্দ্রমা জ্যোতির ও তিনটী কোষ। অগণন জ্যোতিঃ পদার্থের তিনপাদ বা তিন কোষ আছে। উভয় শ্রেণীর পাদের গুণও ক্রিয়ার ভেদ থাকিলেও সাধককে থন এই প্রত্যক্ষ অগ্নি আদি পঞ্চভূতের সাহায্য লইয়া শরীর পালন করিতে হয়।

তখন এই পুরুষ সান্ত, আদি গোবিন্দ কৃষ্ণের শরণ লইয়া অন্তঃকরণের পবিত্রতা সাধন করিতে হইবে। যাঁহার যে রূপ সাধন, তিনি সেইরূপ ধামে অবস্থিত হন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে সালোক্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তির কথা আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নির্ব্বাণ বহু প্রকার আছে।

সমন্বয়ের দ্বিতীয়ভাগে ষড় দর্শনে যাহা আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৈষেশিকের সপ্ত, ন্যায়ের ষোড়শ, সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি ও পাতঞ্জলের ষড়বিংশতি পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ এবং বেদান্তের মধ্যে নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে যে অদ্বয় তত্ত্ব আছে তাহার স্থূলভাব আমরা প্রত্যক্ষ গোচর সপ্তপদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। ইহারা পরিদৃশ্যমান সান্ত জগতের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্র সমূহে তত্ত্ব হিসাবে সমস্ত পদার্থের নাম করণ হইয়াছে আমরা সেই তত্ত্বগুলিকে স্থূল পদার্থের সহিত মিলাইয়া, তাহা এই গ্রন্থে সাধারণের সাধনের উপযোগী করিয়া বর্ণন করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে ইহাও সত্য যে দর্শন শাস্ত্রগুলি কর্ম্মকাণ্ডের উত্তর ভাগ স্বরূপ। কিন্তু এক্ষণে বর্ত্তমান সময়ে এ প্রথা বিপর্য্যয় হইয়াছে

কারণ এক্ষণে প্রথমেই দর্শন শাস্ত্রের চর্চা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার কর্ম্ম কাণ্ডের কর্ত্তব্যতা বিশেষতঃ যজ্ঞ দান তপস্যা পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন এবং অন্যান্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রে বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনার সময় এই কর্ম্ম কাণ্ডের, নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানান্তর শুদ্ধির পর আদেশ করিয়াছেন। শবরস্বামীই একমাত্র কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, সুতরাং অন্য জ্ঞান সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্বামী দয়ানন্দ ও পরমহংস শিব-নারায়ণের ও এই মত।

জৈমিনি—বেদের প্রথম মীমাংসক। তিনি পুরুষ সূক্তকে ভিত্তি করিয়া চতুষ্পাদ পুরুষই যে এই বিশ্বে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণভাবে রহিয়াছেন তাহা দেখাইয়াছেন এবং পুরুষের আরাধনাই জ্যোতি-ষ্টোম ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ তাহা ও বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। পঞ্চভূত লইয়া বেদের কর্ম্মই প্রতিপাদ্য। কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। উপনিষদের উপদেশ অর্থবাদ মাত্র। ধর্ম্ম ও সূর্য্য নারায়ণের নামান্তর মাত্র। সুতরাং অগ্নি শব্দে পৃথিবী বা পঞ্চভূত। এবং জ্যোতিঃ শব্দে চন্দ্রমা ও সূর্য্য নারায়ণ এই উভয়বিধ জ্যোতি বুঝায় এইজন্য জ্যোতিষ্টোম দ্বিবিধ। এই ত্রিবিধ যজ্ঞদ্বারা উপাসনায় স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয়।

"ন্যায় বৈশেষিক"। বৈশেষিকের সপ্ত ও ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থ এক। ইহা উভয় দর্শন সম্মত। তাহার মধ্যে নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে "পঞ্চভূত মন, মনকেও দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; বুদ্ধি ও মন ;নিত্য অনিত্যভেদে এবং ঊর্দ্ধ ও অধোগতি ভেদে বেদান্তের অনুরূপ মন বুদ্ধিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "দ্যাবাভূমী জনয়ন্" বলিয়া সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে দিবালোক বা সূর্য্য, ভূম বা পৃথিবী এবং দ্যাবা পৃথিব্যোর্মধ্যে অন্তরিক্ষম্ ইহার মধ্যে অন্তরিক্ষ লোক চন্দ্রমা এই তিন লোকের বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং আমরা এই দ্রব্যের মধ্যে সেই সপ্ত পদার্থ পাইয়াছি। কাল ও দিক সান্ত

ভাবে সূর্য্য চন্দ্রকে ও বুঝায়। আত্মা সকলের আশ্রয়রূপে আছে। গুণ, কর্ম্ম সমবায়াদি, ইহারা এই দ্রব্যেরই গুণ, কর্ম্মাদি মাত্র।

সাংখ্য—জ্ঞ এবং প্রকৃতি অনাদি। ইহা ব্যতীত ২৩ তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও মন ব্যতীত শেষ কুড়িটি তত্ত্ব, এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম ও কারণ ভাব মাত্র। মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিই সূর্য্য নারায়ণ, এবং মনই চন্দ্রমা, এবং অহংকার জীব ইহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

পাতঞ্জল—ঈশ্বর প্রণিধান, ও প্রণব জপ এবং তদর্থ ভাবনা, ইহার সাধনের প্রধান উপায় বলিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার—এবং এই উভয় ভাবই প্রণব মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয় এ সমস্ত ভাবই ঈশ্বরে বর্ত্তমান। পাতঞ্জল সান্ত সৌর জগতের পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চমুখী শিব এবং অসংখ্য জ্যোতিষ্ক পদার্থ লইয়া যে অনন্তদেবের অবতার তাহা ভাষ্যকার প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছেন। পাতঞ্জলের মধ্যে যে অন্যান্য সাধনের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ইহার অবান্তর ভেদ মাত্র। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে, সপ্ত পদার্থই তিন পদার্থ। কারণ পৃথিবী পঞ্চ ইহাদেরই স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ ভাবের ধ্যানই প্রণবের অর্থ ভাবনা। এবং সৌর জগতের যিনি অন্তর্যামী তিনিই আমাদের গম্যস্থান।

বেদান্তদর্শন—ব্রহ্মের, চারিমাত্রা বা চারিপাদের যাহা উল্লেখ আছে তাহা স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয়। তুরীয় ব্যতীত যে তিনের উল্লেখ আছে, তাহা ব্যক্ত, জন্ম ও সান্ত ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে, তিনজ্যোতি। কিন্তু এই তিনই অনন্ত জগতে বর্ত্তমান। এই তিনই সপ্ত পদার্থ তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং আমরা সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেই সপ্ত পদার্থের কথা পাইয়াছি। এই সপ্ত পদার্থেই সূক্ষ্মই তত্ত্বপদবাচ্য।

সম্পূর্ণ।